পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 18 Thursday, 18 December, 2025 * ৩১ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা * ২ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

‘কেউ দুষ্টুমি করলে আমিও দুষ্টু-মিষ্টি মেডিসিন দিই’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ বুধবার বিকেলে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মূলত ব্যবসা নিয়েই কথা হচ্ছিল। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তৃণমূল সরকার কতটা তৎপর, সরকারি কর্মীদের তিনি কী সুবিধা দিয়েছেন, সবটাই এদিন শোনা যায় মমতার মুখে। এরই মধ্যে হঠাৎ বলে ওঠেন, কেউ ‘দুষ্টুমি’ করলে, কীভাবে সমস্যার সমাধান করেন তিনি। এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, রাজ্যে বনধের সংস্কৃতি বন্ধ করতে ঠিক কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের কেউ দুষ্টুমি করলে, আমিও দুষ্টু-মিষ্টি মেডিসিন দিয়ে প্রবলেম সলভ করি। চেষ্টা করি অন্তত।’’ উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই যুবভারতীর ঘটনার তদন্তের স্বার্থে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহে লিওনেল মেসির উপস্থিতিতে যুবভারতীতে যে বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা যায়, তার দায় ক্রীড়ামন্ত্রীর দিকে ঠেলেন বিরোধীরা। কারণ ঘটনার সময় মেসির পাশেই ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পরিস্থিতি এমন হয় যে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে মাঝপথ থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যেকে হয়। তদন্ত কমিটি প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার পরই পদ থেকে সরে যান অরূপ। এছাড়া ওই কমিটির সুপারিশে শোকজ করা হয়েছে, বরাবর মমতার আস্থাভাজন অফিসার হিসেবে পরিচিত রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকেও। তবে এদিন মমতার মুখে সেই সব ঘটনার কোনও উল্লেখ শোনা যায়নি। এআই আসছে, প্রযুক্তিও বাড়ছে, তবে তার জেরে যাতে মানুষের রুজি-রোজগার না যায়, সেই দিকেই বাড়তি নজর দেবে রাজ্য। এদিন কনফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘‘এআই অপারেশন করছে, সেটা মানছি।

কিন্তু হিউম্যান টাচও দরকার। এ আই করতে গিয়ে যেন এমপ্রয়মেন্ট না চলে যায়, এমন কিছু করব না, যাতে মানুষ বে রোজগার না হয়ে যায়। তাদের দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। পেটের ক্ষুধা বড় ক্ষুধা।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে ট্রেড অ্যান্ড এক্সপোর্ট সেক্টরের জন্য আলাদা বিজনেস হাব তৈরি করা হবে। আগামী দিনে প্যাকেজিং ও ব্র্যান্ডিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেবে সরকার। পাশাপাশি, ব্যবসায়িক সমস্যা দ্রুত মেটাতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। সেই বোর্ডে রাজ্যের প্রতিটি জেলার ব্যবসায়িক সংগঠনকে যুক্ত করার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এ দিন একটি নতুন পোর্টাল চালু করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রে সরকার বা বিভিন্ন সংস্থার কাজ শেষ করেও সময়মতো টাকা পান না ব্যবসায়ীরা। ফলে আর্থিক চাপ বাড়ে। এ বার কাজ শেষ হলেই পোর্টালে আপডেট করলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। একই সঙ্গে ওই পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানালে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বেঙ্গল হচ্ছে ইন্ডিয়ার কর্মাশিয়াল গেটওয়ে।’’ রাজ্যে ছ’টি ইকোনমিক করিডর তৈরি হচ্ছে বলে জানান তিনি। সেই করিডরগুলি চালু হলে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে বলেই তাঁর দাবি। মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের এমএসএমই সেক্টরে রয়েছে ৯৩ লক্ষ ইউনিট, যেখানে কাজ করেন প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আরও ১৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী। কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা প্রাপ্য বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের নামে শুধু বদনাম করা হয়। কিন্তু বহু বঞ্চনার মধ্যেও আমরা ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘‘এ তথ্য রাজ্য সরকারের নয়, নীতি আয়োগের রিপোর্টেই উল্লেখ রয়েছে।’’ মনে করিয়েছেন, বাম আমলে বছরে কথায় কথায় বনধ হোত। তাঁর রাজত্বে বনধ কালচারের সেই বদনাম ঘুচেছে। মনে করিয়েছেন, ‘‘আমরা আসার আগে ৭৫ লক্ষ কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে। এখন একদিনও নষ্ট হয় না বনধে বন্ধ করে দিয়েছি।’’ এক্সপোর্ট নিয়েও আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। জানান, রাজ্যের রপ্তানি বেড়ে ছাড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। গত ১৪ বছরে রেজিস্টার্ড সংস্থার সংখ্যাও বেড়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ। পাশাপাশি, অসংগঠিত শিল্পে ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ ছোট-বড় ব্যবসায়ী যুক্ত রয়েছেন বলেও জানান তিনি। নোটবন্দি প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘‘নোটবন্দি করে দেশের টাকা বাড়েনি। মানুষের হাতে টাকা থাকলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হয়।’’ নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘‘তাঁর নিজেরও ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড নেই।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৩ টা জেলায় ২৩টা শপিং মল করা হচ্ছে। তারমধ্যে আগামিকাল ১০টার উদ্বোধন করা হবে। এরপরই ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘বাকি ১৩টা আপনারা দেখুন না যদি আপনারা করতে পারেন, জমি সরকার দিচ্ছে। শুধু একটা অনুরোধ যে শপিং মল করবেন তার দুটো তল এমএসএমই সেক্টরের জন্য বরাদ্দ করবেন, বাকি অংশে আপনারা আপনাদের ইচ্ছামত করুন।’’ উদ্যোক্তাদের দাবি, এ দিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের ছোট, মাঝারি ও বড় মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের শুরুতেই গ্যালারির একাংশে মাইকের বিভ্রাট দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে বিষয়টি ‘টেক কেয়ার’ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিকে, এ দিনের অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্কও কম হয়নি। সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের জলের বোতল ও ব্যাগ নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পুলিশের দাবি, শুধুমাত্র নিরাপত্তার কারণেই এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এমন বিধিনিষেধ নজিরবিহীন বলেই মনে করছে একাংশ।

দাগি হয়েও ফাঁক গলে বসে পড়েছিলেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ ভিড়ের মাঝেই মিশে ছিলেন তাঁরা। ফাঁক গলে বসে পড়েছিলেন পরীক্ষায়। ভেরিফিকেশনের ডাকও পড়েছিল। আর সেখানেই মিলল খোঁজ। এসএসসি ভেরিফিকেশনে আরও দাগির খোঁজ মিলেছে। ভেরিফিকেশনে খোঁজ মিলল ১৩২৭ জন অযোগ্য প্রার্থীর। এর মধ্যে অনেকে ভুল তথ্য দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। অনেকে ২০১৬ সালের দাগি হওয়ার পরও ফাঁক গলে ঢুকে গিয়েছিলেন এসএসসির ভেরিফিকেশনে। এসএসসির নবম দশমের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ডেডলাইনের মধ্যে শেষ করতে পারবে না এসএসসি। আগামী বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় চায় এসএসসি। তথ্য যাচাই করার পর ১ হাজার ৩২৭ জনের নাম বাদ গিয়েছে। এখনও একাদশ দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলছে। এই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ডিসেম্বরের শেষে সমাপ্ত হবে। ভেরিফিকেশন পর্বে নজিরবিহীনভাবে ১ হাজার ৩২৭ জনের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হল। শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। অনেক ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেটও পাওয়া গিয়েছে। সেই কারণেই নামগুলি বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ এই ১৩২৭ জন কোনওভাবেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। সেই তালিকাও কমিশন নিজের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। সেক্ষেত্রে এসএসসি-র তরফ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল, যাতে কোনও ভুল তথ্য দেওয়া না হয়। তারপরই এই ১৩২৭ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁরা ৩৫টি বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দিয়েছেন। আর সেই কারণেই তাঁদের নাম নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাতিল করা হয়েছে। ফলপ্রকাশের পরই একাধিক ক্ষেত্রে চিহ্নিত দাগিরও ভেরিফিকেশনের কল আসার অভিযোগ ওঠে। তার মধ্যে প্রথমেই ছিল নীতীশরঞ্জন বর্মনের নাম। ২০১৬ সালের প্যানেলে তাঁর নাম চিহ্নিত দাগিদের তালিকায় ছিল। নীতীশের স্ত্রী, যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তিনিই আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকে ফোন করে বিষয়টি জানান। জল গড়ায় আদালতে। হাইকোর্ট তাঁর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে। কিন্তু ফাঁক গলে পরীক্ষায় বসে গিয়েছিলেন সৌগত অধিকারী, মহম্মদ আলাউদ্দিন, অঞ্জন অধিকারী, শ্বাশতবিকাশ মাইতি, সুদীপ পাল, গুরুপদ গিরিরা। তাঁদের প্রত্যেকের নামই ২০১৬ সালের চিহ্নিত দাগিদের তালিকায় ছিল। এবিষয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘যদি এখনও মানুষ মনে করে এই সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবে, তাহলে ভুল করছেন।’’

সার্কাস হবে পার্ক-সার্কাস ময়দানেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ দূষণ হবে, তাই পার্ক-সার্কাস ময়দানে সার্কাস বন্ধ করা হোক। এই অভিযোগ জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তবে বুধবার কোর্ট স্পষ্ট জানায়,পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাসে বাধা নেই। এই মামলায় কোনও অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দেয়নি হাইকোর্ট। এ দিন এজলাসে বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের মন্তব্য, সার্কাসের দর্শক সংখ্যায় অনেকটাই কম। তাই ফুটফল সামন্য। আর সার্কাস হয় ঘেরা এলাকায়। সেই কারণে দূষণের মাত্রা কম। উপযুক্ত সব অনুমতি মিলেছে,তাই আপত্তি নয়। মন্তব্য করলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের। গত ১ ডিসেম্বর পার্ক-সার্কাস ময়দানে সার্কাস আয়োজনের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। এর আগে ২০১৪ সালে শেষবার সার্কাস হয়েছিল। যেহেতু সেই সময় মা ও এজেসি বোস উড়ালপুলের কাজ চলছিল সেই কারণে কয়েক বছর বন্ধ ছিল সার্কাস। তবে কলকাতা পুরসভা ফের সার্কাসের অনুমতি দিতেই জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারীর যুক্তি, ২০০৮ সালে এই মামলার রায়ে হাইকোর্ট দূষণের যুক্তিতে মান্যতা দেওয়ায় বইমেলা সরে যায়। সেই সময় কোর্ট বলেছিল, কোনও রকম দূষণ পর্ষদের বিধি না মেনেই পুরসভা অনুমতি দিয়েছে। এবার সেই মাঠেই সার্কাস করার জন্য এক সংস্থাকে অনুমতি দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেইটাই বদলে দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ ভোটের আগে থেকেই বাঙালি অস্মিতা নিয়ে সরব রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই এই নিয়ে মুখ খুলেছেন। আজ ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ বিজেপি নেতাদের ক্ষমা চাইতে বলেছেন দেশবাসীর সামনে, যেহেতু তাঁরা বারেবারে বলে এসেছেন বাংলা অনুপ্রবেশকারীদের আতুঁড়ঘর। এরপর এ দিন মনরেগার নাম বদলানো নিয়েও তীব্র আক্রমণ অভিষেকের। এই ইস্যুতেও বাঙালি অস্মিতা অস্ত্রেই শান দিলেন তিনি। মনরেগার নাম বদল নিয়ে চর্চা চলছে লোকসভায়। পেশ হয়েছে বিল। ‘মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপাওয়ারমেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫’ বা মনরেগা। এবার আসন্ন নতুন বিলে এই প্রকল্পের নাম হয়েছে বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ‘জিরামজি’। অভিষেক বলেছেন, গান্ধীজীকে ‘মহাত্মা’ উপাধি দিয়েছিলেন খোদ রবীন্দ্রনাথ। অথচ সেই নামই বদলে দিচ্ছে বিজেপি। অভিষেক জানিয়েছেন, বিজেপি কতটা বাংলা-বিদ্বেষী এতা তারই প্রমাণ। এর আগে এই প্রকল্পের টাকা তাঁরা বাংলার জন্য বন্ধ করেছে। প্রচুর মানুষ কাজ করেও তারা টাকা পায়নি। এইভাবে বিজেপি বারেবারে বাংলাকে হেনস্থা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ। এ দিন, ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘মনরেগার নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজীর নাম বাদ দিচ্ছে ওরা। মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখন সেই নামটাই পাল্টে দিচ্ছে। নতুন বিল এনেছে লোকসভা। ভাবুন কোনও রাম-শ্যাম যদু মধু নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই উপাধি দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর দেওয়া নাম কেড়ে নিয়ে নতুন নাম দিচ্ছে। জব কার্ড হোল্ডারকে বঞ্চিত করা। এই জন্যই আমরা বলি বিজেপি বাংলা বিরোধী।’’ যুবভারতী-কাণ্ডে আজ ফের মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন বারবার এই ইস্যু তুলে রাজনীতি করা হচ্ছে? এই নিয়ে আবারও সরব হয়েছেন তিনি। গতকালই তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে, কুম্ভতে যখন এত বড় ঘটনা ঘটে গেল সেই সময় সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী কি ক্ষমা চেয়েছিলেন? আজ এই নিয়ে ফের মুখ খুললেন তিনি। এ দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা চেয়েছেন। এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ভারতের অন্য মুখ্যমন্ত্রী এই সৌজন্যতা দেখায়নি। আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার মাথা হেঁট হয়েছে। কয়েকজনের আচার-আচরণের জন্য বাংলার মাথা হেঁট হয়েছে। এটা আমাদের কাছে কাঙ্খিত ছিল না। একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার কী করছে সেটাও আমাদের নজর রাখা উচিত। একাধিক রাজ্যে পদপিষ্টের ঘটনার পর কোনও ধরপাকড় তো দূরের কথা প্রকাশ্যে এসে মানুষের উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাওয়া আমরা গত সত্তর বছরে দেখিনি। রেলে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে। শয়ে শয়ে লোক মারা যাচ্ছে। রেলমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা দেখতে পাইনি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহংকার নেই, ঔদ্ধত্য নেই। বিজেপির নেতামন্ত্রীদের মতো ঔদ্ধত্য নেই। উনি বারবার বলেছেন আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করব। কোথাও একটা রাজ্য প্রশাসনের ভুল হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের গাফিলতি ছিল। সেটা স্বীকার হয়েছে। উনি ক্ষমা চেয়েছে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এটা নিয়ে যারা রাজনীতি যারা করছেন তাঁরা বাংলাকে ছোট করছে।’’ অভিষেক এ দিন এও বলেছেন, ‘‘বাংলাকে বলা হয় ফুটবলের মক্কা। যে আশা উৎসাহ নিয়ে দর্শকরা এসেছিলেন। কয়েকজনের ব্যবহার, আচার-আচরণ আদিখ্যেতা দেখাতে গিয়ে যাঁরা সমর্থকদের বা ফ্যানদের নিরাশ করেছেন, তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। যে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। উদ্যোক্তরা দায়ী। সেখানে যে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল হয়নি।’’ তৃণমূল সাংসদের সংযোজন, ‘‘নিশ্চিতভাবে যাঁরা পুজোয় জামা না কিনে টাকা জমিয়ে মেসিকে দেখবেত্ত বলে এসেছিলেন, তাঁদের রাগ স্বাভাবিক। তবে এটা নিয়ে রাজনীতি না হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। তদন্ত চলছে। যাঁদের ইনভলমেন্ট থাকবে তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবে।’’

কলকাতা হাইকোর্টকে আরজি কর মামলা ফিরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ আরজি কর মামলা এবার থেকে শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই মামলা ফিরিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে যাবতীয় নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না তা এবার থেকে তত্ত্বাবধান করবে কলকাতা হাইকোর্ট। সিবিআই-কে নতুন করে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত কোন পর্যায়ে তা জানাতে হবে নির্যাতিতার পরিবারকে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আরজি কর সংক্রান্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টের কোনও একটি ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি করতে হবে। গত বছর (২০২৪) আরজি কর হাসপাতালের ভিতর এক তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনায় যাবজ্জীবনের সাজা পেয়েছে সঞ্জয় রাই। তবে তিলোত্তমার মা-বাবার দাবি, একা সঞ্জয় নয়, এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছে আরও অনেকেই। মঙ্গলবারও তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। তিনি বলেন, ‘‘শিয়ালদহ আদালতে যে সমস্ত সওয়াল-জবাব হয়, পরের দিন সেই মর্মে রায়ের কপি হাতে আসে, কিন্তু সিবিআই সেগুলিকে বরাবর পাত্তা দেয় না। হাইকোর্টে সাত মাস মামলার চলার পর তা ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। মামলা গৃহীত হয়েছে। শুনানি শুরু হয়নি। শুরু হলে সিবিআইকে সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।’’ নির্যাতিতা আরও বলেন, ‘‘এখানে অনেকেই জড়িত রয়েছে। ডিএনএ রিপোর্টে সেই বিষয়টি স্পষ্ট। একজন মহিলার ডিএনএ, সঙ্গে আরও ছয়টি পুরুষের ডিএনএ রয়েছে। আমরা জানি, তাঁরা কারা, কিন্তু সিবিআইকে তদন্ত করতে হবে।’’

যুবভারতীকাণ্ডে সিট-এর অফিসারের সংখ্যা বাড়ল, মাঠের থ্রি ডি স্ক্যানিং করল ফরেনসিক টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ মেসির কলকাতা সফরের দিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনার তদন্ত আরও জোরালো হল। ঘটনার কিনারা করতে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) আরও বড় করা হল। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের ডিজি সুপ্রতিম সরকার, আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান মুরলীধর শর্মা ও এডিজি জাভেদ শামিমকে নিয়ে সিট গঠনের পর, এ দিন ওই টিমে আরও আট জন পুলিশ আধিকারিককে যুক্ত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, প্রয়োজনে তদন্তকারী দলে সদস্যসংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে। তদন্তের গতি বাড়াতে এ দিন যুবভারতীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ফরেনসিক টিম। ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল, তার পুনর্নির্মাণে মাঠের বিভিন্ন অংশের ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু জলের বোতল, ভাঙা কাঁচের টুকরো, ভাঙা চেয়ারের অংশ এবং যেখানে আগুন লাগানো হয়েছিল সেখানে সোফার কিছু অংশ কাপড় সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক টিম। সমগ্র মাঠের থ্রি ডি স্ক্যানিংও করেন ফরেনসিক সদস্যরা। উল্লেখ্য, গত শনিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যেই মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের ভিড়ের জেরে সাধারণ দর্শকরা মেসিকে ঠিকমতো দেখতেই পাননি। ফলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে এসেও খালি হাতে ফিরতে হয় বহু মানুষকে। এই ঘটনার জেরে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ দর্শকদের একাংশ স্টেডিয়ামের বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির নির্দেশ মেনে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে শোকজের মুখে পড়েছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার এবং যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের সচিব রাজেশ কুমার সিনহাও। দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে বিধাননগরের ডেপুটি কমিশনার অনীশ সরকারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও দেবকুমার নন্দনকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিকে, যুবভারতীতে ভাঙচুরের অভিযোগে গ্রেফতার আরও এক যুবক। ধৃত রূপক মণ্ডল সেদিন দর্শকাসনে বসেছিলেন বলে তদন্তকারীদের দাবি। মেসিকে দেখতে না পেয়ে পরে তাণ্ডবে যোগ দেন তিনি। এই নিয়ে শনিবারের ঘটনার জেরে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছয়।

বিজিবিএস-এ ২০ লক্ষ কোটির ঘোষণা, বাস্তবে শূন্য! পুস্তিকা প্রকাশ করে তৃণমূলকে বিঁধলেন শমীক-শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের নামে মানুষকে ঠকানোর ‘দুর্বল চিত্রনাট্য’ মঞ্চস্থ করছে তৃণমূল সরকার, এই অভিযোগে বুধবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির খতিয়ান প্রকাশ করল বিজেপি। একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে গত আটটি বিজিবিএস ঘিরে ঘোষিত বিনিয়োগ ও বাস্তব চিত্রের তুল্যমূল্য হিসাব তুলে ধরেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এ দিন দু’জনেই যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন। বিজেপির দাবি, ২০১৫ থেকে ২০২৪, এই সময়কালে মোট ২০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা এবং প্রায় ৮০০টি মৌ (মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) সাক্ষরের কথা বলা হলেও বাস্তবে তার রূপায়ণ ‘নগণ্য’। কর্মসংস্থান তৈরির যে বিপুল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তারও কোনও প্রতিফলন নেই বলে অভিযোগ। শমীক-শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ২০১৬ সালে ৯০টি মৌ সাক্ষরিত হয়, ঘোষিত বিনিয়োগ ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি। ২০১৭ সালে ১১০টি মৌ ও ২ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি, ২০১৮ সালে ১৩৭টি মৌ ও ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৯ সালে ৮৬টি মৌ-সহ ২ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ২০২২ সালে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি, ২০২৩ সালে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি ও ১৮৮টি মৌ, আর ২০২৪ সালে ৪ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এত মৌ সাক্ষরিত হলেও অধিকাংশই কার্যকর হয়নি বলে বিজেপির অভিযোগ। উল্টে বাণিজ্য সম্মেলনের খরচ ক্রমেই বেড়েছে-২০১৬ সালে যেখানে খরচ ছিল ৩০ কোটি টাকা, ২০১৭-তে ৩৫ কোটি, ২০১৮-তে ৪০ কোটি, ২০১৯-এ ৪৫ কোটি, ২০২৩-এ ৫০ কোটি এবং ২০২৪-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭ কোটি। শমীক-শুভেন্দুর কটাক্ষ, ৫০০ কোটির বেশি খরচ করেও রাজ্যে বড় শিল্পে বিনিয়োগ শূন্য। বিজেপির

দাবি, যে সামান্য বিনিয়োগ হয়েছে তা মূলত এমএসএমই বা ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে। ভারী শিল্প বা তার অনুসারী শিল্পে কোনও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বড় শিল্প। অথচ তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনে মূলত ফলের জুস, খাদ্যপণ্য জাতীয় শিল্পেই বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ। শুভেন্দু বলেন, ‘‘যেটুকু বিনিয়োগ হয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছে- মুদ্রা যোজনার মতো প্রকল্প, কিংবা রেল, হাইওয়ে, বন্দর, বিমানবন্দর সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের জন্য। তাঁর সংযোজন, বিজিবিএসের ঢাকঢোল পিটিয়ে রাজ্যবাসীকে বারবার বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।’’ আরও কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘যিনি বলেন, ‘বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না’, তিনি একবার গুজরাট-মহারাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার দিকে তাকান। তাঁর মতে, বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বদল ঘটাতে হলে সরকার বদল জরুরি।’’ বিজেপির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার সময় রাজ্যের ঋণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকা। এখন তা বেড়ে ৭ লক্ষ কোটির বেশি। ‘‘এই সংখ্যাই বলে দিচ্ছে, তৃণমূলের আমলে বাংলা কতটা পিছিয়ে পড়েছে’’, বলেন শমীক। কটাক্ষের সুরে শুভেন্দু এও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী ভারাক্রান্ত। তাই এ বছর নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে ২০০ কোটি টাকা খরচ না করে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিজিবিএস করা হচ্ছে।’’ আর শমীকের কথায়, ‘‘গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর বিজেপির সরকার হবেই, ২০২৬-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত।’’ এদিন কলকাতা পুলিশের বৈঠক প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শমীক বলেন, ‘‘জুন মাসে এই বৈঠক আবার হবে। বিরোধী দলনেতাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখবেন।’’ রাজ্য ইতিমধ্যেই ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দলই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশ বলছে, শমীক যে সময়ের কথা বলছেন সেই সময় তো রাজ্যে নতুন সরকার তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। জয়ের ব্যাপারে তিনি কী একশো শতাংশ নিশ্চিত? তাহলে কি শুভেন্দু অধিকারীই হচ্ছে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী? শমীকের মন্তব্যেই বাড়ছে জল্পনা। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ধেয়ে গেলেও শমীক যদিও ততক্ষণে বলে দিলেন, ‘‘বিজেপি কোনও মুখ মুখোশের রাজনীতি করে না। যে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে সেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিশ্চিত ভাবেই থাকবেন।’’ অর্থাৎ জয়ের ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত। কিন্তু শুভেন্দু কী মুখ? হাসিমুখে শমীককে তখন বললেন, ‘‘উনি তো পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেন। তাই পুলিশের লোকেদের চেনেন, ওরাও চেনে। তাই ওই কথা বলেছি। তবে বৈঠক যে তিনি করছেন তা কালের নিয়মে লেখা হয়ে গিয়েছে।’’ পাশে বসে হাসিমুখে শুভেন্দু শুধু বললেন, ‘ওটা বলা আসলেই সিম্বলিক’।

সোনারপুর বইমেলা ৩৬তম বর্ষ পদার্পন করল

অনিকেন নস্কর,দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর ক্লাব সমন্বয় সম্মিলনীর শুরু হয়ে গেল ৩৬ তম বইমেলা। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এই বইমেলার উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শান্তা দত্ত দে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক জয়া মিত্র, শুভ দাশগুপ্ত প্রমুখ। বইমেলার ভাবনা হল ''ভাটিপথের দক্ষিণ ২৪ পরগনা'। উদ্যোক্তাদের দাবি, জেলার বেশিরভাগ অংশেই রয়েছে নদী। তাই নদীমাতৃক এই জেলার বেশিরভাগ ভাটিপথই এবারের বইমেলার ভাবনা। সোনারপুরের রেল কোয়ার্টার্স পার্কে আয়োজিত মেলা চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মেলার থিম প্যাভেলিয়নে লেরা আর্থসামাজিক অগ্রগতি,ঐতিহাসিক স্থান,পর্যটন স্থান প্রভৃতির সমন্বয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী রাখা হয়েছে। মেলার উদ্বোধন করে শান্তা দত্ত দে বলেন, নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে তুলতে হবে। কারন বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বইয়ের বদলে স্মার্ট ফোনের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন। সেখান থেকেই তথ্য অনুসন্ধান করছেন। তাদের বইমুখী করা দরকরা। বইমেলা কমিটির সম্পাদক সত্যব্রত পাল জানান যে এই বইমেলা ছত্রিশ বছর পদার্পন করল।

কাবেরী হাসপাতাল ভেলোরে তথ্য কেন্দ্র চালু করেছে

দুরন্ত বার্তা(অরূপ নস্কর) ,১৭ডিসেম্বরঃ কাউভারীর সমন্বিত বিশেষ যত্ন রোগীদের কাছাকাছি প্রসারিত করা।কাবেরী হাসপাতাল, ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় মাল্টি-স্পেশালিটি হেলথ কেয়ার গ্রুপ, বিশেষায়িত এবং উন্নত চিকিৎসা সেবা চাওয়া রোগীদের সহায়তা করার জন্য ভেলোরে একটি কাবেরী তথ্য কেন্দ্র চালু করেছে।২৫ বছরেরও বেশি সময়ের উত্তরাধিকার নিয়ে, কাবেরী হাসপাতাল ভারতে ৬টি স্থানে কাজ করে, ১২টি হাসপাতালের একটি নেটওয়ার্ক সহ, ৮,০০০ ডাক্তার এবং ২,২৫০ শয্যা দ্বারা সমর্থিত। গ্রুপটি কার্ডিয়াক সায়েন্স, নিউরোসায়েন্স, অর্থোপেডিকস, অনকোলজি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, রোবোটিক্স এবং ট্রান্সপ্লান্টেশনে ক্লিনিকাল দক্ষতার জন্য স্বীকৃত, অভিজ্ঞ মেডিকেল টিম এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর মাধ্যমে বিতরণ করা হয।চেন্নাইকে ভারতের স্বাস্থ্যসেবার রাজধানী হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়, এবং শহরের সাথে ভেলোরের ঘনিষ্ঠতা ঐতিহাসিকভাবে এটিকে তৃতীয় এবং বিশেষায়িত যত্নের সন্ধানকারী রোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্সেস পয়েন্ট হিসাবে স্থাপন করেছে। বছরের পর বছর ধরে, ভেলোর তামিলনাড়ু এবং বেশ কয়েকটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যের রোগীদের জন্য একটি পছন্দের স্বাস্থ্যসেবা গন্তব্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যারা নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসার সন্ধানে ভ্রমণ করে।নতুন চালু করা কাউবেরী তথ্য কেন্দ্রটি সুস্পষ্ট চিকিৎসা তথ্য, বিশেষজ্ঞের পরামর্শে নির্দেশিকা এবং অ্যাপয়েন্ট মেন্ট এবং যত্নের পথের সমন্বয়ের জন্য, বিশেষ করে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণকারী রোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অতীতে আবদ্ধ থাকলে এগোবে না বিশ্ব, ভারত-আফ্রিকা সম্পর্ক নতুন উচ্চতাঃইথিওপিয়ার সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদী

আদ্দিস আবাবা ও নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ অতীতে আটকে থাকলে বিশ্ব এগিয়ে যেতে পারে না-এই স্পষ্ট বার্তা দিয়েই ইথিওপিয়ার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় সংসদের যৌথ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে তিনি ভবিষ্যতমুখী সহযোগিতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা তুলে ধরেন। এই ভাষণের মাধ্যমে বিশ্বের ১৮তম সংসদে বক্তব্য রাখার অনন্য নজিরও গড়লেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।ভাষণের শুরুতেই ইথিওপিয়ার সংসদ, দেশের জনগণ এবং তাদের গণতান্ত্রিক যাত্রার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে তিনি বন্ধুত্ব, সদিচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের শুভেচ্ছা বহন করে আসার কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়, বরং মানুষের আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মান এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথনির্দেশক।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তাঁর সরকারের গত ১১ বছরে ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে সংযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্য, অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের সহযোগিতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে শক্তিশালী করার এক যৌথ প্রচেষ্টা বলেই তিনি উল্লেখ করেন।ভাষণে সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জাতীয় স্তোত্র ' বন্দে মাতরম' এবং ইথিওপিয়ার জাতীয় সঙ্গীত-উভয়ই ভূমিকে মা হিসেবে কল্পনা করে। এই অনুভূতি আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতি গর্ব করতে শেখায় এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করার অনুপ্রেরণা জোগায়। এই মিল দুই দেশের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের গভীর সেতুবন্ধনকে স্মরণ করিয়ে দেয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতীতের বোঝা বহন করে এগোনোর ঝুঁকির কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে ছিল, পুরনো বিভাজন, দ্বন্দ্ব ও সংকীর্ণতার মধ্যে আটকে থাকলে মানবসভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এর পরিবর্তে অংশীদারিত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ভবিষ্য নির্মাণই সময়ের দাবি।ইথিওপিয়ার সংসদের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে-যেখানে উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ একসঙ্গে এগিযে চলে। ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কের গভীরতা ও ভবিষ্য সম্ভাবনার প্রতি আস্থা জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, বিশ্বকে এগিয়ে নিতে হলে অতীতের সীমাবদ্ধতা ছেড়ে সম্মিলিত উদ্যোগই একমাত্র পথ।

ভারতের সাফল্যে কংগ্রেসের অস্বস্তি প্রকাশ্য, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কটাক্ষে তীব্র সঞ্জয় জয়সওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চাভানের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা সঞ্জয় জয়সওয়াল। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস বরাবরই ভারতের পরাজয়ের স্বপ্ন দেখেছে এবং তাদের রাজনৈতিক মানসিকতা সেই ভাবনারই প্রতিফলন।সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, কংগ্রেসের আচরণ ও বক্তব্যে বারবার এমন এক মনোভাব ধরা পড়ে, যেখানে দেশের সাফল্যকে স্বীকার করার বদলে তা খাটো করার প্রবণতাই প্রাধান্য পায়। তাঁর দাবি, ভারতের সামরিক ও কৌশলগত সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলাই কংগ্রেসের পুরনো অভ্যাস। তিনি উল্লেখ করেন, কীভাবে পাকিস্তানের বিমানঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল, তা দেশবাসীর অজানা নয়। সেই সাফল্যের পরেও বিরোধীদের একাংশের অস্বস্তি স্পষ্ট বলে মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা।রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ করে সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, ভারতের জয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ করে রাহুল গান্ধী অত্যন্ত বিরক্ত বলে মনে হচ্ছে। তাঁর মতে, এই ধরনের মানসিকতা শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংকটই নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নেও বিভ্রান্তির ইঙ্গিত দেয়। তিনি আরও বলেন, রাহুল গান্ধীর মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং মনে রাখা উচিত যে তিনিও ভারতের একজন নাগরিক।অন্যদিকে, মনরেগার নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিতর্ক প্রসঙ্গেও বিরোধীদের সমালোচনা করেন সঞ্জয় জয়সওয়াল। তিনি জানান, এই প্রকল্পের নাম অতীতে একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাতে কখনও কোনও ব। বিতর্ক তৈরি হয়নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মোট আটবার নাম পরিবর্তনের পরও আগে কেউ ইস্যু তোলেনি। পাশাপাশি আজিবিকা মিশনকে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।সঞ্জয় জয়সওয়ালের অভিযোগ, মনরেগা নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, যা ঠিক নয়। তাঁর মতে, এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব সংসদে অবশ্যই পাস হবে এবং এতে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থই সুরক্ষিত হবে।সব মিলিয়ে, অপারেশন সিঁদুর থেকে শুরু করে মনরেগা বিতর্ক-সব ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে বিজেপির আক্রমণ যে আরও তীব্র হচ্ছে, সঞ্জয় জয়সওয়ালের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপর।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কর্মীবর্গ, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে।জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাবনা অনুযায়ী সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হয়েছে, ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি নেতাতে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Viksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ' যা অত্যাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত করছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, ২,০০০ কোটি থেকে পৌঁছেছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে গ্রস এক্সপেনডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোর্টালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপস-এর কমপেনডিয়াম প্রকাশ করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, ™à India ২০৪৭-এর জন্য সুর বেঁধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয় চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দেন এবং প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয় কারান্ডিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট জন ছাড়াও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

''বিষ শুধু বিষ দাও, অমৃত চাইনা - দক্ষিণ দিনাজপুরে লাইসেন্সবিহীন ভুটভুটি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় দূষণ হচ্ছে শহর

দক্ষিন দিনাজপুর ঃ তিন চাকার রিকশা ভ্যান জাতীয় এই ভুটভুটি গাড়ি এই ভুটভুটি কখনো কেরোসিন বা ডিজেল ও চলে। শুধুমাত্র খরচ কমাতে জেলা জুড়ে প্রায় সব চালকই কেরোসিন দিয়ে ভুটভুটি চালানোর দিকে ঝুঁকেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে ভুটভুটির রমরমা ফলে তার সাথে বেড়ে উঠছে বায়ুদূষণ। ভুটভুটি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে শহর প্রসঙ্গত, জেলার সমস্ত ভুটভুটি বেআইনি এগুলোর কোনো বৈধ কাগজ নেই তাই দিনের পর দিন প্রচন্ড শব্দ করে এবং বিষাক্ত কালো ধোয়া বের করতে করতে রাস্তার উপর দিয়ে যত্রতত্র যেখানে সেখানে ছুটে চলেছে আর তা হচ্ছে কার্যত প্রশাসন কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জেলার প্রতিটি শহর ভরে যাচ্ছে বিষাক্ত ধোঁয়ায়। এই বিষয়ে জেলার এক পরিবেশ কর্মী জানান, ভুটভুটির ধোঁয়ায় বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস থাকে সেগুলো মিশে বাতাস দূষিত হচ্ছে ভুটভুটি ধোঁয়া পরীক্ষা করে তবে ছাড়পত্র দেয়া উচিত তা না হলে ভবিষ্য প্রজন্ম সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন বাতাস পাবে না তার ফলে জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।আরো অন্যান্য পরিবেশ কর্মীদের দাবি ভুটভুটির কালো ধোঁয়ায় রয়েছে কার্বন মনোক্সাইডের মতো ক্ষতিকারক উৎপাদান অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস যা মানুষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর বাতাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলে ফুসফুসের প্রদাহ ছাড়াও মাথার নানান অসুখ দেখা দেয় বয়স্ক শিশুদের উপরে ভুটভুটি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া খুবই খারাপ প্রভাব ফেলে। অভিযোগ ভুটভুটি নিযন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। তাই শুধু মাত্র কম টাকা লাগিয়ে ভুটভুটি কিনে তা ব্যবসাযীরা কম খরচে মালপত্র পরিবহন করছে। রতন মন্ডল নামে ভুটভুটি চালক জানান, শুধুমাত্র ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ করলে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা গ্যারেজ গুলিতে ভুটভুটি তৈরি করা হয় সেখান থেকে আমরা গাড়ি কিনি।প্রতিদিন প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় ওভার লোড করে বিভিন্ন মালপত্র বয়ে বেড়াচ্ছে এসব ভুটভুটি পরিবেশ কর্মীদের অভিযোগ প্রশাসনিক উদাসিনতা ও অবহেলার কারণে এইভাবে ভুটভুটি চলতে পারছে যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে তারা এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে ভুটভুটি গুলির কোন কাগজপত্র নেই তা আমরা শুনেছি সে গুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা থেকে ব্যাটারি চালিত যানে রূপান্তরিত করে এ সমস্যা মেটানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কবে এই সমস্যার সমাধান হবে তা নিয়ে চিন্তিত সুশীল সমাজের একাংশ থেকে শুরু করে পরিবেশবিদরা চিন্তায় আগামী প্রজন্মের ভবিষ্য। অনিযন্ত্রিত বেআইনি লাইসেন্সবিহীন ভুটভুটি থেকে নির্গত কালো ধোয়ায় বিষাক্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ তার জেরে অস্তিত্ব সংকটে মানবজাতির ভবিষ্য প্রজন্ম।

ডলারের সাপেক্ষে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াল টাকার দাম

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার তলানিতে নামার পরে বুধবার লেনদেনের মাঝে ডলারের সাপেক্ষে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াল টাকার দাম। এ দিন সকালে টাকার দরে বিপুল অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল। ৯১ টাকা থেকে নেমে এসে দুপুরে এক সময়ে ডলার নামে ৯০.৩০ টাকায়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের (ব্রেন্ট ক্রুড) দাম ব্যারেলে ৫৯ ডলারের ঘরে নামা শক্তি জুগিয়েছে টাকাকে। তার উপরে ভারতীয় মুদ্রার টানা পতনে তৈরি হওয়া কাঁপুনি রুখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেটাও তাকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। তবে এখনও ভারতের শেয়ার বাজার থেকে পুঁজি তুলছে বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলি। যা আগামী দিনেও টাকার দামকে দোলাচলে রাখবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

যুবভারতী স্টেডিয়াম কাণ্ড, শোকজের উত্তর দিলেন রাজীব কুমার, ক্রীড়া সচিব, কী লিখলেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ যুবভারতী স্টেডিয়ামের বিশৃঙ্খলার ঘটনায় শোকজের জবাব দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা। সূত্রের খবর, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারও জবাব দিয়েছেন। যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার ঘটনায় মঙ্গলবার এই তিন পদস্থ কর্তাকে শোকজ করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিহি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তদন্ত কমিটির কাছে নিজেদের এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ওই অনুষ্ঠানের সর্বোপরি ব্যবস্থাপনা এবং আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব ক্রীড়া দফতরের ছিল না। তবে শোকজের জবাব ডিজি রাজীব কুমার কী লিখেছেন তা স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে রাজীব কুমারকে টেক্সট করা হলে তিনি উত্তর দেননি। একইভাবে প্রতিক্রিয়া মেলেনি বিধাননগরের সিপি মুকেশ কুমারেরও। উল্লেখ্য, গত শনিবার যুবভারতীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই নিরাপত্তাজনিত কারণে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের ভিড়ে দর্শকরা মেসিকে

লিখিত বয়ান জমা দিয়েছেন রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের তিন শীর্ষ কর্তা। সূত্রের খবর, শোকজের জবাবে ক্রীড়া সচিব রাজেশ কুমার সিনহা লিখেছেন, মেসির অনুষ্ঠান নিয়ে যেমন পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে মূল অনুষ্ঠানের মিল ছিল না। যেমন হওয়ার কথা ছিল তেমনটা হয়নি। পরিবর্তন করা হয়েছে উদ্যোক্তা সংস্থার তরফে। অর্থাৎ সেদিন যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার জন্য সরাসরি আয়োজক শতদ্রু দত্তর গাফিলতির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন ক্রীড়া সচিব। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এও জানা যাচ্ছে যে শোকজের জবাবে ক্রীড়া সচিব নাকি ঠিকমতো দেখতেই পাননি। হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে খালি হাতে ফিরে যেতে হয় বহু দর্শককে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে ক্ষুব্ধ দর্শকদের একাংশ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পরই আয়োজক শতদ্রুকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। একই সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠেছিল প্রশ্ন। মঙ্গলবার তিন কর্তাকে শোকজও করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটি। এবার সেই তিন কর্তা শোকজের জবাব দিলেন। এখন দেখার, তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে পরবর্তী কী পদক্ষেপ করে।

খসড়া তালিকায় নাম না থাকলে নতুন আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে, লাগবে ২০০২ সালের যোগসূত্র

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে না, তাঁদের ভোটার তালিকায় নতুন করে নাম তোলার জন্য আবেদন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তাঁদের পূরণ করতে হবে কমিশনের দেওয়া ফর্ম ৬।এ ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি থাকছে কমিশনের। নতুন করে নাম তোলার জন্যও এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে হবে ভোটারদের। আবেদনপত্র ৬-এর সঙ্গে অপর একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে তাঁদের।যাঁরা আগে গণনা আবেদনপত্র পূরণ করেননি, তাঁদের এখন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হলে নতুন করে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য থাকবে ফর্ম ৬। সেটির সঙ্গে আরও একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে তাঁদের। সেটিও দেখতে এনুমারেশন ফর্মের মতোই। সেখানেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে যোগসূত্র জানতে চাওয়া হবে।আগে নতুন করে নাম তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্মতারিখের প্রমাণ রয়েছে, এমন একটি নথি দিতে হত। তার সঙ্গে বাবা-মায়ের (অভিভাবকের) ভোটার কার্ডের তথ্য দিতে হত। এ বার এসআইআর প্রক্রিয়ায় সেই নিয়মে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। বদলেছে নিয়মও। ওই ভোটারের ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকলে, সেই তথ্য জানাতে হবে কমিশনকে।প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের খসড়া তালিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তার আগেই খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে কি না, তা সকাল থেকেই দেখে নিতে পারেন ভোটারেরা।

ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস উদযাপন, বিজয় স্মারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্যপালের

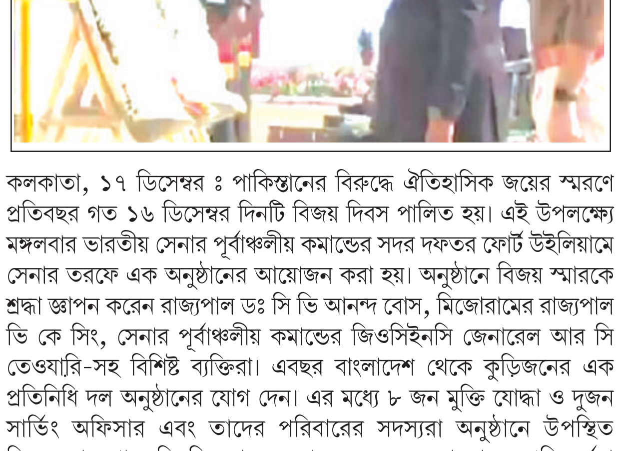

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়ের স্মরণে প্রতিবছর গত ১৬ ডিসেম্বর দিনটি বিজয় দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়ামে সেনার তরফে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজয় স্মারকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, মিজোরামের রাজ্যপাল ভি কে সিং, সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসিইনসি জেনারেল আর সি তেওয়ারি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এবছর বাংলাদেশ থেকে কুড়িজনের এক প্রতিনিধি দল অনুষ্ঠানের যোগ দেন। এর মধ্যে ৮ জন মুক্তি যোদ্ধা ও দুজন সার্ভিং অফিসার এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, আমরা দেখেছি সর্বদা সত্যেরই জয় হয়। প্রতি বছর এই দিনে আমাদের সেই দিনের কথা মনে পড়ে, যখন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। এতে আমরা একটি নিপীড়ক শাসন থেকে মুক্ত জনগণের মুক্তি দেখেছি এবং আমরা তা উদযাপন করেছি, প্রতি বছর গৌরবের সঙ্গে।

রাশিফল

মেষঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। হাঁটার সময় আপনার আরো সতর্ক থাকা উচিত। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে। শুভ দিন।
বৃষঃ বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চমকার হবে। আপনার ব্যক্তিগত শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস উচ্চ পর্যায়ে থাকবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে সফল হবেন। বিশেষ করে বন্ধুত্ব এবং পার্টনারশিপে মাধুর্য এবং বোঝাপড়া বজায় থাকবে। বিবাহের যোগ হবে।
মিথুনঃআপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। শুভদিন হবে।
কর্কট রাশিঃ কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্য অস্থির থাকতে পারে, যা আপনার সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এটি একটি সংবেদনশীল সময়, যখন আপনি ছোট ছোট বিষয় নিয়েও উদ্বিগ্ন হতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজকে
সিংহঃআপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার চারপাশের মানুষদের মুগ্ধ করবে। বুঝে খরচ করুন এবং আজ যা খরচ হয় করতে চেষ্টা করুন। যদি আপনি অত্যধিক উদারতা দেখান- তাহলে ঘনিষ্ঠ মানুষরা অন্যায়ভাবে আপনার সুযোগ নিতে পারে। আপনি আজ ভালবাসাপূর্ণ চকলেট খেতে পারেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতা আপনাকে ভালো ধারণা এবং পরিকল্পনা দিয়ে দেবে। শুভদিন হবে
কন্যাঃকন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। ইতিবাচক শক্তি আপনাকে ঘিরে রাখবে, যা আপনাকে ভেতর থেকে উজ্জ্বল ও ইতিবাচক অনুভব করাবে। আপনার চিন্তাভাবনা আরও স্পষ্ট হবে এবং আপনি আপনার সম্পর্কগুলোতে আরও স্বস্তি ও সুখ অনুভব করবেন।
তুলাঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। যে লোকেরা জমি কিনেছিল এবং এখন এটি বিক্রি করতে চায় তারা আজ একজন ভাল ক্রেতার কাছে আসতে পারে এবং এর জন্য খুব ভাল পরিমাণ অর্জন করতে পারে। শুভ রং লাল
মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি ইতিবাচক এবং সুখী দিন হবে। আপনার শক্তি এবং সংকল্প আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। ব্যবসায় উন্নতি হবে।
বৃশ্চিকঃ বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আর্থিক ব্যয়
ধনুঃ বয়স্করা তাঁদের বা।তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন। কেবল বিচক্ষণ বিনিয়োগই পরিশোধ আনবে- আজ
কুম্ভঃ যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। বিদেশ যাত্রা সুযোগ আছে।
মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সামগ্রিক ভাবে একটি ইতিবাচক দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশে একটি নতুন শক্তি অনুভব করবেন, আজ

আবহাওয়া

ফের সামান্য বাড়ল কলকাতার তাপমাত্রা! বুধবার মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা খানিক বে।ছে। সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় সকালের দিকে জারি হয়েছে কুয়াশার সতর্কতা। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার সামান্য পারদ চড়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও পারদ রয়েছে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির ঘরে। তবে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরেই রয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী পাঁচ-সাত দিনে উত্তর কিংবা দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়াও শুস্কই থাকবে। তবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু কিছু এলাকায় ভোরের দিকে কুযাশা দেখা যেতে পারে। খুব সকালে এবং রাতের দিকে শীতের আমেজ থাকলেও বেলা বাড়লেই তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৪মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মিনিটে হতে পারে।

আরজি কর দুর্নীতির আখড়া এবং আস্তানায় পরিণত হয়েছে

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ আরজি কর দুর্নীতি আদালতে হাজিরা দিলেন না 'অসুস্থ' আখতার! আগাম জামিন চেয়ে দ্বারস্থ হাই কোর্টেরও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আখতারই প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁকে 'হুইসেল ব্লোয়ার' বলা হয়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সমন পাঠিয়ে তলব করা হলেও গত মঙ্গলবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দিলেন না আখতার আলি। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তাঁর আইনজীবী জানান, আখতার অসুস্থ। তাই তিনি হাজিরা দিতে পারেননি। পাশাপাশি, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন আখতার। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আখতারই প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁকে 'হুইসেল ব্লোয়ার' বলা হয়।

তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বর্তমানে সন্দীপ জেলবন্দি। পরে এই মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিটে সিবিআই দাবি করে, আরজি করের দুর্নীতিতে জড়িত আখতারও! সেই চার্জশিটের ভিত্তিতে তাঁকে সমন পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত। গত মঙ্গলবার আদালতে আখতারের হাজিরা এড়ানো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সন্দীপের আইনজীবী। তাঁর দাবি, যাঁকে 'হুইসেল ব্লোয়ার' বলা হল, তিনি এখন 'অভিযুক্ত'। অথচ তাঁর অভিযোগে বাকিরা এক বছর ধরে জেল খাটছেন।

মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ায় বাড়িতে বোমা ফেটে জখম

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃবাড়িতে বোমা ফেটে হাতের একাধিক আঙুল উড়ল এক যুবকের! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ায়। জখম ওই যুবকের নাম নাজমুল হক। যুবক কি বাড়িতে বোমা বাঁধার কাজ করত? নাকি বোমা মজুত করে রাখা ছিল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার আওতাধীন বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া চর চাকমারী গ্রাম। আজ, বুধবার সকালে ওই এলাকা বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে ওঠে। বাংলাদেশ থেকে কোনও হামলা হল? সেই আতঙ্ক দেখা যায় স্থানীয়দের মধ্যে। দেখা যায়, সীমান্ত এলাকার একটি বাড়িতে ওই বিস্ফোরণ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বছর ২৭ বয়সের যুবক নাজমুল হককে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। বিস্ফোরণে যুবকের হাতের কয়েকটি আঙুল উড়ে গিয়েছে।

শীত আসছে কোথায়? আবার স্বাভাবিক হচ্ছে তাপমাত্রা

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ফের স্বাভাবিকের উপরে কলকাতার পারদ! এখনই জাঁকিয়ে শীত নয়, জানাল হাওয়া অফিস, চলতি সপ্তাহে বাড়তে পারে তাপমাত্রা । চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা একটু বাড়তে পারে। দিনের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের উপরেই থাকার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই তুলনায় বুধবার ভোরে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এসেও শীতের দেখা নেই পশ্চিমবঙ্গে! ১৫-১৬ ডিগ্রির ঘরে ওঠানাম করছে কলকাতার পারদ। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, কবে থেকে জাঁকিয়ে শীত

পড়বে? সেই আবহে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং চলতি সপ্তাহে আরও বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, অসম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরেও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতে রয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। বুধবারই নতুন করে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢোকার কথা রয়েছে। তবে আগামী পাঁচ-সাত দিনে রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত পড়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। রাতে ও সকালের দিকে শীতের আমেজ থাকলেও বেলা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে। কোনও কোনও জেলায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। তবে রাজ্যের কোথাও আপাতত ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই।

আপাতত জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনাই নেই। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। তার জেরে বঙ্গে শীত ধাক্কা খাচ্ছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হলেও বাড়বে বলে প্রাথমিকভাবে খবর। সামনেই বড়দিন। সেসময়ও কি বঙ্গে শীত এমনভাবে খুঁড়িয়ে চলবে? সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এ যেন এসেও শীত আসছে না। কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ দিন কয়েক হল নামতে শুরু করেছে। আশায় বুক বেঁধেছিলেন সাধারণ মানুষজন। কিন্তু সেই আশায় কার্যত জল ঢেলে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার পারদ নামার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বরং চলতি সপ্তাহে সামান্য হলেও বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় দিনের তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের নীচে আর রাতে স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে। আজ, বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৮ ডিগ্রি। গতকাল, মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৭ থেকে ৯২ শতাংশ।

পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার পতন থমকে গিয়েছে। এদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। উপকূলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কিছুট হলেও বেশি রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলিতে শীতের আমেজ থাকবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর। পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। মধ্যরাত ও ভোরের দিকে কুয়াশার প্রভাবও থাকবে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।

কিন্তু ডিসেম্বরের শেষেও কেন এমন অবস্থা শীতের? হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরে। আসাম ও সংলগ্ন এলাকাতেও ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। আহ, বুধবার নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে। ফলে আবহাওয়ার কতটা বদল হবে? বড়দিনেও তাপমাত্রার পারদ বাড়বে?

অনুপম দত্ত খুনের তিন দোষীকে আজীবন কারাদণ্ড দিল বারাকপুর আদালত

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনে তিন দোষীর আজীবন কারাদণ্ড! সাড়ে ৩ বছর পর রায় দিল ব্যারাকপুর আদালত। ২০২২ সালের ১৩ মার্চ আগরপাড়া স্টেশন রোডে স্কুটারে ওঠার সময়ে তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্তকে খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করেছিল এক দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন কাউন্সিলরের। অনুপম দত্ত খুনে তিন দোষীকে আজীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনের মামলায় তিন আসামির সাজা ঘোষণা করল আদালত। বুধবার সঞ্জীব ওরফে বাপি পণ্ডিত, অমিত পণ্ডিত এবং জিয়ারুল মণ্ডলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত। রায়ে খুশি মৃতের পরিবার। তাঁদের পাশে থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনুপমের স্ত্রী তথা তৃণমূল কাউন্সিলর মীনাক্ষী দত্ত। অন্য দিকে, পুলিশি ঘেরাটোপে আদালত থেকে বেরোনোর সময় তিন দণ্ডিতের বক্তব্য, তাঁদের ফাঁসানো হল। ২০২২ সালের ১৩ মার্চ বাড়ির আগরপাড়া স্টেশন রোডে স্কুটারে ওঠার সময়ে গুলিবিদ্ধ হন উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনুপম। খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করেছিল এক দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। সেই রাতেই অমিতকে পাকড়াও করে পুলিশ। পরে একে একে গ্রেফতার হন বাপি এবং জিয়ারুল। যদিও বাপি পরে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। গত সোমবার ব্যারাকপুর আদালত তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করলে সেখান থেকেই আবার তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার রায় ঘোষণার পর সন্তোষ প্রকাশ করেন অনুপমের স্ত্রী মীনাক্ষী। স্বামীর খুনের পরে পানিহাটির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হন তিনি। মীনাক্ষীর কথায়, "মানুষটা তো আর ফিরে আসবে না। ওর অবর্তমানে আমরা কী ভাবে দিন কাটিয়েছি এবং কাটাচ্ছি আমরাই জানি। আমার শাশুড়ি (অনুপমের মা) ছেলের মৃত্যুর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিন বছর তিনি কোমায় ছিলেন। আজ দোষীদের শাস্তি হল। মহামান্য আদালতকে সম্মান জানাই।" তিনি আরও বলেন, "আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম। কিন্তু দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। আমরা কেউ তো আর আইনের ঊর্ধ্বে নই... তবে কলকাতা হাই কোর্টে এই মামলা গড়ালে সেখানেও লড়ব। শাস্তি চাইব।"

বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্করনাথকে

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের। মঙ্গলবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির রক্তদান শিবিরে এসে আবার বিতর্কে জড়ালেন শঙ্করকুমার নাথ। মঞ্চে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শোভনদেবকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন শঙ্কর। বক্তব্য থামিয়ে এগিয়ে যান তিনি। উপাচার্য বলেন, তআমি মাননীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনেক নাম শুনেছি। কিন্তু ওঁর কাছাকাছি যাবার কোনও সুযোগ হয়নি কখনও। আমি ওঁর পা ধরে প্রণাম করতে চাই। এর পরই তাঁর সুবিদিত সৌজন্যের পরিচয় দেন শোভনদেব। প্রণাম করার আগেই উপাচার্যের হাত ধরে নেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, তআমার পরিবারে অনেক শিক্ষক আছেন। আমার স্ত্রী শিক্ষক। আমার বৌমা শিক্ষক। আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। আমি শিক্ষকদের অনেক শ্রদ্ধা করি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করে, হাতজোড় করেও প্রণাম করা যায়। শোভনের কথা মতো উপাচার্য হাত জোড় করেই তাঁকে প্রণাম করেন। পাল্টা হাতজোড় করে সৌজন্য দেখান মন্ত্রী শোভনদেবও। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়। এর আগেও বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন উপাচার্য শঙ্করকুমার। একটি অনুষ্ঠানে ক্রিকেট তারকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে 'একাধিক' নারীর উপস্থিতি নিয়ে কৌতুক করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান তিনি। রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে সৌরভ জানান, তাঁর জীবনে তাঁর মা, স্ত্রী এবং মেয়ের অবদান আছে। এ ছাড়াও তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্মে ধর্মের উল্লেখ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কখনও সাংবাদিকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে থাকা কুকুরের তুলনা করার অভিযোগ ওঠে। কখনও আবার রাজ্য সরকারের মনোনীত 'রেজিস্ট্রার'কে খারিজ করে বিতর্কে জড়িয়েছেন। আবার কখনও শাসকদলের বিধায়কের ঢালাও প্রশংসা করেছেন। এমনকি, গণেশ পুজোর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণেশ পুজো করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন শঙ্কর। সেই নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। মঙ্গলবার একেবারে মন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের ইচ্ছা প্রকাশ করে আবার একটি বিতর্ক সৃষ্টি করেন তিনি। শিক্ষা ক্ষেত্রে সব দিক দিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। কী করে এই সব বিতর্ক থেকে শিক্ষা জগতকে রক্ষা করা যাবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন রাজ্যের শিক্ষা প্রকৃত পরিবেশ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে গেলে স্বাভাবিক শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাকর করতে পারে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারিএবং ছাত্রছাত্রীরা। সবার মিলিত ইচ্ছাই শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক হতে পারে।

হেলথ প্লাস মানেই চিকিৎসার প্রতি রোগীদের আস্থা অর্জন করানো

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ হাসপাতালের মানের চিকিৎসা, এখন আরও কাছাকাছি;আপনার নিজের বাড়িতে। কলকাতায় বাড়িতে চিকিৎসা পরিষেবার মান ও পরিধি বদলে দিচ্ছে হেলথ প্লাস, যা অল্প সময়েই নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার হোম হেলথকেয়ার ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূল ভাবনা;স্বস্তির পরিবেশেই সুস্থতা দ্রুত ফিরে আসে। এই বিশ্বাস থেকেই ২০১৯ সালে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য প্রশাসক শ্রী দেবাশিস রায় হেলথ প্লাসের সূচনা করেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন খ্যাতনামা হাসপাতালে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে;হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর অনেক পরিবারই সঠিক সহায়তা, পর্যবেক্ষণ এবং মানসিক সমর্থনের অভাব অনুভব করেন। অ্যাপোলো, ফোর্টিস, নারায়ণা হেলথ, এএমআরআই এবং কেয়ার হসপিটালস;এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে শ্রী রায় উপলব্ধি করেন যে বাড়িতে ফেরা রোগীদের জন্য একটি সুসংগঠিত, ক্লিনিক্যালি সাউন্ড এবং মানবিক যত্ন ভীষণ জরুরি। সেই প্রয়োজন পূরণ করতেই হেলথ প্লাস গড়ে ওঠে। বর্তমানে হেলথ প্লাস ৫০ জনেরও বেশি প্রশিক্ষিত পেশাদারের একটি দক্ষ টিম নিয়ে কাজ করছে এবং কলকাতার বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী অ্যাডভাইসরী বোর্ড প্রতিষ্ঠানকে দিকনির্দেশ দিচ্ছে। টাটা মেডিক্যাল সেন্টার, এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার, সিএমআরআই, বি.এম. বীরলা হার্ট রিসার্চ সেন্টার, ফোর্টিস ও আইএলএস হসপিটালের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতাও এই সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

হেলথ প্লাস বাড়িতে চিকিৎসার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা-শ্রেণি প্রদান করে; পোস্ট-হসপিটাল কেয়ার, উন্নত ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেটআপ, ডাক্তার ভিজিট, টেলি-কনসালটেশন, ফিজিওথেরাপি, পুনর্বাসন, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, প্রয়োজনীয় মেডিকেল সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভার সহায়তা। লক্ষ্য একটাই;রোগী ও পরিবারের জন্য চিকিৎসার প্রতিটি ধাপকে সহজ, নিরাপদ এবং চাপমুক্ত করে তোলা। প্রতিষ্ঠাতা শ্রী দেবাশিস রায় বলেন , আমাদের সাফল্য সংখ্যায় নয়;দেখা যায় সেই রোগীদের মুখে ফিরে আসা স্বাভাবিক

হাসিতে। বাড়িতে আইসিইউ তৈরি করা হোক বা জটিল কেস ক্লিনিক্যাল প্রোটোকল মেনে পরিচালনা করা;প্রতিদিন রোগীদের উন্নতি দেখাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। চেয়ারপার্সন ড. রূপালি বসু-র কথায়, উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা শুধু প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না;তার ভিত্তি হলো বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং প্রতিদিনের জীবনে সঠিক চিকিৎসা-শৃঙ্খলার প্রয়োগ। সহানুভূতি, সততা, সম্মান ও নির্ভরযোগ্যতার মূলনীতি নিয়ে এগোচ্ছে হেলথ প্লাস, এবং আগামী দিনে টিয়ার, শহরগুলোতে বিস্তার ঘটানোর পরিকল্পনা করছে;যাতে স্বাস্থ্যসেবা পায়।

'পথশ্রী'বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ভোটের আগে 'পথশ্রী' প্রকল্পের সুবিধা পেল পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান। বৃহস্পতিবার নদিয়া থেকে ভার্চুয়ালি 'রাস্তাশ্রী-পথশ্রী ৪' প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান। এই দুই জেলা মিলিয়ে ১ হাজার ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প 'পথশ্রী'। ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হবে। বৃহস্পতিবার নদিয়া থেকে ভার্চুয়ালি 'রাস্তাশ্রী-পথশ্রী ৪' প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান। এই দুই জেলা মিলিয়ে ১ হাজার ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হতে চলেছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৫১৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৭৬.৩২ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ৫২৪টি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার হবে। জেলাশাসক ইউনিন ঋষিন ইসমাইল বলেন, "নির্ধারিত ৫২৪টি রাস্তার মধ্যে আজ ৬০টির কাজ শুরু হল। বাকি রাস্তাগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সেরে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।"

আগাম জামিন প্রশান্ত বর্মণকে

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃকেন আগাম জামিন খুনের মামলায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে? হাই কোর্টে প্রশ্নের মুখে বারাসত আদালত। অতিরিক্ত জেলা জজের হাতের কাছে কেস ডায়েরি থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে তাতে ভরসা না রেখে কৌঁসুলির কথায় বিডিওকে জামিন দিয়ে দিলেন, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছে হাই কোর্ট। খুনের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্তের আগাম জামিন কী ভাবে মঞ্জুর করা হল? উত্তরবঙ্গের রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে আগাম জামিন দিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল বারাসত আদালত। সল্টলেকের কাছে দত্তাবাদে স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যার অপহরণ এবং খুনের মামলায় নাম জড়িয়েছে বিডিও প্রশান্তের। তবে তাঁকে আগাম জামিন দিয়েছিল বারাসত আদালত। আদালতের নির্দেশের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে গিয়েছিল বিধাননগর পুলিশ। অভিযোগ উঠেছিল, জাল নথি দিয়ে তিনি নিম্ন আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন ওই বিডিও। মঙ্গলবার ওই মামলার শুনানিতে উচ্চ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েন নিম্ন আদালতের সরকারি কৌঁসুলি। অতিরিক্ত জেলা জজের হাতের কাছে কেস ডায়েরি থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে তাতে ভরসা না রেখে কৌঁসুলির কথায় বিডিওকে জামিন দিয়ে দিলেন, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ওই বিডিওর জামিন খারিজ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে প্রশান্তের আইনজীবীও প্রশ্নের মুখে পড়েন। অন্য দিকে, ওই আইন জীবী সওয়াল করেন, পুলিশ কী করে জামিন খারিজের মামলা দায়ের করল? কেন তারা আগাম জামিন খারিজের আবেদন করেনি? সওয়াল-জবাবের শেষে হাইকোর্ট বিডিওর আইনজীবীকে আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাঁর বক্তব্য হলফনামার আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

ভক্তরা এসে উপস্থিত হচ্ছে বরাহনগরের কাঁথাধারী মঠে

দুরন্তবার্তা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বরানগর। কলকাতার উত্তরে এক প্রাচীন জনপদ। একটা সময় এই অঞ্চলটা ছিলো বন জঙ্গলে ভর্তি। আর বন্য জীবজন্তুদের নিরাপদ বিচরণ স্থল। বরানগরের নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সেসব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পোস্টের মূল বক্তব্য থেকে সরে যেতে হবে। শ্রী শ্রী বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে বরানগরের উল্লেখ আছে। বরানগর যেমন একদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের পদধুলিধন্য, তেমনই পরবর্তী কালে বরানগর হয়ে উঠেছিলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাভূমি। এই বরানগরের ভাঙ্গা পোড়ো,ভূতের বাড়িতে, যা মুন্সীদের ভাঙ্গাবাড়ি নামে পরিচিত, সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৯ শে অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ গড়ে তুলেছিলেন, বরানগর মঠ। পরে তা আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। শোনা যায় বরানগর বাজারের কাছে ক্ষমুখোরঃচিক্ষ নামক তেলেভাজার দোকানে ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই জিলিপি আর সিঙারা খেতে আসতেন। এখানেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মন্দির, মঠ। এক সময়ে এখানে কুঠি স্থাপন করেছিলো ওলন্দাজ এবং ডাচরা। এই অঞ্চলে গঙ্গার ধারেই ছিলো তুলো ও অন্যান্য পন্যের গুদাম। ছিল অনেক জমিদারদের বাগানবাড়ি। যার স্মৃতি চিহ্ন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বরানগর। এখানকার অলিতে গলিতে ইতিহাসের গন্ধ। আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথেও বরানগরের নাম জড়িয়ে আছে। বলছি সে ঘটনা। সে ঘটনার কথা বলতে গেলে বলতে হবে বরানগরের কাঁথাধারী মঠ এর কথা। কথিত আছে ১৫১১ সালে শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন বরানগরের মালিপাড়ায় রঘুনাথ উপাধ্যায়ের বাড়িতে। রঘুনাথের ভাগবত পাঠে খুশী হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পায়ের খড়ম জোড়া তাঁকে দিয়ে যান। পরে এখানেই গড়ে ওঠে পাঠবাড়ি। যেখানে এখনো শ্রীচৈতন্যদেবের খড়ম জোড়া সযত্নে সংরক্ষিত আছে। রঘুনাথ উপাধ্যায়ের ভাগবত পাঠ শুনে মোহিত হয়ে তিনি রঘুনাথকে ভাগবতাচার্য উপাধি প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তিন দিন রঘুনাথের বাড়িতে অবস্থান করে ভাগবত পাঠ শুনেছিলেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথ বা ভাগবতাচার্যের বাড়ি থেকে নীলাচলে যাওয়ার সময় গঙ্গার ধারে অবস্থিত এই কাঁথাধারী মঠ এ এসেছিলেন। তবে তখন এই মঠটির নাম কাঁথাধারী মঠ ছিল না। কথিত আছে এক অপুত্রক দম্পতি এখানে একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের নিয়মিত সেবা হতো। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথ বা ভাগবতাচার্যের বাড়ি থেকে নীলাচলে যাওয়ার সময় এই মঠে এসেছিলেন। এখানকার পুজার্চনায় তিনি খুশীও হয়েছিলেন। এই মঠ ছেড়ে যখন তিনি চলে যেতে চাইছিলেন তখন মঠাধ্যক্ষ তাঁর কাছ থেকে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে কিছু দিয়ে যেতে বলেন। অবশ্য এর আগেই তিনি রঘুনাথকে তাঁর খড়মজোড়া দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এবারে তিনি তাঁর গায়ের কাঁথাটি খুলে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই মঠের নাম হয়ে যায়, কাঁথাধারী মঠ। তবে ওই কাঁথাটি শুনলাম বরানগর পাঠবাড়িতে রয়েছে। এইবার বলি এই মঠের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগসূত্রের কথা। সে ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। সময়টা ১৯১৪ সাল। সেই বছরের ২৬ শে আগস্ট বিপ্লবীরা ইংরেজদের কাছ থেকে বিখ্যাত রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ করে। কারণ বিপ্লবীরা তখন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন। নানা অস্ত্রের সম্ভারে ঋদ্ধ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে চাই অস্ত্র। তাই এই দুঃসাহসিক অভিযান। সফল হয়েছিলেন সাহসী ও সুকৌশলী বিপ্লবীরা। সেই লুণ্ঠিত অস্ত্রের মধ্যে ১২ টি মাউজার পিস্তল লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়েছিলো বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির খুব কাছের মানুষ খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Exe. Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/62/APAS/01/162/214/0002
Name of the work: **Installation of LED lighting system at 13/3 Pemental Street and its adjacent area in Ward No. 62.** Estimated Amount: ₹ **2,49,735.63.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(2) NIT No.: LTG/62/APAS/01/162/212/0002
Name of the work: **Installation of LED lighting system at 8 Ripon Street and its adjacent area in Ward No. 62.** Estimated Amount: ₹ **2,99,208.46.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No.: LTG/62/APAS/01/162/211/0002
Name of the work: **Installation of LED lighting system at 14 Nawab Abdul Rahman Street and its adjacent area in Ward No. 62.** Estimated Amount: ₹ **2,49,881.07.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(4) NIT No.: LTG/62/APAS/01/162/198/0001
Name of the work: **Installation of LED street light and other accessories at 23B Taltala Lane and its adjacent area in Ward No. 62.** Estimated Amount: ₹ **4,99,104.63.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(5) NIT No.: LTG/87/60/VI/Z-II/25-26
Name of the work: **Renovation of street lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories for essential works in Ward No. 60 under Br. VI.** Estimated Amount: ₹ **4,98,559.23.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date & time of submission of bid: **09.01.2026 up to 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).**

(6) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/2/0002
Name of the work: **Installation of LED light at 46/H/3 Beniapukur Lane and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **2,49,559.89.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(7) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/42/0002
Name of the work: **Installation of LED light and other accessories at 43 Kimber Street and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **1,49,906.22.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(8) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/37/0002
Name of the work: **Renovation of LED lighting system at 7 Kasaipara Lane and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **3,99,308.55.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(9) NIT No.: LTG/55/APAS/01/163/44/0001
Name of the work: **Installation of mini mast and other electrical accessories at 149 A.J.C Bose Road and its adjacent area in Ward No. 55.** Estimated Amount: ₹ **4,49,905.51.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(10) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/33/0002
Name of the work: **Installation of LED light and other accessories at 5 Jannagar Road and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **2,49,554.84.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(11) NIT No.: LTG/55/APAS/01/163/43/0001
Name of the work: **Installation of mini mast and other electrical system at 138 A.J.C Bose Road and its adjacent area in Ward No. 55.** Estimated Amount: ₹ **4,99,148.06.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(12) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/38/0002
Name of the work: **Installation of LED light and other accessories at 8/1 Kasaipara Lane and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **2,99,941.72.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(13) NIT No.: LTG/55/APAS/01/163/62/0002
Name of the work: **Renovation of LED lighting system at 4/1 Chathubabu Lane and its adjacent area in Ward No. 55.** Estimated Amount: ₹ **1,99,175.03.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(14) NIT No.: LTG/55/APAS/01/163/39/0002
Name of the work: **Installation of lighting system and other accessories at 85 Dr. Lal Mohan Bhattacharjee Road and its adjacent area in Ward No. 55.** Estimated Amount: ₹ **1,99,656.80.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(15) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/47/0003
Name of the work: **Renovation of street lighting system at 3 & 11 Dr. Sundarimohan Avnue and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **2,49,868.95.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date & time of submission of bid: **27.12.2025 up to 2 p.m. (for Sl. No. 6 to 15).** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025 on 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 15).**

(16) NIT No.: LTG/55/APAS/01/163/72/0003
Name of the work: **Renovation of LED street light and other electrical accessories at 145/5 Ananda Palit Road and its adjacent area in Ward No. 55.** Estimated Amount: ₹ **1,74,873.42.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date & time of submission of bid: **31.12.2025 up to 1 p.m.** Bid opening date: **02.01.2026.** The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 - 1 p.m.**

(17) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/32/0002
Name of the work: **Installation of new LED street light at 3 Jannagar Road and its adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Amount: ₹ **1,96,198.56.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date & time of submission of bid: **07.01.2026 up to 1 p.m.** Bid opening date: **09.01.2026.** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 - 1 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 5, 16 & 17), https://tenders.wb.gov.in (for Sl. No. 6 to 15).**

The Executive Engineer (Electrical)/ Lighting/Zone-I, KMC invites e-tenders online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/INS/W5/25/25-26
Name of work: **Restoration work of ductable AC Machines at Mohit Moitra Mancha in Ward No. 05 under Br.-I.** Estimated Amount: ₹ **4,97,218.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion : **25 Days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/INS/W6/35/25-26
Name of work: **Repairing and replacement work of electrical accessories at UPHC-6 in Ward No. 06 under Br.-I.** Estimated Amount: ₹ **1,40,654.00.** Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Time of Completion : **25 Days.** Last date and time of submission of Bid: **14.01.2026 - 1.15 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No.: LTG/327/WD-18/BR-II/Z-I/25-26
Name of work: **Improvement of lighting system by LED light at Durga Charan Mitra Street and other places in Ward No. 18.** Estimated Amount: ₹ **4,99,288.13.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(4) NIT No.: LTG/247/WD-20/BR-II/Z-I/25-26
Name of work: **Annual maintenance work of water fountain at different places in Ward No. 18, 19, & 20.** Estimated Amount: ₹ **2,99,061.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(5) NIT No.: LTG/326/WD-18/BR-II/Z-I/25-26
Name of work: **Improvement of lighting system with road side garden at Aurobinda Sarani and other places with in Ward No. 18.** Estimated Amount: ₹ **2,98,117.86.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **14.01.2026 - 3 p.m. (for Sl. No. 3 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2) & 20.12.2025 - 3 p.m. (for Sl. No. 3 to 5).**

(6) NIT No.: LTG/389/WD-34/BR-III/Z-I/25-26
Name of work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 34 under Br. III.** Estimated Amount: ₹ **4,89,920.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(7) NIT No.: LTG/387/WD-29/BR-III/Z-I/25-26
Name of work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 29 under Br. III.** Estimated Amount: ₹ **4,88,535.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid: **13.01.2026 - 1 p.m. (for Sl. No. 6 & 7).** The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 - 1 p.m. (for Sl. No. 6 & 7).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 7).**

(8) NIT No.: LTG/99/APAS/WD12/BR-II/Z-I/25-26
Name of work: **Required a new flood light at 43A to 37 Ultodanga Road near Maa Durga Pharmacy.** Estimated Amount: ₹ **1,99,314.13.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(9) NIT No.: LTG/95/APAS/WD12/BR-II/Z-I/25-26
Name of work: **New light stand post at 8/1A, Bipin Mitra Lane to 1 Shyamlal Street.** Estimated Amount: ₹ **1,89,931.95.** Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(10) NIT No.: LTG/94/APAS/WD12/BR-II/Z-I/25-26
Name of work: **New 200 wt flood light at 20 Ultodanga Road near New Dhakai Sweets.** Estimated Amount: ₹ **2,39,718.40.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of Bid: **02.01.2026 - 3 p.m. (for Sl. No. 8 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **19.12.2025 at 3 p.m. (for Sl. No. 8 to 10).** The website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app (for Sl. No. 8 to 10).**

(11) NIT No.: LTG/157/APAS/WD-31/247/25-26
Name of work: **Improvement of street light at CIT Building in Ward No.-31.** Estimated Amount: ₹ **2,99,917.58.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(12) NIT No.: LTG/150/APAS/WD-33/221/25-26
Name of work: **Improvement of street lighting system by replacement of damaged poles with old HPSV fittings at 34 Suren Sarkar Road (Lake Side) in Ward No.-33.** Estimated Amount: ₹ **3,98,600.44.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(13) NIT No.: LTG/152/APAS/WD-35/167/25-26
Name of work: **Improvement of Uttaran lighting system at 3, 4 & 7 no. Kavi Sukanta Sarani in Ward No.-35.** Estimated Amount: ₹ **1,63,767.89.** Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(14) NIT No.: LTG/156/APAS/WD-35/153/25-26
Name of work: **Repairing and replacement work of street light at R.R.L. Mitra Road under Ward No.-35.** Estimated Amount: ₹ **1,48,935.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **14 Days.** Last date and time of submission of Bid: **05.01.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 11 to 14).** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 11 to 14).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 11 to 14).**

1736/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২ পৌষ ১৪৩২

চা আবিষ্কারের দেশ চিন

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। চিনে তখন তাং সাম্রাজ্য চলছে। চাং বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা বোধিধর্ম ধ্যানে বসেছিলেন। ধ্যান করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর টানা নয় বছর ঘুমিয়ে কাটান। ঘুম ভাঙতেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন তিনি। আর যাতে কখনোই চোখ বুজে না আসে, সেজন্য নিজের চোখজোড়ার পাতা স্বহস্তে ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেন। চোখের পাতা দুটি যেখানে পড়েছিল, সেখান থেকেই নাকি তখন পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো জন্ম হয়েছে একটি চা গাছ, যার পাতা চিবিয়ে বা জলে ভিজিয়ে খেলে চোখ থেকে ঘুম ঘুম ভাব দূর হবে! খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সালে চিনের মহাসম্রাট দিগ্বিজয়ী সম্রাট শেন্ নাং এক বিচিত্র আইন জারি করেছিলেন যে; সবাইকে জল পান করার আগে তা অবশ্যই ঠিকমতো ফুটিয়ে নিতে হবে (ভদ্রলোক হেলথ কনশাস ছিলেন, মানতেই হবে)। তো একদিন সম্রাটের খাওয়ার জন্য জল পাত্রে ফোটাতে দেওয়া হয়েছে, কোত্থেকে যেন কিছু চা গাছের পাতা উড়ে এসে তাতে পড়ল। ব্যস, জলের রং পালটে গিয়ে খয়েরি হয়ে গেল। সেই জল পান করে মহারাজ এত ভালো অনুভব করলেন যে, তিনি আদেশ দিলেন সব প্রজারা এই পাতা ভিজিয়ে জল খাবে। এভাবেই গোটা চিন, আর তারপর সারা পৃথিবীতে এই পানীয় ছড়িয়ে যায়। ঐতিহাসিকরা অবশ্য চিনের ইউনান প্রদেশকেই চায়ের জন্মভূমি আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ চাইনিজ মাল মানেই চলবে না, এই ধারণা অন্তত চায়ের বেলায় খাটে না। ইংল্যান্ডে প্রথম চা আসে পর্তুগিজদের হাত ধরে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬২ সালে পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিন ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করেন। ক্যাথারিনের ছিল ভয়ানক চায়ের নেশা। নিজে তো পান করতেনই, গোটা রাজপরিবারকে এই নেশা না ধরিয়ে তিনি ছাড়লেন না। মোটামুটি এই সময়ই ইংল্যান্ডের পত্রিকায় চায়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আর জাহাজে করে পেটি পেটি চা আমদানি হতে থাকে। রানি অ্যানের নাকি ব্রেকফাস্টে চা না হলে ঘুমের রেশই কাটত না। ১৭৫০ নাগাদ ইংল্যান্ডের সব অভিজাতরা আবশ্যিকভাবে রোজ চা পান করতেন। চায়ের দাম ছিল চড়া। এক পাউন্ড চায়ের দামে একজন শ্রমিকের তিনদিনের মজুরি দেওয়া যেত। ইংরেজদের চা পান অন্যদের থেকে দুটো বিষয়ে আলাদা। এক, এই পৃথিবীতে দুধ-চা নামক বস্তুটি তাঁদেরই আমদানি (আমারও ওটাই প্রিয়, জানিয়ে রাখি)। এর পিছনেও একটা কারণ আছে। চা পানের জন্য যে পাতলা পোর্সেলিনের পেয়ালা ব্যবহার করা হত, তা গরম চা ঢাললেই ফেটে যেত অনেকসময়। তাই আগে ঠান্ডা দুধ ঢেলে তাতে চা ঢালার রীতি শুরু হয়। আর দুই হল, বিকেলে চা পান। এর পিছনে একটা ঘটনা আছে। আগেই বলেছি তখন লাঞ্চ হত বারোটার মধ্যে, আর ডিনার সন্ধ্যার ঠিক আগে। মাঝের এই লম্বা সময়ে বেডফোর্ডের সপ্তম ডাচেস অ্যানার লম্বা লম্বা হাই উঠত। ঘুম পেত। বাড়ির পুরুষরা কাজে বাইরে গেছে। তাই অ্যানা তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে রোজ বিকেলে নিজের বাড়িতে চায়ের আসর বসাত। তাতে শুধু চা নয়, টা-ও চলত। আর চলত দুনিয়ার গসিপ। ১৮৪০ থেকে শুরু হওয়া এই প্রথা ১৮৮০ নাগাদ এত জনপ্রিয় হয়ে যায় যে ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে বিকেলের চা পান লাঞ্চ বা ডিনারের থেকেও গুরুত্ব পেতে থাকে। আমেরিকাতেও চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে হু হু করে। ইংরেজরা সুযোগ বুঝে চায়ের উপর ধার্য কর বাড়িয়ে দিলে বোস্টন বন্দরে পেটি পেটি চা জলে ফেলে দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু হয়, তা-ই ঐতিহাসিক বোস্টন টি পার্টি নামে খ্যাত। তবে ভারতের কলকাতা শহরের পাড়ার দোকানে তা কীভাবে এল, সে আর-এক কাণ্ড। ভারতে চা যেভাবে এল চিন থেকে না এসে এল ব্রিটেন ঘুরে।

হেস্টিংস অ্যাণ্ড ইটিং হাউস

হাইকোর্টের মুখোমুখি দাঁড়ালে ডান দিকের যে রাস্তা সোজা চলে গেছে, তার উলটো ফুটপাতে চোখে পড়ে এক ছাপোষা বাড়ি। নীচে ছোট্ট এক চিলতে দোকান, পাশে চুনখসা দেওয়াল। মাথার উপর লাল-হলুদ বোর্ডে লেখা; 'উকিল বাবুর হোটেল'। সম্ভবত কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরের প্রথম ভাতের হোটেল। প্রায় ১৪০ বছরের পুরনো এই প্রতিষ্ঠান আজও গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে শহরের ইতিহাস বুকে নিয়ে। কলকাতা শহরে খাবারের অভাব কোনও দিনই ছিল না। ফাস্ট ফুডের রমরমার মাঝেও এমন কিছু পুরনো হোটেল আজও মাথা উঁচু করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। উকিল বাবুর হোটেল তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। যদিও হাইকোর্ট চত্বরে এটি সকলের কাছে 'উকিল বাবুর হোটেল' নামেই পরিচিত, এর আসল নাম হেস্টিংস রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ইটিং হাউস। কলকাতার পাইস হোটেলের ইতিহাস শুরু প্রায় দেড়শো-দুশো বছর আগে। তখন ইংরেজ শাসনের রমরমা, আর কলকাতা ছিল তাদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র। শহরে গড়ে উঠছিল কলকারখানা, ব্রিজ, অট্টালিকা। সালটা ১৮৮৫। তখন এই রাস্তার নাম ছিল হেস্টিংস রোড (বর্তমানে কিরণ শঙ্কর রায় রোড)। সেই সময় এক ব্যক্তি 'হেস্টিংস' নামে ছোট্ট একটি খাবারের দোকান খোলেন, যেখানে বাঙালিরা ঘরের মতো অল্প তেলমশলার খাবার পেতেন সাশ্রয়ী দামে। ধীরে ধীরে উকিলদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে দোকানের সুনাম। নতুন কাউকে খেতে পাঠাতে হলে তাঁরা বলতেন; উকিল বাবুর হোটেলে যান।দ সেখান থেকেই নাম বদলে যায়;হেস্টিংস হয়ে ওঠে উকিল বাবুর হোটেল। বর্তমানে এই হোটেলের মালিক শৈলেন্দ্রকুমার রক্ষিত। ক্যাশ বাক্সের সামনে সস্ত্রীক বসে খদ্দের সামলাতে সামলাতে তিনি জানালেন; উকিলদের সুপারিশেই আজও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে খেতে আসেন। এই হোটেলের বিশেষত্ব তাদের পাতলা ঝোল; কাঁচকলা, পেঁপে, জিরে ও কাঁচামরিচ দিয়ে তৈরি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

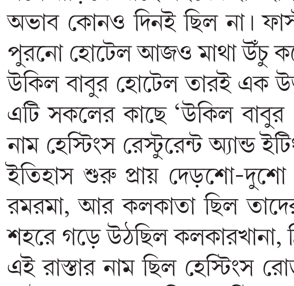

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তি। তাঁর কাছ থেকে সবাইকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি আধার। মা সারদা হচ্ছেন তাঁর ভাবশক্তি। জ্ঞান শক্তি। মন্ত্র শক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করেন তার কারণ হচ্ছে নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে।

দেশপ্রেমিক হয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন রঙ্গরসিক লেখক শিবরাম চক্রবর্তী

রবীন্দ্রকুমার শীল

শিবরাম কহেন মন্দির-মসজিদ-গির্জা যাই বানানো হোক না কেন সেখানে শুধু একধর্মের লোকেরাই আসবে। সুতরাং পাশাপাশি মন্দির-মসজিদ- গির্জা গড়লে একদিন হয়ত মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন,

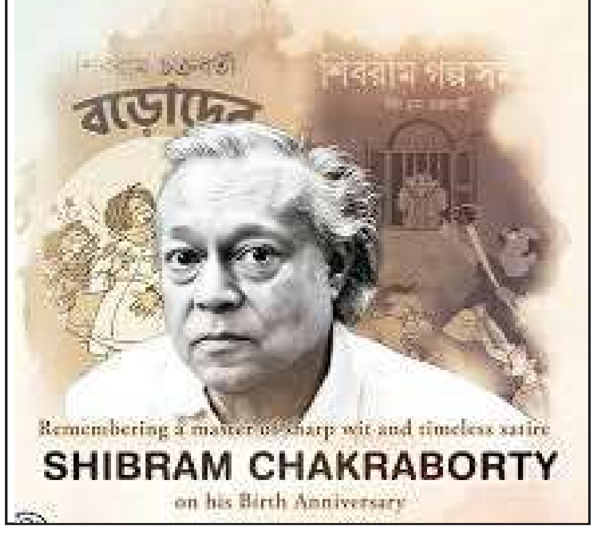

পার্শী, খেরেস্তান। কেউ বাকি থাকবে না। সর্বধর্ম-সমন্বয় এইখানেই সবাই আসবেন। কথা বলছি বিখ্যাত হাস্যরসের কাহিনীকার শিবরাম চক্রবর্তীর জীবনের কয়েকটি মজাদর ঘটনা। কাহিনী - এক। এক ধূপকাঠিওলার ছদ্মবেশে দিনদুপুরে এক চোর ঢুকল শিবরামের ঘরে। ঘর মানে, যেখানে মুক্তারামের তক্তারামে শুক্তারাম খেয়ে শিবরাম থাকেন সেই মেসের । ঘরে। বাইরে গেলে কোনও কালেই ঘরে তালা দেন না, তালা দিয়ে লাভ কী? কিছুই তো নেই ঘরে। শুধু চার দেওয়ালে অজস্র নাম-ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা। শিবরামের অকাট্য যুক্তি, 'খাতা হারিয়ে গেলেও দেওয়াল হারানোর কোনও সুযোগ নেই।' চোর ঢুকে গোটা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছুই পেল না। ফিরে গেল।

সন্ধেবেলা শিবরাম ঘরে ঢুকে দেখে জামাকাপড়, লেখার কাগজপত্র, কম্বল-বালিশ সব তছনছ। আর তক্তপোশের ওপর রাখা একটি দশটাকার নোট এবং এক প্যাকেট ধূপকাঠি আর একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা, 'ভাই তোমার ঘরে চুরি করতে এসে দেখলাম তোমার অবস্থা আমার থেকেও খারাপ। কাজকম্ম বোধহয় কিছুই করো না। এই দশটা টাকা রেখে গেলাম। এই টাকায় এই কোম্পানির ধূপকাঠি কিনে ফেরি কোরো। এইভাবে কত দিন চলবে? আমার পরামর্শ মানলে জীবনে উন্নতি করবে।

কাহিনী- দুই । ধূপকাঠি ফেরি না করলেও জীবনের প্রথম রোজগার শুরু করেছিলেন কিন্তু ফেরিওলা হয়েই। খবরের কাগজ ফেরি। গ্রামের বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা এসেছে কিশোর শিবরাম। কোথায় থাকবে, কী করে পেট চলবে জানা নেই। সুতরাং দুই বেলা কখনও ভিখিরিদের সঙ্গে পঙক্তি ভোজ আর রাত্রে ওই ভিখিরিদের সঙ্গেই ফুটপাতে বা মন্দিরের গায়ে লাইন দিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা। একদিন হঠাৎই পরিচয় হল তারই বয়েসি একটি ছেলের সঙ্গে। 'আরে তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, এই ভাবে ভিখিরিদের সঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারবে না। এক কাজ করো।' 'কী করব তাহলে?' শিবরামের প্রশ্ন। 'তুমি আমার মতো খবরের কাগজ ফেরি করো। আমি যোগাযোগ করিয়ে দেব।' ব্যস, শুরু হয়ে গেল পরদিন থেকেই। কখনও হেদুয়া তো কখনও শ্যামবাজার, কখনও বউবাজার তো কখনও গোলদিঘি। কিন্তু কাগজ বেচাও অত সহজ নয়। পুরনো ফেরিওয়ালারা নতুনকে ঢুকতে দেবে কেন? তাই বার বার জায়গা বদল। সারাদিন কাগজ বেচে যা কমিশন হাতে আসে তাই দিয়ে আগেই রাবড়ি, রসগোল্লা, চপ-কাটলেট এবং অবশ্যই সিনেমা। রোজের রোজগার রোজই শেষ। রবিবার ইস্কুল-আপিস বন্ধ তাই সব ফেরিওয়ালারই সারাদিনে কাগজ বিক্রি হত কম। ফেরিওয়ালারা কাগজ তুলতও কম। শিবরাম কিন্তু কাগজ তুলে সেদিন সকালে বিশেষ বিক্রির চেষ্টা না করে সন্ধেবেলায় উত্তর কলকাতার একটি সিনেমা হলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন।

রবিবার হাউসফুল। সিনেমা শুরুর আগে পর্যন্ত কেউ কিনত না। কিন্তু যেই শুরু হত তার একটু পর থেকেই তিরবেগে নিজের সিট ছেড়ে বাইরে উঠে আসতেন দর্শকরা, তারপর শিবরামের থেকে বাংলা ইংরেজি উর্দু নির্বিশেষে যা হোক একটা দুটো কাগজ কিনে আবার ঢুকে যেতেন ভেতরে। আসলে, ওই হলের সিটে এত ভয়ংকর ছারপোকা ছিল যে কাগজ না পেতে বসার উপায় নেই। শুধু একটা কাগজ কিছুতেই বেচতেন না, রেখে দিতেন নিজের জন্য। টিকিট আগেই কাটা থাকত। সব বিক্রি শেষ হলে ওই কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকে পড়তেন হলে।

কাহিনী-তিন। শিবরাম তখন প্রাথমিক স্কুলে। দেশ জুড়ে চলছে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার। স্কুলে মাস্টারমশাই প্রবন্ধ লিখতে দিলেন; বড় হয়ে কী হতে চাও? ছাত্রদের কেউ লিখল ডাক্তার, কেউ উকিল। শিবরাম লিখল, দেশ প্রেমিক হতে চাই। শিক্ষক অবাক! স্কুল শেষে এক বন্ধু আড়ালে টেনে নিয়ে বলল, 'তুই দেশপ্রেমিক হতে চাইলে আমাদের দলে নাম লেখা। আমিও বিপ্লবী, আমার মতো দেশের কাজ করবি।' শিবরাম যোগ দিল ওই বিপ্লবীদের দলে। দলে ছোটদের কাজ হল গোপনে চিঠি আর অস্ত্র দেওয়া নেওয়া করা, যাতে পুলিশ সন্দেহ না করে। একদিন শিবরামের ওপর দায়িত্ব পড়ল এক সাহেবকে গুলি করে হত্যা করার। তাও আবার এক বিশাল সভার মাঝে। পিস্তল এসে গেল। পকেটে পিস্তল নিয়ে দুরুদুরু বুকে শিবরাম পৌঁছলেন সেই সভায়। সাহেবকে গুলি করার পরেই যে নিজেকেও মরতে হবে তাও অজানা নয়। দেশের জন্য মরতেও প্রস্তুত। মঞ্চে সেই সাহেব যেই উঠেছেন অমনি দর্শকের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন শিবরাম। গুলি ছোড়ার জন্য সবে পকেট থেকে পিস্তল বার করতে যাবেন অমনই মাইকে ঘোষণা, 'শিবরাম চক্রবর্তী মঞ্চে এসো।' কেন? উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে। সবার চোখ তখন শিবরামের দিকে। আর উপায় নেহ। বন্দুকের এর বদলে গানই ব্যবহার করতে হল মঞ্চে। পকেটের পিস্তল পকেটেই রয়ে গেল।

কাহিনী -চার ।দেশের কাজ করতেই হবে। নইলে জীবন বৃথা। চাঁচোলে সভা করতে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। গোটা এলাকা ভেঙে পড়ল দেশবন্ধুর ভাষণ শুনতে। কিশোর শিবরামও পৌঁছল সেই সভায়। দেশবন্ধুর ভাষণ শুনে এমন উদ্বুদ্ধ হল যে সিআর দাশ যেই ফেরার ট্রেনে উঠলেন অমনই ওই বগিতেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শিবরাম। 'আপনার সঙ্গে কল কাতায় যাব।' 'কী করবে গিয়ে?' 'দেশসেবা। স্বদেশী করব।' শিবরামের সাফ জবাব। 'চলো তাহলে।' কলকাতায় এসে উঠল এক মেসে, যেখানে সব অল্পবয়েসি স্বদেশীরা থাকে, ইস্কুলে যায়, চরকা কাটে। সব ব্যবস্থা করে দিলেন দেশবন্ধু। তবে এও বললেন, 'শুধু দেশসেবা করলে হবে না, সঙ্গে পড়াশোনাও করতে হবে কিন্তু।' শিবরামকেও স্কুলে ভর্তি করা হল। সেই মেসের কড়া নিয়ম। মেস-ম্যানেজারের হাতে দেশবন্ধু দশটা টাকা দিয়ে বললেন, শিবরামের বই খাতা পেন জামা সব কিনে দিতে। কী করে যেন সেই টাকা শিবরামের হাতে এল! আর তারপর? দু'দিনের মধ্যেই পুরো টাকা সিনেমা দেখে আর চপ কাটলেট খেয়ে শেষ। ম্যানেজার চড়াও হলেন। কৈফিয়ত চাইলেন, 'কোথায় তোমার বইখাতা? টাকাই বা কোথায় গেল?' জেরার মুখে সত্যবাদী শিবরামের তখন সরল স্বীকারোক্তি। ম্যানেজার ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমাকে আর মেসে থাকতে হবে না। তুমি এখানে থাকলে বাকি ছেলেরাও গোল্লায় যাবে।' ব্যস, আবার শুরু হল ভবঘুরের জীবন।

কাহিনী -পাঁচ। স্কুল পাশ করার পরীক্ষাটা অবশ্য দিতেই হয়েছিল সি আর দাশের নির্দেশে। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ দিয়েই আবার পুরোদমে স্বদেশী আন্দোলনে। তখন হাজারে হাজারে ছেলে জেলে যাচ্ছে 'বন্দেমাতরম' বলে। শিবরামেরও খুব শখ জেলে যাওয়ার। কিন্তু অমন ল্যাকপেকে চেহারা দেখে পুলিশ কিছুতেই আর ধরে না। একদিন ধরল। বলা যায় নিজেই একপ্রকার ধরা দিলেন। সেই জেলে গিয়েও অবাক শিবরাম। গ্রামে তার কিশোরী প্রেমিকা রিনি, যে কলকাতায় চলে এসেছিল সেও রয়েছে ওই জেলেই। জেলের মধ্যেই আবার প্রেমিকার সঙ্গে পুনর্মিলন। কিন্তু বেশি দিনের সুখ তো শিবরামের কপালে নেই। কয়েক দিন পরেই অন্য জেলে বদলি হয়ে গেল শিবরাম। আবার বিচ্ছেদ।

কাহিনী -ছয়। তখন মুক্তারামের মেসে পাকাপাকি চলে এসেছেন। একদিন রাতে কুখ্যাত টেগার্ট সাহেব স্বয়ং এসে হাজির শিবরামের মেসে। চারদিক পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। পাকা খবর, শিবরামের মেসে প্রায়ই নাকি বিপ্লবীরা এসে রাতে থাকে। টেগার্ট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মেসে আর কেউ আসে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, যার যখন খুশি চলে আসে। চলে যায়, আবার আসে।' 'এর মধ্যে কে এসেছিল?' 'আজ্ঞে, তারক এসেছিল।' 'কেমন দেখতে?' শিবরামের বর্ণনা শুনে টেগার্ট বলে উঠলেন, 'ইয়া দ্যাটস দ্য ম্যান। হি ইজ্ সিয়োরলি আ টেররিস্ট।' 'টেররিস্ট কি না জানি না স্যার তবে হি ইজ এ নভেলিস্ট।' 'নাউ হি ইজ আ রাইটার? নট এ টেররিস্ট ইউ মিন?' শিবরামের জবাব, 'বাট টু লিসন টু হিজ রাইটিংস নট লেস এ টেরর স্যার। আই ডোন্ট লাইক, কিন্তু কী করব? জোর করে সে শোনাবেই।' এবার টেগার্ট কী বলবেন বুঝে পেলেন না। শিবরামের ঘর সার্চ হল। কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পর দিন থেকে শিবরাম পেলেন অনেক কিছু। এলাকায় বিশাল নাম হয়ে গেল।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ শীতকালে নানা রকম খাবারের ধূম লাগে

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

অমৃত নয় অমৃতি। সাবেকি মিষ্টির অন্যতম,এই রসের রসিক ছিলেন বড়মা ওরফে মামের ঠাকুরমা পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী প্রভাবতী দেবী (শোভাবাজার রাজবাড়ির ছোট তরফের জাতিকা) তাদের বাড়িতে দুর্গা পুজোর সময় অন্ন ভোগের পরিবর্তে নাকি খাজা গজা সহ হাজার ধরনের মিষ্টি ভিয়েন বসিয়ে ভোগ নিবেদন এর চলন। ছোট্ট প্রভাবতী অবশ্য দু বছর বয়সে রূপোর থালায় কমলালেবু হাতে গৌরী দান হয়েছেন ফরিদপুর রাজবাড়ীতে। তবে পরবর্তীতে পাল পার্বণ এ সে বাড়িতে গেলে তার প্রথম পছন্দ ঘিয়ের অমৃতি, মুচমুচে হালকা রসে ভরা,না না জিলিপির প্যাঁচ বা স্বাদ নয় একটু ভেন্ন বড়মার কথায়। পরবর্তী সময়ে তার ভাই রা সব কলকাতা শহরের নামী গুণী মানুষ তাই তার বাড়িতে এলে সাথে করে নিয়ে আসতেন বড়বাজার থেকে বিশেষ দোকানে রর অমৃতি। বড়দাদু ওরফে মামের বাবা ও কাকা প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার যেতেন কলকাতা বড়বাজার গদিতে দোকানের মাল বাছাই করতে আর পেমেন্ট করতে,সে সময় হাল ফিলের মুঠি ফোনে জগৎ জয় কোথায়,সব লাল খাতার গেঁড়ো। আমার এই মিষ্টিটার প্রতি অধিক মাত্রায় সোহাগ না বড়মা সূত্রে নয় বর্ধমান শহরে নতুন পল্লী পাড়াতে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত অসা কাকু ওরফে দি সুইটস এ সন্ধ্যা হলেই ভাজা হতো গরম গরম সিঙ্গাড়া আর অমৃতি। আমাদের সময়ে রোজ বিকেলে খেলতে গিয়ে আলু কাবলি কাকুর শাল পাতায় লংকা গুঁড়ো টক জল ছোলা বিটনুন দিয়ে কাঠি গোজা আলুকাবলি না হয় ঝুনঝুনিওয়ালা ওরফে ঘটি গরম কাকুর ঘটি গরম আর বেশিরভাগ দিনই অসা কাকুর দোকানে সিঙ্গারা অমৃতিতে কোন অরুচি নেই, তবে শনিবার রবিবার বেশীরভাগ সময় বাইরে বেড়াতে না গেলে কার্জন গেট রাম প্রসাদের লস্যির পেল্লাই রোল, কিংবা আজো সবচেয়ে প্রিয় সংস্কৃতি লোক মঞ্চের সামনে পাঁচ টাকার কাটলেট,এর সঙ্গে জড়িয়ে কতগুলো মেয়ের সেই মেয়েবেলা, এস পালের মোগলাই। তখন কেক পেস্ট্রি বলতে আমাদের রোজকার স্কুলের টিফিন বি সি রোড মোরে বর্ধমান এর সবচেয়ে পুরোনো কেক পেস্ট্রির দোকান থেকে বরাদ্দ, সালটা ১৯৯৭ মামার বিয়ের বছর। তখন তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ডের সামনে খুললো প্রথম জলযোগ,চিকেন প্যাটিস রোজ টাটকা কলকাতা ছাড়া এই আয়ত্ত্ব এ এলো। মামী প্রথম বাবাই এর সঙ্গে বর্ধমান গেলো আমার জন্মদিন এর সময়, মামীকে সেই প্যাটিস খাওয়ানো হলে মাঝে মাঝে ফোনে আবদার আসতো বাবাই এর কাছে জামাইবাবু নিয়ে আসবেন নবদ্বীপ আসার সময়। প্রসঙ্গত মামী ও খাদ্য রসিক মানুষ কারণ মামীর ছোটবেলা কেটেছে তার মামার বাড়িতে, কৃষ্ণনগর শহরের সবচেয়ে পুরোনো বিখ্যাত হোটেল বাসশ্রী হোটেল, সেটা মামীর মামার বাড়ি। তখন রোজ কার সন্ধ্যায় বরাদ্দ দু টাকা পাঁচ টাকা তাতেই রাজ্য জয়,বাকি থাকলো রেষ্টুরেন্টে খাওয়া সে তো রবিবার গুলো বাবাই বড়কাকুর বন্ধুদের বিসি রোডের বিখ্যাত রেষ্টুরেন্ট উওরায়ন, মৃগয়া,মৈনাক। আমার শহরে হ্যাঁ, আমার শহর বর্ধমান,যে শহরটা আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস জুড়ে আজো, মানুষগুলো ততটাই আপন আজো, দূরে থেকেও রোজ তাদের আনাগোনা সেই মেয়েটার খোঁজ খবর নেওয়া থেকে ভালো বাসা উজাড় করে দেওয়া। সেই সময় পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত লক্ষণ ময়রা আর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত কালী ময়রা দাদুদের দোকানে অমৃতি ভাজা হলেও মাঝে কারিগর এর অভাবে বন্ধ হয়ে যায় ফেসাদে পড়েন চৌধুরী গিন্নী। তখন বিপদ তারণ তার একমাত্র নাত জামাই ওরফে বাবাই, বাবাই প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার আমাদের মাল গাট হয় নবদ্বীপ গদি থেকে তাই বর্ধমান থেকে এসে মাল গাট করে শুক্রবার হাট করে ফিরতো বর্ধমান, সন্ধ্যায় যদি কোনদিন যদি ভদ্রমহিলার একমাত্র নাত জামাই তার সঙ্গে দেখা করতে না যেতেন তবেই কেমশ কেমশ অসুস্থ হয়ে পড়তেন যতক্ষণ না নাত জামাই গিয়ে ঠাকুমা বলে হাঁক ছাড়ছে। বাবাই তখন বড় মা যা যা খেতে ভালোবাসেন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন প্রতি বৃহস্পতিবার, খুব অল্পতেই খুশি, যেমন বিশেষ পছন্দ ক্রিম ক্রেকার বিস্কুট থেকে এই অমৃতি বা কেক। বড় মা কেক খেতে খুব ভালো বাসতেন, তখন তার বিশেষ পছন্দ ছিল না হোমস এর কেক, ছোটবেলার থেকে খেয়ে তাতে অভ্যস্থ ছিলেন। বিশেষ করে দারচিনি দেওয়া কেক আর ট্রুটি ফ্রুটি কেক। তখন নবদ্বীপের কেক পেস্ট্রি স্বপ্ন, বর্ধমান এ তাও পাওয়া যেত বলে বড়মার জন্য বাবাই নিয়ে যেতো। ভদ্রমহিলা পরলোকগমন করার আগে পর্যন্ত দাঁত দিয়ে আড়ের লেজা মুড়ো চিবিয়ে খেয়েছেন দাঁত এতো ভালো ছিল, প্রায় নববই এর ঘরে পর্যন্ত। আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ ভদ্রলোক ইউরেকা ইউরেকা বলতে বলতে হাজির এক গাল হেসে, বললাম কি হল? বাবু তোর বড় মা আর মামের প্রিয় অমৃতি পেয়েছি রে, নিজে মুখে তোলার আগে খানিকটা ভেঙে ওনার বেটার হাফের ছবির সামনে দিয়ে বললো রুমা খাও গরম আছে এখনো, আমরা বাপ বেটি যা কিছু ভদ্রমহিলা ভালো বাসতেন নিরামিষ না দিয়ে মুখে তুলি না।

লজ্জার ছায়া ক্রমশ কলকাতাকে গ্রাস করছে

সূরয সুরেলিয়া

লজ্জার ছায়ায় কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ আত্মসমালোচনার কঠিন সময়। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ;এই দুই নাম একসময় ভারতের গর্বের প্রতীক ছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে এই ভূখণ্ড দেশের পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ঘটনা, বিতর্ক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি রাজ্যকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যেখানে দেশ তো বটেই, আন্তর্জাতিক মহলেও বাংলার ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই লজ্জা কোনও একক ঘটনার ফল নয়; এটি দীর্ঘদিনের অবহেলা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মিলিত পরিণতি।

কলকাতা বরাবরই ছিল ভারতের জানালা;যে জানালা দিয়ে দেশ নিজেকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরত। বিদেশি পর্যটক, গবেষক, কূটনীতিক ও সাংবাদিকরা এই শহরকে দেখতেন এক আলোকিত নগরী হিসেবে। অথচ আজ সেই কলকাতার নাম উঠে আসে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, সংঘর্ষ ও কুৎসিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সহিংসতার খবর, প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ, আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন; এসব মিলিয়ে বাংলার পরিচয় ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এই অবনমন শুধু রাজনীতির ব্যর্থতা নয়, সমাজের সামগ্রিক আত্মসম্মানের সংকটও বটে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রতিহিংসা, হুমকি, দখলদারি ও বিরোধী কণ্ঠ দমনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মতভেদ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হলেও, তা যখন সহিংসতা ও প্রশাসনিক পক্ষপাতের রূপ নেয়, তখন গোটা রাজ্যকেই তার মূল্য দিতে হয়। ভোট-পরবর্তী অশান্তি, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর বা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতা; এই চিত্র বারবার সংবাদমাধ্যমে উঠে আসায় দেশের অন্যান্য প্রান্তে বাংলাকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে নেতিবাচক ধারণা। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমেও যখন এসব খবর স্থান পায়, তখন রাজ্যের সম্মান আরও ক্ষুণ্ন হয়।

প্রশাসনিক দুর্বলতা এই সংকটকে আরও গভীর করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তার অভাব বহুবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সাধারণ মানুষ যখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আস্থা হারাতে শুরু করে, তখন সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ঘটে যাওয়া নানা অপরাধ মূলক ঘটনা, প্রশাসনের ধীরগতি বা বিতর্কিত পদক্ষেপ;এসব মিলিয়ে রাজ্য পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এই সন্দেহ শুধু অভ্যন্তরীণ নয়; বিনিয়োগকারী, পর্যটক ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরাও এর দিকে নজর রাখছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকেও বাংলার অবস্থান উদ্বেগজনক। একসময় শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত রাজ্য আজ কর্মসংস্থানের অভাব, শিল্পায়নের ধীরগতি ও বিনিয়োগ ঘাটতির সমস্যায় জর্জরিত। কর্মহীন যুবসমাজ হতাশায় ভুগছে, যার প্রভাব পড়ছে সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর। যখন যুবসমাজের সামনে ভবিষ্যতের স্পষ্ট পথ থাকে না, তখন সমাজে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বাড়ে। এই ক্ষোভ অনেক সময় রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থির তার রূপ নেয়, যা আবার রাজ্যের ভাবমূর্তিকে আঘাত করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে অবক্ষয় ঘটছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা তার ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। কিন্তু আজকের দিনে সেই সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ বিতর্ক, অশালীন ভাষা বা বিভাজনের রাজনীতির মাধ্যমে হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিদ্বেষ, গুজব ও উস্কানিমূলক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এই ডিজিটাল বিশৃঙ্খলা রাজ্যের সীমা পেরিয়ে দেশ ও বিদেশে পৌঁছে যাচ্ছে, ফলে বাংলার সামাজিক পরিপক্কতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্বেগের কারণ কম নয়। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ একসময় উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। আজ সেই শিক্ষাঙ্গন নানা সমস্যায় জর্জরিত; রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা ও মানের অবনমন নিয়ে অভিযোগ উঠছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়, তখন জ্ঞানচর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে সমাজ ও অর্থনীতির ওপর পড়ে, যা রাজ্যের সামগ্রিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে।

এই সব কিছুর মধ্যেও সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব। কলকাতা বা মফস্বলের নাগরিক আজ প্রায়ই নিজেকে অনিরাপদ ও অবমূল্যায়িত মনে করেন। নাগরিক সুবিধা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন বা পরিকাঠামোর ঘাটতি;এসব দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক ধরনের মানসিক ক্লান্তি। মানুষ অনুভব করছে, তাদের কণ্ঠস্বর গুরুত্ব পাচ্ছে না, তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। এই হতাশা সমাজে এক ধরনের নীরব ক্ষোভ তৈরি করছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় সংকটের জন্ম দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত নিজেকে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। সেই প্রেক্ষাপটে দেশের প্রতিটি রাজ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ যখন বারবার নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়, তখন তা শুধু রাজ্যের নয়, গোটা দেশের ভাবমূর্তিকেই প্রভাবিত করে। বিদেশি বিনিয়োগকারী বা পর্যটকরা রাজ্যভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেন। এই বাস্তবতায় বাংলার বর্তমান অবস্থান উদ্বেগজনক।

তবে এই লজ্জা থেকে মুক্তির পথ এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। ইতিহাস সাক্ষী, বাংলা বহুবার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে নতুন করে নিজেকে গড়ে তুলেছে। তার জন্য প্রয়োজন সৎ আত্মসমালোচনা ও সম্মিলিত উদ্যোগ। রাজনৈতিক দলগুলিকে ক্ষমতার লড়াইয়ের ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাঠকদের দরবার

মা সারদা ভক্ত রিক্সাওয়ালা

স্বামী সুখানন্দ

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনা। সময় বেলা ১১টা এমন হবে। একজন রিক্সাওয়ালা মিশনের যেখানে পুস্তক বিক্রি হয়, সেই কাউন্টারে এসেছেন। এসে তিনি একটি বইয়ের খোঁজ করছেন। বলছেন, আপনাদের এখন থেকে এইমাত্র একজন মহিলা ভক্ত একটি বই নিয়ে বেরোলেন সেই বইটি আমার চাই। বইটির নাম তিনি বলতে পারছেন না। শুধু এইটুকু বলতে পারছেন ওই বইয়ের উপরে একটি মহিলার বড় ছবি রয়েছে। সেখানে উপস্থিত এক সাধু মহারাজ তখন শতরূপে মা সারদা বইটি ওই রিক্সাচালককে দেখালেন। বইটি দেখা মাত্রই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে এক আলাদা প্রসন্নতার ছাপ ফুটে উঠল। খুশি হয়ে বললেন , এই বইটিই আমি খুঁজছি। তাকে বলা হল এই বইটির দাম ৬০টাকা (ঘটনাটি ১৯৮৫ সালের)। তিনি খুব হতাশ হলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর যা উপার্জন মোটে ১০ টি টাকা তাঁর কাছে পড়েছিল। তাঁর সেই দিনের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়েও সেই বইটি নিতে পারবে না জেনে তিনি খুবই হতাশ হলেন। বিষয়টি মিশনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মহারাজকে জানানো হল। মহারাজ এসে সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করছেন , আচ্ছা আপনি কি জানেন এই বইটি কার ? এই বইটি কাকে নিয়ে লেখা আপনি জানেন ? ভদ্রলোক বললেন , না , আমি কিছুই জানি না। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি লেখাপড়া জানেন? ভদ্রলোক বললেন, না। আমি নিজে লেখাপড়া জানি না। তবে বাড়িতে আমার ছেলে আছে , সে এবার ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেবে। সে আমাকে এই বইটি পড়ে শোনাতে পারবে। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, বইটি আপনি কেন নিতে চাইছেন ? ভদ্রলোক বললেন, আমি কিছুই জানি না , বইটি কার সম্পর্কে লেখা, কি বই ? আমার রিক্সাতে কিছুক্ষণ আগে এক ভদ্রমহিলা আপনাদের এখান থেকে উঠেছিলেন , তাঁর হাতে এই বইটি ছিল। তাঁকে তাঁর গন্তব্য স্থলে নামিয়ে আমি ছুটে এসেছি ওই বইটির খোঁজে। ওই বইটির উপরে যাঁর ছবি ছিল, মনে হয়েছে ওটি আমার মায়ের ছবি। আমার মাকে আমি খুব ছোটোবেলায় হারিয়েছি। তাঁর মুখও আমার ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু ওই ছবিটি দেখা মাত্রই মনে হয়েছে এই আমার গর্ভধারিনী মা। তাই বইটি আমি সংগ্রহ করতে এসেছি। কিন্তু আমার কাছে আজ পর্যাপ্ত টাকা নেই , তাই বইটি নিতে পারলাম না। মহারাজ ঘটনা শুনে থমকে গেলেন। পরে ওই ভদ্রলোককে বললেন, আপনাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না, আপনি এমনি বইটি নিয়ে যান। ভদ্রলোক বললেন, না আমার মায়ের বই আমি এই আমার সারাদিনের রোজগার করা টাকা থেকেই নেবো। অনেক কাকুতি মিনুতির পর বশেষে মহারাজ তাঁর কাছে ১০ টাকা নিয়ে সেই বই ও শ্রীমায়ের একটি ছবি তাঁকে দিলেন। তিনি তাঁর মাকে নিয়ে পরমানন্দে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আসলে এই রকম বহুভক্ত রয়েছেন যাদের কথা আমরা জানি না। মনা সারদা ভক্ত কত তা হিসাব করে বলা সম্ভব নয়। সবাই তাঁর ভক্ত হতে পারেন। তাঁকে মন দিয়ে ডাকলে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। মা সারদা একটি আত্মা আজও বাংলার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যিনি তাকে এক মনে ডাকেন তার ডাকে তিন সাড়া দিয়ে থাকেন। সেখানে কে কত বড়লোক বা কে কত গরীব লোক তার কোনও বিচার করা হয় না। ভক্তদের ভালোবাসাই চাই।

থালা হাতে ''খানা দো, খানা দো'' বিক্ষোভ বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৭ ডিসেম্বর ঃ থালা হাতে ''খানা দো, খানা দো'' স্লোগানে উত্তাল হয়ে উঠল বিশ্বভারতীর হোস্টেল চত্বর।

খাবারের কুপন থাকা সত্ত্বেও খাবার না পাওয়ার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখালো বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার রাতে বিশ্বভারতীর একাধিক ভবনের ছাত্রছাত্রীরা হিন্দি ভবনের সামনে জড়ো হয়ে থালা হাতে বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, চলতি মাসে ক্যান্টিনে আগাম ২২ দিনের খাবারের কুপন কাটা হলেও হঠাৎ করেই ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানিয়ে দেন, ২২ তারিখের পর সেই কুপন আর গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়াও ক্যান্টিনে পরিবেশিত খাবারের মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলেও অভিযোগ তোলেন ছাত্রছাত্রীরা। খাবার সংক্রান্ত এই অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের স্লোগানে দীর্ঘ সময় ধরে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা বিশ্বভারতী চত্বর। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে। পড়ুয়াদের দাবি, পরীক্ষা সহ নানান কর্মসূচি রয়েছে, তাই পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে খাবার দেওয়া হোক। মধ্যরাতে বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে 'হেরিটেজ' ক্যাম্পাস। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা এসে ছাত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। বিশ্বভারতীর আবাসিক পড়ুয়ারা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের খাবার খান। তারজন্য প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কুপন সংগ্রহ করে রাখতে হয়। সেই মত ডিসেম্বর মাসের কুপন সংগ্রহ করে রেখেছেন পড়ুয়ারা। অভিযোগ, সারা মাসের কুপন থাকা সত্ত্বেও ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্তই খাবার দেওয়া হবে। আর এই মাসে দেওয়া হবে না। এর নেপথ্যের কারন হল, ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। যার সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের উপর। কিন্তু, পড়ুয়াদের দাবি, কারও পরীক্ষা রয়েছে, কারও নানান কর্মসূচি রয়েছে। তাই কেন কুপন থাকা সত্ত্বেও পুরো মাস ক্যান্টিন থেকে খাবার দেওয়া হবে না। এই মর্মে মধ্যরাতে থালা বাজিয়ে শুরু হয় ছাত্রীদের বিক্ষোভ। বিভিন্ন আবাসিক ছাত্রীরা 'হেরিটেজ' ক্যাম্পাসে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ শুরু করে। হিন্দি ভবনের সামনের রাস্তায় বসে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রীরা। পরে বিশ্বভারতীর নিরাপত্তা আধিকারিক সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিরাপত্তারক্ষীরা এসে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। দিনে এই বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে, এই আশ্বাস দেওয়ায় কয়েক ঘন্টা পর ওঠে ছাত্রীদের বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারী ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কিতা সিং, বিলকিস খাতুন বলেন, আমরা গরু-ছাগল নাকি, যে হঠাৎ করে বলবে ২২ তারিখের পর আর খাবার দেওয়া হবে না। আমরা তো সারা মাসের কুপন কেটে রেখেছি। প্রত্যেকে কোন না কোন কাজ, সমস্যা আছে। বাড়ি নাও যেতে পারে। তাই আমাদের স্পষ্ট দাবি কুপন কেটে রেখেছি, পুরো মাস খাবার দিতে হবে। আর এই বিষয়টার সমাধান প্রক্টর কে করতে হবে। সমাধান না হলে দরকার হলে আমরা কুপন বয়কট করবো, ক্যান্টিনের খাবার আর খাবো না। প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ক্যান্টিনের খাবারের মান নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। এই নিয়ে একাধিকবার ছাত্র আন্দোলনে উত্তালও হয়েছে বিশ্বভারতী। দায়িত্ব পেয়েই খাবারের মান খতিয়ে দেখতে সরজমিনে ঘুরে দেখেছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। কিন্তু, এবার খাবারের মান নয়, কুপন থাকা সত্ত্বেও সারা মাস খাবার দেওয়া হবে না বলায় মধ্য রাতে উত্তাল হয় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস। এই প্রসঙ্গে যদিও বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, ছাত্রীদের অভিযোগের বিষয়টি ছাত্র পরিচালক দেখছেন। সমাধান বের হবে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতি শুরু রাজ্যের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নদী ও খালের উপর হাতে কলমে সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শিলাবতী নদী ও কাটান খালের নির্দিষ্ট অংশে এই সমীক্ষার কাজ করবে সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীন ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেক্টোরেট। ভবিষ্যতে ড্রেজিং ও পলি অপসারণের কাজ শুরু করার আগে নদীর তলদেশে পলি জমার পরিমাণ, নদীর গভীরতা এবং চ্যানেলের প্রস্থ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আপাতত এই পর্যায়ে কোনও ড্রেজিং বা নদী থেকে পলি তোলার কাজ হবে না বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। দাসপুর-১ ব্লকের রামদেবপুর থেকে সিমানা পর্যন্ত শিলাবতী নদীর প্রায় ১৪.১ কিলোমিটার অংশে সমীক্ষা চালানো হবে। পাশাপাশি ঘাটাল ব্লকের হিজলি থেকে পান্না পর্যন্ত কাটান খালের প্রায় ১৬.২ কিলোমিটার অংশও সমীক্ষার আওতায় থাকছে। এই দুই জলপথই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, যেখানে বর্ষা এলেই বিস্তীর্ণ নিচু এলাকায় নিয়মিত জল জমার সমস্যা দেখা দেয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, 'নো কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার' ভিত্তিতে এই সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। ফলে ড্রেজিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নদী থেকে সংগ্রহ করা পলি ও বালির বিনিময়ে বিনামূল্যে এই সমীক্ষা করবে।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS Fund of **N.I.e.T. No.-56/HPS/APAS/2025-26 & 57/HPS/APAS/2025-26**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **24/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/ 2277 Date:-17/12/2025

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONSTRUCTION OF CSC. NAME OF FUND: 15TH FC TIED. Bid submission end date **14/01/2026 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **16/01/2026 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC TIED/ 2276 Date:-17/12/2025

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of INSTALLATION OF MINI SUBMERSIBLE WITH PIPE LINE WATER SUPPLY. NAME OF FUND: 15TH FC TIED. Bid submission end date **14/01/2026 upto 12.00 P.M**. Bid Opening Date (Technical) **16/01/2026 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-এসসিএডিএ-১৬৫-২০২৫-এনআইটি, তারিখঃ ১৭.১২.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, অংশিদারি সংস্থাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-এসসিএডিএ-১৬৫-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া-নিউ দিল্লি রুটে ২x২৫ কেভি সিস্টেমের অধীনে গতিবেগ ১৬০ কিমি. প্রতি ঘন্টা-তে বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ও হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন অবস্থানে বর্তমান এসসিএডিএ সিস্টেমের ভিতর সাইবার সিকিউরিটির ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮,১০,০৫,৬৯৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৫,৫৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরে বর্ণিত অনুযায়ী অনলাইনে ''টেন্ডার নথির মূল্য'' ও ''বায়নামূল্য'' বাবদ অর্থপ্রদানের পরে **www.ireps.gov.in**-এ (বিড জমা দেওয়া যাবে ও সেখান থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ ও উপরে বর্ণিত সমস্ত নথি সহ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমতি নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার নথি, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাবলী **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১**-এর নোটিশ বোর্ডেও এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-58/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ফিশিং-এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নং ঃ এইএন-শপ-ফিশিং-এসটি-২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** পাঁচ বছর সময়কালের জন্য সিডব্লুএম/লিলুয়া-র অধীনে লিলুয়াতে রেলওয়ে সাউথ ট্যাঙ্কের জন্য মাছ ধরার স্বত্ব। **সংরক্ষিত মূল্যঃ** ৯,৭৭,০৪০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯৭,৮০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নং ঃ এইএন-শপ-ফিশিং-এনটি-২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** পাঁচ বছর সময়কালের জন্য সিডব্লুএম/লিলুয়া-র অধীনে লিলুয়াতে রেলওয়ে নর্থ ট্যাঙ্কের জন্য মাছ ধরার স্বত্ব। **সংরক্ষিত মূল্যঃ** ১৩,৪১,০০৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৩৪,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি প্রাপ্তির তারিখ থেকে পাঁচ বছর (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** (১) টেন্ডার নংঃ এইএন-শপ-ফিশিং- এসটি-২৫-২৬-এর জন্য ০৫.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত এবং (২) টেন্ডার নংঃ এইএন-শপ-ফিশিং-এনটি-২৫-২৬-এর জন্য ০৫.০১.২০২৬ তারিখে বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MISC-331/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার
এয়ারপোর্টস ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া,
তৃতীয় তল, উড়ান ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর, নয়াদিল্লি-১১০০০৩

এয়ারপোর্টস ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-তে জুনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (ট্যারিফ) / কনসালট্যান্ট (ট্যারিফ) / জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেগুলেটরি) (মোট নয় (০৯)টি) পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান।

এয়ারপোর্টস ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এইআরএ) যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে জুনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (ট্যারিফ) /কনসালট্যান্ট (ট্যারিফ) / জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেগুলেটরি) (মোট নয় (৯)টি) পদে কাজের শর্তাবলী (টিওআর) অনুযায়ী কাজ করার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে। নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের উল্লিখিত শূন্যপদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়োগ করা হবে। শূন্যপদগুলি কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে।

২. যোগ্যতা নির্ণায়ক শর্তাবলী, কাজের শর্তাবলী (টিওআর) ইত্যাদি সহ বিস্তারিত তথ্য এইআরএ-এর ওয়েবসাইটঃ www.aera.gov.in-এ প্রকাশিত শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৭.০১.২০২৬, বিকেল ৫.৩০ পর্যন্ত**। আবেদনপত্র শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিবরণপদ্ধতি অনুযায়ী জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

ডেপুটি চিফ
এয়ারপোর্টস ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, তৃতীয় তল, উড়ান ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর, নয়াদিল্লি ১১০০৩
CBC 03112/12/0015/2526

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
আঞ্চলিক কার্যালয় হাওড়া
২৪, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ওয়েবসাইটঃ **www.epfindia.com/www.epfindia.gov.in,**
ইমেলঃ **ro.howrah@epfindia.gov.in**
ফোনঃ (০৩৩) ২৬৬৬-৯২২০, ০৮৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২৬৬৬ ০৮৯৩

পাবলিক নোটিশ

মেসার্স কোন্নগর পানিহাটি ফেরি সার্ভিস, যার পি.এফ কোড নং WB/HLO/36084, তার এপ্রিল ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সময়কালের পাওনা নির্ধারণের জন্য কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২ (সংক্ষেপে, আইন) এর ধারা ৭এ এর অধীনে তদন্ত চলছে। সোসাইটির সম্পাদক / সভাপতির সমস্ত পরিচিত / উপলব্ধ ঠিকানা, কোন্নগর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং পশ্চিমবঙ্গ সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কাছে সমন ও নোটিশ পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এমএস কোন্নগর পানিহাটি ফেরি সার্ভিসের পক্ষ থেকে তলব করা সমস্ত নথি পেশ করা বা তলব করা ব্যক্তিদের উপস্থিতির মাধ্যমে কোনো কার্যকর অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে না, অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণব্যবসা বন্ধ থাকার কথা বলা হচ্ছে / ঠিকানা জানা নেই ইত্যাদি কারণ দেখানো হচ্ছে। নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও, নথি না থাকা / জোরপূর্বক ফেরি চালানো ইত্যাদির কারণ দেখিয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা না দেওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়।

আইনের ধারা ৭এ এর অধীনে তদন্তটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১৯৩ এর অর্থে একটি বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া এবং তদন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীনে একটি আদালতের মতো ক্ষমতা রয়েছে। এতদ্বারা প্রতিষ্ঠান এবং / অথবা তার কর্মচারীদের প্রমাণ পেশ করার জন্য একটি চূড়ান্ত সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

অতএব, সোসাইটির সকল সদস্য / কর্মচারী / প্রাক্তন কর্মচারী যারা প্রাসঙ্গিক সময়ে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন বা এর সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা ধারা ৭এ এর অধীনে তদন্ত সংক্রান্ত শুনানির নির্ধারিত তারিখ ২৩.১২.২০২৫ এর মধ্যে নিয়োগপত্র, বেতন / মজুরি স্লিপ, হাজিরা খাতা বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক নথি যেমন ০১.০৪.২০১৯ থেকে ৩১.১২.২০২১ সময়কালের জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে **ro.howrah@epfindia.gov.in** ঠিকানায় বা ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে জমা দিন। নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যার কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে, তিনিও তা ই-মেইলের মাধ্যমে **ro.howrah@epfindia.gov.in** ঠিকানায় বা ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে জমা দিতে পারেন।

ক্রম নং.	ইপিএফ কোড নং.	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	তদন্তের সময়কাল	পরবর্তী শুনানির তারিখ
১.	WB/HLO/36084	মেসার্স কোন্নগর পানিহাটি ফেরি সার্ভিস	০৪/২০১৯ থেকে ৩১.১২.২০২১	২৩.১২.২০২৫ দুপুর ২.৩০

(বিজয় প্রসাদ)
অ্যাসাইনিং অফিসার / রিজিওনাল পি.এফ. কমিশনার-II
রিজিওনাল অফিস হাওড়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Z-IV, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/29/25-26 Name of work : **Improvement of lighting system with pole and LED fittings at 699, D, Block-P in Ward-81, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,625.71**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/28/25-26 Name of work : **Improvement of lighting system with LED fitting & pole etc. at 685, Block-'O', SSD Colony in Ward-81, in K.M.C. Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,49,385.99**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/252/25-26 Name of work : **Improvement of lighting system with LED fittings, pole etc. at Jadavpur Police Housing & adjacent area in Ward No.-93,Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,998.48**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/219B/25-26 Name of work : **Installation of mini masts at 162A/38 Lake Gardens in Ward No.-93,Br-X 160/219.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,998.13**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/221/25-26 Name of work : **Installation of street light with LED fitting at D/589, 164/D/59/1, 164/C/174 Lake Gardens in Ward No.-93, Br-X,160/221.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,998.18**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

6. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/242/25-26 Name of work : **Development of lighting arrangement with LED light fittings at Das Nagar and adjacent areas in Ward No.-93, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,999.29**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid : **26.12.2025** up to **10 a.m.** (for sl. no. 1 to 6). The bid form and other details are available on and from **15.12.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 6).

7. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/226/25-26 Name of work : **Installation of street light at Gobindapur Road, in Ward-93, Br-X 160/226.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,998.13**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

8. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/240/25-26 Name of work : **Installation of street lights (LED Light) at Rahim Ostagar Ward-93 in KMC Br-X 160/240.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,999.29**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

9. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/239/25-26 Name of work : **Installation of street lighting system at Rahim Ostagar Road Ward-93 in KMC 160/239.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,999.29**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

10. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/200/25-26 Name of work : **Installation of street lighting at Dr. Nagen Ghosh Lane, Tanupukur Road in KMC Ward-92, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 2,24,998.71**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

11. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/205/25-26 Name of work : **Installation of street lighting at Tanupukur Road in KMC Ward No.-92, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,79,999.17**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **10 Days**.

12. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/235/25-26 Name of work : **Development of street lighting arrangement by LED lights at Jodhpur Park and surrounding areas in Ward No.-93, Br-X 160/235.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,998.48**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

13. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/244/25-26 Name of work : **Improvement of lighting system with LED fittings, pole etc at 6/7 CIT Plot and surrounding areas in Ward No.-93, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,998.48**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

14. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/212/25-26 Name of work : **Installation of street lighting system at Rahim Ostagar in Ward-93 in KMC 160/212.** Estimated Amount: **Rs. 3,99,998.38**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

15. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/224/25-26 Name of work : **Installation of street light at Gobindapur Road, Ward-93, Br-X 160/224.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,998.18**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid : **07.01.2026** up to **10 a.m.** (for sl. no. 7 to 15). The bid form and other details are available on and from **08.12.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 7 to 15).

16. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/263/99/25-26 Name of work : **Improvement of street lighting at Part No.-263, at 52/B Lotus Park in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,97,119.01**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

17. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/254/99/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED light fittings near 2/110 Sree Colony etc in Ward-99, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,012.51**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **7 Days**.

18. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/267/99/25-26 Name of work : **Installation of street light near 2/109, 2/109A Vidyasagar Colony etc in Ward-99, Br-X under K.M.C..** Estimated Amount: **Rs. 1,96,308.30**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

19. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/268/99/25-26 Name of work : **Development of street light near 2/137 Vidyasagar Colony in Ward-99, Br-X under K.M.C.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,095.02**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **7 Days**.

20. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/276/99/25-26 Name of work : **Installation of mini must light at 4/86 Vidyasagar in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 2,97,959.62**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid : **08.01.2026** up to **12 noon** (for sl. no. 16 to 20). The bid form and other details are available on and from **12.12.2025, 2 p.m.** (for sl. no. 16 to 20). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 20).

21. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/97/97/25-26 Name of work : **Installation of light at 21, 23/1, 22 K.M Naskar Road in K.M.C Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 2,48,137.28**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

22. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/97/93/25-26 Name of work : **Installation of light near 27, 27/1, 56/1 M.N Sen Lane Ward 97 in KMC Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,031.79**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

23. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/78/1/25-26 Name of work : **Development of street lighting 2/78/1 Regent Colony Ward-97 in KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,48,631.46**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

24. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/84/2/25-26 Name of work : **120, 112/F, 3/91,124/D, 2/86 Regent Colony Ward-97 in KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,48,848.61**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

25. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/69/1/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement (Aasthabal Math) at 14H/1G N.N Ghosh Lane Ward-97, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,005.22**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

26. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/69/2/25-26 Name of work : **Improvement of street and park light (Chandpur Colony) at 11B, N.N Ghosh Lane, Ward-97, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 3,99,094.02**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid : **09.01.2026** up to **10 a.m.** (for sl. no. 21 to 26). The bid form and other details are available on and from **15.12.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 21 to 26). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 21 to 26).

27. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/152/100/265/1/25-26 Name of work : **Installation of lighting system at 23N, 23/40 D.P.P Road, 230 Naktala Lane in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,644.60**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

28. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/258/1/25-26 Name of work : **Installation works of street lighting at new pole 88/2, N.S.C Bose Road Ward No.-100 in KMC Br-X 152/258.** Estimated Amount: **Rs. 1,89,561.05**. Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Period of Completion: **10 Days**.

29. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/254/2/25-26 Name of work : **Installation works of street new LED light near 114D, 114V Raja SC Mullick Road in Ward No.-100, Br-X, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,860.01**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

30. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/254/25-26 Name of work : **Installation of street new LED light near 114 W Raja SC Mullick Road in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 1,79,893.18**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **10 Days**.

31. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/257/25-26 Name of work : **Improvement works of street light of new LED fitting at 344/1 NSC Bose Road & 44/3/2 NSC Bose Road in Ward No.-100, Br-X 152/257.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,930.29**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

32. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/258/25-26 Name of work : **Installation works of street lighting at new LED light at 414/2 C, NSC Bose Rd 3/94/1 N.S.C Ward No.-100 in KMC Br-X 152/258.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,588.46**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

33. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/251A/25-26 Name of work : **Development works of St. light arrangement E/113/2, 127/8 Ramgarh and adjacent areas in Ward-100 in Br-X 152/251.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,885.92**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

34. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/246B/25-26 Name of work : **Installation of street lighting arrangement at Naktala in Ward-100, Br-X 152/246.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,885.92**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

35. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/260/25-26 Name of work : **Installation works of street light of new LED light at 247, 257 Ganguly Bagan Ward-100, Br-X 152/260.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,930.29**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

36. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/245/25-26 Name of work : **Installation of light system at 32 & 7C, 32/1B Arabinda Nagar in Ward No.-100, Br-X 152/245.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,930.29**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

37. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/256/25-26 Name of work : **Installation of lighting system at 4G, 6/1G, 4G, 4G/1A Naktala Road in Ward-100, Br-X 152/256.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,860.01**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

38. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/273A/25-26 Name of work : **Improvement of lighting system in front of Sitala Mandir at 29/C Ward No-100 in KMC Br-X 152/273.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,993.77**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

39. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/275C/25-26 Name of work : **Renovation works of St. lighting 3 DC B.G Lane in Ward No-100, Br-X 152/275.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,864.90**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

40. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/275B/25-26 Name of work : **Installation light of St arrangement at 8D, B.G Lane and Baishnabghata Balak Smity in Ward-100 in KMC Br-X 152/275.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,333.97**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

41. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/255B/25-26 Name of work : **Installation works of street light at new LED decorative fittings near 1/228, 1/179 Naktala Ward-100 in KMC Br-X 152/255.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,607.75**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

42. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/250B/25-26 Name of work : **Development works of St light arrangement at E/193, E-113 Ramgarh and other areas in Ward-100 in KMC Br-X 152/250.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,743.44**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

43. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/275A/25-26 Name of work : **Installation works of St light at Baishnabghata and other adjacent areas in Ward-100 in KMC Br-X 152/275.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,200.41**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

44. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/270B/25-26 Name of work : **Installation works of flood light LED at C/41, C Block Laxminarayan Colony Ward No.-100 in KMC Br-X 152/270.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,798.27**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

45. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/261/1/25-26 Name of work : **Installation works of street lighting arrangement at new pole with fitting at 235/3/2A Naktala in Ward-100 Br-X 152/261.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,526.61**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

46. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/261/2/25-26 Name of work : **Improvement works of street lighting arrangement at Usha Bridge, 235/4/1, 235/E/3 NSC Bose Road in Ward-100 Br-X 152/261.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,623.67**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

47. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/263/25-26 Name of work : **Installation works of street light arrangement new LED light at 7/12 D.P.P Road 12B/1/1 D.P.P Road in Ward-100 Br-X 152/263.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,930.29**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

48. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/264/25-26 Name of work : **Installation works of street light at new LED fitting or beautification of Pukur Par at 18 Naktala, 15 D.P.P Road in Ward No.-100 in Br-X 152/264.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,629.79**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

49. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/261/25-26 Name of work : **Installation works of street lighting arrangement at new LED fitting at 251A/40 NSC Bose Road in Ward-100 Br-X 152/261.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,849.04**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

50. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/269/25-26 Name of work : **Installation works of street beautification of Sudakshina Complex (B Block) near 96B Raja SC Mullick Road in Ward-100 Br-X 152/269.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,704.29**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

51. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/186/25-26 Name of work : **Installation of street lighting new pole at 26/1A, 26 Pallysree in Ward-98 Br-X 152/186.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,707.91**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

52. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/207/25-26 Name of work : **Installation works of street lighting arrangement of minimast near 206/A NSC Bose Road in Ward-98 Br-X KMC 152/207.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,363.76**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

53. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/180/25-26 Name of work : **Installation works of street light new pole and LED fittings minimast at 10/55, 10/38, 10/48 11/9 Netaji Nagar etc in Ward No.-98 Br-X 152/180.** Estimated Amount: **Rs. 3,49,579.46**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

54. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/182/25-26 Name of work : **Installation high minimast light at 21C Padma Pukur Road in Ward-98 Br-X KMC 152/182.** Estimated Amount: **Rs. 4,49,495.31**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

55. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/262/25-26 Name of work : **Installation works of street light new pole with fitting near 128 Raja SC Mullick Road in Ward-100 Br-X 152/262.** Estimated Amount: **Rs. 1,24,664.89**. Earnest Money: **Rs. 2,500.00**. Period of Completion: **10 Days**.

56. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/267/25-26 Name of work : **Installation works of street light at new pole with fitting near 298 Ganguly Bagan in Ward-100 Br-X 152/267.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,833.12**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

57. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/246A/25-26 Name of work : **Installation of mini high mast at Naktala Ward-100, Br-X 152/246.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,812.36**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

58. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/252/25-26 Name of work : **Installation needs of street light arrangement 8/7/A, 8/7/7/3, Raja SC Mallick Road Ward-100 in KMC 152/252.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,545.85**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

59. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/100/247/25-26 Name of work : **Installation of mini high mast at Gachtala & 2nd Scheme Trikan Park, Naktala Ward-100 Br-X 152/247.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,596.06**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

60. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/258/2/25-26 Name of work : **Installation works of beautification of pole with light at 39C N.S.C Bose Road Ward No.-100 in KMC Br-X 152/258.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,587.32**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid : **08.01.2026** up to **10 a.m.** (for sl. no. 27 to 60). The bid form and other details are available on and from **12.12.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 27 to 60). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 27 to 60).

61. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/93/219/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Lack Gardens in Ward No. 93, BR-X,160/219**. Estimated Amount : **Rs. 1,49,998.13** Earnest Money : **Rs. 3,000.00** Period of completion **10 Days.**

62. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/81/26/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement with LED fittings at Port Colony in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,928.37** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

63. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/81/16/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement with LED fittings at 35, 35A,0/6 Durgapur Colony in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,465.58** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

64. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/81/15/25-26 Name of work : **Improvement of light arrangement with pole & LED fittings at 5, F/2,5, 7/1 Durgapur Colony in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,98,704.43** Earnest Money : Rs. **6,000.00**. Period of Completion **20 Days**.

65. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/81/13/25-26 Name of work : **Improvement of St. lighting arrangement Back Lane of 11/K Sahapur Colony, BR-X. Ward 81 in KMC**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,534.61** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of completion **20 Days**.

66. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/149/92/209/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED light at Gariahat (South) in Ward No. 92, under BR-X KMC 149/209** Estimated Amount : **Rs. 2,49,998.23** Earnest Money : **Rs. 5,000.00** Period of Completion **10 Days**.

67. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/149/92/197/25-26 Name of work : **Installation of Street lighting at Ganesh Banerjee Lane and surrounding areas in Ward No. 92, in KMC BR-X 149/197** Estimated Amount : **Rs. 1,74,998.66** Earnest Money : **Rs.3,500.00**. Period of Completion **10 Days**.

68. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/149/92/196/25-26 Name of work : **Installation of Street lighting system at Sarat Ghosh Garden Road in Ward No. 92, in KMC BR-X 149/196** Estimated Amount : **Rs. 2,49,999.24** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion **10 Days**.

69. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/93/220/25-26 Name of work : **Installation of Street light with LED fittings at Lake Gardens in Ward No. 93, BR-X 160/220** Estimated amount : **Rs. 1,99,998.18** Earnest Money : **Rs.4,000.00**. Period of Completion **10 Days**.

70. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/93/233/25-26 Name of work : **Development of Street light in Ward No. 93, BR-X 160/233** Estimated Amount : **Rs. 4,99,998.48** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion **10 Days**.

71. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/160/93/218/25-26 Name of work : **Installation of New LED light with Lampost at 144 Lake Gardens and adjacent areas in Ward No. 93, BR-X 160/218** Estimated Amount : **Rs. 2,99,999.29** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion **10 Days**. Last date and time of completion of bid : **08.01.2026** up to **10 a.m.** (for sl. no. 61 to 71). The Bid forms and other details are available on and from **10.12.2025** from **5 p.m.** (for sl no. 61 to 71). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl no. 61 to 71).

72. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/152/188/25-26 Name of work : **Installation of Street Light 93/1/72A. 106 Pallyshree Ward No. 98, in KMC BR-X 152/188** Estimated Amount : Rs. **2,99,504.49** earnest money : **Rs. 6,000.00**. Period of completion 10 days.

73. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/152/190/25-26 Name of work : **Development of Street Lighting arrangement with Pole and LED Light fitting 4/73, 4/66, 4/18A, 4/10, 4/18, 4/15, 4/2, 4/13 Netaji Nagar in Ward No. 98, BR-X 152/90**. Estimated Amount : **Rs. 2,99,544.26** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion **10 Days**.

74. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/152/201/25-26 Name of work : **Development of Street Light and minimust 6/6/1L, 3/1/1, 6/2Y Padma Pukur Road, 79 Ganguly Bagan Ward No. 98 in KMC BR-X 152/201**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,720.69** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion **10 Days**.

75. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/152/193/25-26 Name of work : **Development of Lighting arrangement at 5, Netaji Nagar area in Ward 98, BR-X 152/193**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,435.44** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion **10 Days**.

76. NIT No. KMC/LTG/Z-IV/152/210/25-26 Name of work : **Installation works of Street Light arrangement at New LED light at 300 NSC Bose Road in Ward No. 98 BR-X 152/210**. Estimated Amount : **Rs. 3,99,847.69** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion **10 Days**. Last date and time of completion of bid : **08.01.2026** up to **10 a.m.** (for sl. no. 72 to 76). The bid forms and other details are available on and from **13.12.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 72 to 76). The website **https://etender.wb.nic.in**

1738/25-26

অফবিট

মুখের গড়ন টিকটিকির মতো, একঘরে করে দেয় সমাজ! অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে এই পরিবার আজ মানুষের অনুপ্রেরণা

এ. দাস

বিশ্বজুড়ে নানান বিরল রোগের গল্প শোনা যায়, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার একটি পরিবারের কাহিনি যেন বাস্তবের থেকেও বেশি অবিশ্বাস্য। একই পরিবারের চার সদস্যের মুখের গঠন জন্মগত এক বিরল রোগে বদলে যায় ঠিক যেন 'টিকটিকির মুখ', আর তাতেই শুরু হয় ভুল ধারণা, কুসংস্কার ও অপমানের যাত্রা। গ্রামবাসীরা প্রথমে ভেবেছিলেন- এ নাকি দুষ্ট আত্মার অভিশাপ। তবে সত্যি সামনে আসতেই বদলে যায় সব ধারণা। সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আজ সেই মানুরুং পরিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহস, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচকতার প্রতীক হয়ে লাখো মানুষের প্রেরণা। ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রার মানুরুং পরিবার তাদের অস্বাভাবিক মুখের গঠনের কারণে হঠাৎই বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরিবারের ছয় ভাইবোনের মধ্যে চারজনের চেহারা স্বাভাবিকের থেকে একদম আলাদা- চামড়া খুব নরম, মুখের হাড় গঠন ঠিকমতো হয় না, আর দাঁতের চারপাশের মাড়ি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এই বদলের জন্য অনেকেই প্রথমে এটিকে অভিশাপ ভাবলেও, আসলে এটি তাদের বংশগত এক বিরল জিনগত রোগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই বিরল রোগের নাম ট্রিচার কলিন্স সিনড্রোম। এতে মুখের হাড় ও ত্বক ঠিকমতো গঠিত হয় না, ফলে চেহারার আকার বদলে যায়। তবে আশার কথা হল, রোগটি শুধু শরীরের বাহ্যিক গঠনে প্রভাব ফেলে, মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা বা শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও ক্ষতি করে না। কেদুংকাং গ্রামের মানুষজন প্রথমে মনে করেছিলেন মানুরুং পরিবারে হয়তো কুসংস্কার বা দুষ্ট আত্মার অভিশাপ লেগেছে। সেই ভুল ধারণার চাপ পড়েছিল পরিবারের ছেলেমেয়েদের ওপরও। মানুরুং পরিবারের প্রধান জানিয়েছেন, আমাদের মুখের গঠন বদলে গেছে, কিন্তু আমরা সেটাকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে শিখেছি। এই বিরল রোগে আক্রান্ত পরিবারের ছোট ছেলে সুরিয়া মানরুং পুরনো দিনের তিক্ত স্মৃতি মনে করে বলেন, কাজ খুঁজতে গেলে প্রথমে মানুষ দূরে সরে যেত। সামাজিক ধারণা ও অপমান তাঁদের মানসিকভাবে দুর্বল করেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের এই দুর্বলতাকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। অভিশাপ নয়, বরং জীবনের এক বাস্তবতা হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেন। মানরুং পরিবারের মতো আরও একটি বিরল রোগ আছে, যার নাম বার্বার-সে সিনড্রোম। ব্রাজিলের কাওয়ানা নামে এক মহিলা এই রোগে আক্রান্ত। পৃথিবীতে এই রোগের কেস ২০টিরও কম। এই ধরনের জিনগত রোগেও চেহারার গঠন বদলে গেলেও আয়ু বা বুদ্ধিমত্তার কোনও ক্ষতি হয় না। সময়ের সঙ্গে মানুরুং পরিবার নিজেদের গল্প, সাহস আর হাসিখুশি জীবন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিতে শুরু করেন। আর সেখানেই আসে বড় পরিবর্তন। তাঁদের ইউটিউবে এখন ৩ লক্ষের বেশি সাবস্ক্রাইবার এবং টিকটকে ২৩ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার। নিজেদের ভিন্নতাকে লুকোনোর বদলে গ্রহণ করেই তারা মানুষের মন জয় করেছেন। তাদের যাত্রা সবাইকে শেখায়, চেহারা নয়, আত্মবিশ্বাসই মানুষের আসল শক্তি। মানুরুং পরিবারের সংগ্রাম শুধু এক বিরল রোগের বিরুদ্ধে নয়, সমাজের ভুল ধারণা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও। তারা দেখিয়েছেন চেহারার বিকৃত গঠন লজ্জার নয়, গর্বের বিষয়। তাদের গল্প আজ লাখো মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা।

হিজাব ইস্যুতে নীতিশ কুমারের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বরঃ উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সঞ্জয় নিশাদ তার বিতর্কিত মন্তব্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক মহলে নতুন উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের একটি ঘটনা সমর্থন করার সময় এমন বক্তব্য দিয়েছেন যা অনেকের কাছে মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক এবং লাঞ্ছনাকর মনে হয়েছে। ঘটনা ঘটেছিল সোমবার, যখন নীতিশ কুমার, যিনি সম্প্রতি দশবারের রেকর্ড অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন, নতুন নিযুক্ত এযুশ ডাক্তারদের নিয়োগপত্র বিতরণ করছিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি, যিনি নীতিশ কুমারের পাশে দাঁড়িয়ে কৌশলে তার হাতের স্লিভ টেনে তাকে থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় নীতিশ কুমার একটি মুসলিম নারীর হিজাব সরিয়ে দেন, যা পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়। এই ঘটনার পর, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সঞ্জয় নিশাদ জানান, এই ঘটনায় অতিরিক্ত হট্টগোল করা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত, তিনি তো একজন মানুষ। হিজাব স্পর্শ করা মাত্র এত হুলস্থুল কেন? যদি অন্য কোথাও স্পর্শ করতেন, কী হতো? তাঁর এই মন্তব্যে যে হাস্যরস ও অবজ্ঞা ছিল, তা অনেকের জন্য অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এরপর সঞ্জয় নিশাদ মন্তব্যটি ভুলভাবে বোঝানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন।

দোষ প্রমাণিত, গ্রেফতার হতে পারেন ক্রীড়ামন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বরঃ একের পর এক বিতর্ক। চরম বিপাকে ক্রীড়ামন্ত্রী। এবার টানতে হতে পারে জেলের ঘানি। আদালত দিল দুই বছরের সাজা। সঙ্গে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে। বহু পুরনো মামলায় এবার জেলে যেতে হতে পারে ক্রীড়ামন্ত্রীকে। কী ঘটেছে ঠিক? কেন শাস্তি পেতে হল ক্রীড়ামন্ত্রীকে? নাসিক জেলা ও সেশন কোর্ট মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত করে মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রী মানিক রাও কোকাতে-কে। অজিত পওয়ার শিবিরের এনসিপি নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী হাউসিং স্কিমের অধীনে ফ্ল্যাট অধিগ্রহণে দুর্নীতি করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট অধিগ্রহণ করেছিলেন মানিক রাও ও তাঁর ভাই। সেই অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত করা হয় মহারাষ্ট্রের ক্রীড়ামন্ত্রীকে। তাঁকে দুই বছরের সাজা ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। বিচারপতি পিএম বাদার অতিরিক্ত মুখ্য ম্যাজিস্ট্রেট রুপালী নারওয়াদিয়াকে অবিলম্বে এই সাজা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, যে কোনও মুহূর্তেই আদালত দুই ভাই অর্থাৎ ক্রীড়ামন্ত্রী ও তাঁর ভাইকে সমন পাঠাতে পারে আত্মসমর্পণের। প্রসঙ্গত, এই মামলা নতুন নয়, বহু বছর পুরনো। ১৯৯৭ সালে নাসিকের একটি পুলিশ স্টেশনে বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট অধিগ্রহণের মামলা দায়ের হয়। মানিক রাও কোকাতে, তাঁর ভাই সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছিল, নাসিকের কানাড়া কর্নারে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে চারটি ফ্ল্যাট অধিগ্রহণ করেন কোকাতে। মুখ্যমন্ত্রী হাউসিং স্কিমের অধীনে ১০ শতাংশ যে রিজার্ভ কোটা রয়েছে, তার অপব্যবহার করেই ফ্ল্যাট অধিগ্রহণ করেছিলেন মানিক রাও সহ চারজন। ১৯৯৫ সালে বিশেষ ছাড় দিয়ে এই ফ্ল্যাটগুলি বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগেও আদালত এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেছিল মন্ত্রী সহ চার অভিযুক্তকে। সেই সময় বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত স্বার্থে পদের ক্ষমতা অপব্যবহার করা হয়েছে। তবে তখন সাজা ভোগ করতে হয়নি। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী তুকারাম দিগহোলে এই মামলায় পিটিশন দাখিল করেন। তারপরই তদন্ত শুরু হয় এবং তিন দশক পর সাজা দেওয়া হল মন্ত্রীকে। বর্তমানে মানিক রাও কোকাতে (৬৭) সিন্নারের বিধায়ক। এর আগে তিনি বিধানসভায় বসে গেম খেলার জন্যও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। জেলা আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে দোষীরা যদি জরিমানা না দেন, তাহলে দুই বছরের সাজার পাশাপাশি আরও এক মাস জেলের সাজা কাটতে হবে।

গাড়ি দূষণ রুখতে আজথেকে দিল্লিতে নয়া নিয়ম, 'প্রবেশ নিষেধ' বহু যানবাহনের

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ দূষণের বিপদ তো আছেই। তার সঙ্গে জুড়েছে ঘন কুয়াশা। ফলের দিল্লির জনজীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। দৃশ্যমান্যতার অভাবে প্রায় প্রতিদিনই সকালে চার-পাঁচ ঘণ্টা পথে রীতিমতো আতঙ্কে কাটছে মানুষের। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার থেকে রাজধানীতে বলব হতে চলেছে দুটি নয়া বিধি। দিল্লির রাজ্য সরকারের পরিবেশ দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত স্টেজ টু সার্টিফিকেট বিহীন কোনও যানবাহন রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল, পলিউর্শন ফ্রি সার্টিফিকেট না থাকলে পেট্রোল পাম্প জ্বালানি সরবরাহ করবে না সংশ্লিষ্ট যানবাহনকে। দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী মনজিন্দার সিং সিরসা বলেছেন কঠোরভাবে এই দুই নিয়ম বলব করা হবে। দিল্লিতে ভারত স্টেজ ফাইভ মানের গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তবে রাজধানীর বাইরে থেকে আসা গাড়িগুলির ক্ষেত্রে ছাড় আছে। সেগুলি ভারত স্টেজ ফোর মানের গাড়ি হওয়া বাধ্যতামূলক। তবে দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রক এবং পুলিশের রিপোর্ট হল বাইরের থেকে আসা গাড়ি দূষণের একটা বড় কারণ। সেই সব গাড়ি দিল্লির লাগোয়া রাজ্যগুলিতে রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে। সেগুলি বেশিরভাগই ভারত স্টেজ থ্রি মানের গাড়ি। এর ফলে দূষণের মাত্রা বাড়ছে রাজধানীতে। গত কয়েকদিনে সেই বিপদ আরো বেড়ে গিয়েছে। গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশেছে কুয়াশা। ফলে দৃশ্যমান্যতা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর ফলে যানবাহন স্বাভাবিক গতিতে চলাফেরা করতে পারছে না। নয়াবিধি কীভাবে কার্যকর করা হবে? দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজধানী অভিমুখী সমস্ত রাস্তায় আরো বেশি চেকিং হবে। এছাড়া পেট্রোল পাম্প মালিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে কেউ ভারত স্টেজ ফোর মান ছাড়া গাড়িকে জ্বালানি সরবরাহ করলে তাদের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে।

সিডনির বন্ডি সৈকতে হামলাকারীর ভারত-যোগ! ২৭ বছর অস্ট্রেলিয়ায় থেকেও ব্যবহার ভারতীয় পাসপোর্টের

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ১৭ ডিসেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বিখ্যাত বন্ডাই সৈকতে 'হনুক্কা' উৎসব চলাকালীন গুলি চালানোর ঘটনায় গোটা বিশ্ব স্তব্ধ। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৬ জন। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ছিল একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা। এই হামলার সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজন ভারতের হায়দরাবাদের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানিয়েছে তেলঙ্গনা পুলিশ। প্রায় তিন দশক আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিলেও ভারতীয় পাসপোর্টই ব্যবহার করতেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ডাই বিচে গণহত্যার ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। বাবা সাজিদ আক্রম (৫০) ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে মারা যান। তাঁর ছেলে নবীদ আক্রম (২৪) গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কড়া পুলিশি পাহারায় রাখা হয়েছে তাঁকে। তেলঙ্গানার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জানিয়েছেন, সাজিদ আক্রমের জন্ম হায়দরাবাদে। তিনি সেখান থেকেই বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে পড়াশোনার জন্য ছাত্র ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় যান। পরে সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন। গত ২৭ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়াতেই ছিলেন সাজিদ। আরও জানা গেছে, সাজিদের পরিবার হায়দরাবাদেই থাকত, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর থেকেই সম্পর্ক প্রায় শেষ হয়ে যায়। পারিবারিক বিবাদের কারণে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। এমনকি ২০১৭ সালে বাবার মৃত্যুর সময়েও তিনি শেষকৃত্যের জন্য ভারতে নিজের বাড়িতে যাননি। সাজিদ শেষবার হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন ২০২২ সালে। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সাজিদ ভেনেরা গ্রোসো নামে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। দুই সন্তানই অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করায় তারা সে দেশের নাগরিক। যদিও সাজিদ নিজে ভারতীয় পাসপোর্টই বহাল রেখেছিলেন। রবিবার বন্ডাই বিচে ইহুদি হনুক্কা উৎসব চলাকালীন আচমকা গুলি চালানো হয়। পরিবার ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে এই হামলায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারাল পুলিশ কমিশনার জানান, এই হামলা আইএস প্রভাবিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলেই প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। হামলায় ব্যবহৃত একটি গাড়ি নবীদের নামে নথিভুক্ত ছিল। সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে দেশি বোমা ও আইএস-এর সঙ্গে যুক্ত দুটি পতাকা। এছাড়াও জানা গিয়েছে, হামলার এক মাস আগে বাবা-ছেলে ফিলিপিন্সে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা দাভাও শহরে ছিলেন বলে জানানো হয়েছে। যদিও সেখানে কোনও জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তেলঙ্গনা পুলিশ স্পষ্ট করেছে, এই ঘটনার সঙ্গে ভারতের কোনও সংগঠন বা নেটওয়ার্কের যোগ নেই। বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

Name Change

I, Sk Motinuddin (Old name) S/o- Seikh Omar Ali, Resident at, Kuli Chowrasta, Po-kuli, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742168. I have changed my name Sk Motinuddin to Seikh Motinuddin (New name) I shall be known as Seikh Motinuddin vide affidavit before the Notry at Berhampore on 12/12/25 Sk Motinuddin and Seikh Motinuddin same and one identical person.

Name Change

I, Matinuddin (Old name) W/o- Zarina Ferdausi, Resident at, Kuli Chowrasta, Po-kuli, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742168. I have changed my name Matinuddin to Seikh Motinuddin (New name) I shall be known as Seikh Motinuddin vide affidavit before the Notry at Berhampore on 12/12/2025 Matinuddin and Seikh Motinuddin same and one identical person.

Name Change

I, PAVITA HAZARI (Old Name) W/o- SHANKAR HAJARI Residing at, Vill - Ghagharchar, Post - Hanskhali, Ps- Hanskhali, Dist- Nadia, Pin- 741505, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PAVITA HAZARI To PRABITRA HAZARI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PRABITRA HAZARI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 Dec 2025, PRABITRA HAZARI and PAVITA HAZARI both are Same and one identical person.

Name Change

I, MANORANJAN MANDAL (Old Name) S/o- HARIPADA MONDAL Residing at, Vill - Paikpara, Post - Swarnakhali, Ps- Krishnaganj, Dist- Nadia, Pin- 741506, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANORANJAN MANDAL To MANORANJAN MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANORANJAN MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 Dec 2025, MANORANJAN MONDAL and MANORANJAN MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mahammad Kursan Ali, S/o- Anarul Hoque, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist- Murshidabad, 742101, I have changed my name Mahammad Kursan Ali to Md Kursan Ali (New name) I shall be known as Md Kursan Ali vide affidavit no.18AA 459256 before Notaryat Berhampore on 25/01/2008 Mahammad Kursan Ali & Md Kursan Ali same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Masudrhman Malitya (Old Name) S/O– Chamir Malitya residing at Bahadurpur, Mrigi, Tehatta, Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Masudrhman Malitya to Masudrahaman Malitya and henceforth I shall be known as Masudrahaman Malitya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Masudrahaman Malitya & Masudrhman Malitya both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asraf Mahishal (Old Name) S/O–Niyamat Mahishal residing at Binodnagar, Tehatta, Nadia, West Bengal 741155 do hereby declared that I have changed my name from Asraf Mahishal to Ashraf Mahishal and henceforth I shall be known as Ashraf Mahishal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Ashraf Mahishal & Asraf Mahishal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,KANIJASHAMASURA BEGAM (old name) W/O - MD GOLAM KIBRIA residing at VILL- GOPALCHAK PO-GOPALCHAK PS-NALHATI DIST-BIRBHUM PIN-731237. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KANIJASHAMASURA BEGAM (old name) to KANIZSAMSHORA BEGUM (new name) and henceforth, I shall be Known as KANIZSAMSHORA BEGUM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025. KANIZSAMSHORA BEGUM (new name) & KANIJASHAMASURA BEGAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,ELIAS MONDAL (old name) S/O - ICHHAHAK MANDAL residing at VILL-JOYRAMPUR PO-JOYRAMPUR PS- HOGALBARIA DIST-NADIA PIN-741122. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ELIAS MONDAL (old name) to ILIUS MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as ILIUS MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025 . ILIUS MANDAL (new name) & ELIAS MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,MD EKBAL HOSSAIN MONDAL (old name) S/O - ELIAS MONDAL residing at VILL-JOYRAMPUR PO-JOYRAMPUR PS- HOGALBARIA DIST-NADIA PIN-741122. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD EKBAL HOSSAIN MONDAL (old name) to IKBAL HOSSAIN MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as IKBAL HOSSAIN MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025 . IKBAL HOSSAIN MANDAL (new name) & MD EKBAL HOSSAIN MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD GOLAM MURTUZA (old name) S/O -MD GOLAM KIBRIA residing at VILL & PO-GOPALCHAK PS- NALHATI DIST-BIRBHUM PIN-731237. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD GOLAM MURTUZA (old name) to GOLAM MURTUJA (new name) and henceforth, I shall be Known as GOLAM MURTUJA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025 . GOLAM MURTUJA (new name) & MD GOLAM MURTUZA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAKIRUDDIN (old name) S/O -RAISUDDIN SK residing at VILL-JORPUKURIA PO-JAFAR GANJ PS- FARAKKA DIST-MURSHIDABAD PIN-742202. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAKIRUDDIN (old name) to SAKIRUDDIN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SAKIRUDDIN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025 . SAKIRUDDIN SK (new name) & SAKIRUDDIN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anowara Begum (old name) daughter of Dabir Uddin Biswas, residing at Vill: Chapra Bangaljhi Purba Para, PO-Bangaljhi, PS- Chapra, Dist: Nadia, Pin: 741123, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Anowara Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17.12.2025. Anowara Begum (old name) and Anowara Bibi (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mihir Kumar Roy S/o, Late Khagesh Chandra Roy , resident of M.M.Ghosh Lane, Krishnanagar, Nadia, West Bengal, Pin-741101, do hereby declare that in my son Srijandip Roy document my name is wrongly written as Mihir Roy but my actual name is Mihir Kumar Roy. I shall be known as Mihir Kumar Roy in all purpose, vide affidavit no -22 sworn before the Notary Public at Krishnanagar on 12.12.2025. Mihir Kumar Roy and Mihir Roy both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SAHAJUL BISWAS S/O SAHEBALI BISWAS MY MOTHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS RAKHI BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 15/11/25 MY MOTHER RAKHIJAN KATUN BISWAS ANS RAKHI BIBI IS SAME PERSON. MOTHER ACTUAL NAME IS RAKHIJAN KHATUN BISWAS .

CHANGE OF NAME

I MOMATAZ BIBI W/O SYED AHESAN ALI residing at Vill-Dighasipur, P.O.-Chakdwipa, P.S.-Bhabanipur, Dist-East Medinipur-721666, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SYED MAMATAJ BEGAM as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 17/12/2025. MOMATAZ BIBI and SYED MAMATAJ BEGAM both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I SYED RAKIB AHMED S/O SYED AHESAN ALI residing at Vill-Dighasipur, P.O.-Chakdwipa, P.S.-Bhabanipur, Dist.East Medinipur-721666, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SYED RAKIB AHEMAD as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Haldia vide affidavit No 14001, Dated 03/12/2025. SYED RAKIB AHMED and SYED RAKIB AHEMAD both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I NAJIM KHAN and MD NAZIM S/O MOHAMMED NAYEM residing at 166/H/76, Keshab Chandra Sen Street, Dist-Kolkata-700009, West Bengal, have changed my name as MOHAMMED NAZIM as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. NAJIM KHAN and MD NAZIM and MOHAMMED NAZIM all are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I NERUFA KHATUN, W/O-Sk Amiruddin, Residing at Village-Kulai,P.O-Bikihakola,P.S-Panchla, Dist- Howrah,Pin-711322,(That my actual name is NERUFA KHATUN,) That NERUFA KHATUN and SK.LALTI is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld. (1st Class) Executive Magistrate at Howrah. Date-12/12/2025

CHANGE OF NAME

I, Momtaz Begum (Old Name) D/o Late Abdul Hakim W/o Abdur Rahim Haldar Residing at Maheshwarpur, P.o - Puinan, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Momtaz Begam Haldar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22/2025 Dated 17-12-2025. Momtaz Begam (Old Name) and Momtaz Begam Haldar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golak Panja (Old Name) S/o Late Kalicharan Panja Residing at Vill - Akhuadangri, P.o - Sadikpur, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Goloke Panja (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 17-12-2025. Golak Panja (Old Name) and Goloke Panja (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gopal Das (Old Name) S/o Panchanan Das Residing at Barojmath, Uttar Baksara, District - Howrah, Pin-711110, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Gopal Chandra Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-08-2025. Gopal Das (Old Name) and Gopal Chandra Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Naseem, Sk. Md Naseem (Old Name) S/o Abid Hussain Residing at 40/1, Enayet Ali Shah Nagar, G C Road, Titagarh, District - North 24 Parganas, Pin - 700119, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shekh Md Naseem (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-12-2025. Md Naseem, Sk. Md Naseem (Old Name) and Shekh Md Naseem (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Alam Seikh (old name) residing at Debaipur, Debaipur, Ramitala, Dist-Murshidabad, Pin-741135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ALAM SEIKH to ALAM SK and henceforth I shall be known as ALAM SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/12/2025. ALAM SEIKH and ALAM SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hazarat Mandil (Old Name) S/O–Ruhul Aamin resident of Vill-Sahapur, Po- Margram, Ps- Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Hazarat Mandil to Hajarat Mandal and henceforth I shall be known as Hajarat Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Hajarat Mandal & Hazarat Mandil both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Entajul Seikh (Old Name) S/O–Nurul Haque resident of Vill- Dharampur, Po- Dangapara, Ps- Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Entajul Seikh to Entajul Sk and henceforth I shall be known as Entajul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Entajul Sk & Entajul Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Robiul Mandil (Old Name) S/O– Hajarat Mandal resident of Vill-Sahapur, Po- Margram, Ps- Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Robiul Mandil to Robiul Mondal and henceforth I shall be known as Robiul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/12/2025. My name Robiul Mondal & Robiul Mandil both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি DUKHE MOLLA S/O PUNTI MOLLA গ্রাম গোলবুনিয়া পোস্ট এফ এস হাট থানা ন্যাজাট উঃ ২৪ পরগনা আমার আধার নাম্বার 3335 1952 0686 ভোটার নাম্বার JHN1318773 আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে দুঃখে সরদার পিতা জবেদ সরদার হয়। আমি আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 15AC 482149 দ্বারা DUKHE MOLLA এবং DUKHE SARDAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

বাড়ছে দায়িত্ব, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মেট্রো

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডির নির্দেশানুযায়ী, মেট্রো কর্মীদের যথাযথ এবং আপডেটেড প্রশিক্ষণের জন্য নিয়মিত মক ড্রিল, টিউটোরিয়াল, বিশেষ অধিবেশন ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছেন, মেট্রোর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবির মোটরম্যান এবং অন্যান্য কর্মীদের তাদের চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করবে।'' প্রসঙ্গত এই শিবিরে, রবি শঙ্করের ' আর্ট অফ লিভিং' সম্পর্কেও পাঠদান হচ্ছে। এই উদ্যোগও মেট্রোকর্মীদের উত্তেজনা এবং চাপ কমানোর কাজ করবে। পাঁচ দিনব্যাপী এই শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যোগব্যায়াম, ধ্যান, সুদর্শন ক্রিয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। চাপমুক্ত থাকতে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে শান্তভাবে মোকাবিলা করতেই মেট্রোকর্মীদের এই প্রশিক্ষণের আয়োজন। অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। কখনও আবার মাটির উপর দিয়ে ছুটছে ট্রেন। মেট্রো চালাতে গিয়ে কলকাতায় বিস্তর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় চালকদের। বাড়ছে মেট্রোর নেটওয়ার্ক। বাড়ছে মেট্রোর গতি। এই অবস্থায় মেট্রোরেলের চালকদের উপর বাড়ছে চাপ। কারণ মেট্রোয় মোটরম্যান কম বলে অভিযোগ তুলছে ইউনিয়নগুলি । এই অবস্থায় মেট্রো পথে চালকদের মনসংযোগে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাই মোটরম্যানও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করে রেল। অতিরিক্ত কাজের চাপে নাজেহাল মেট্রোরেলের চালকরা। তার উপর তাঁরা যদি বাড়ি ফিরে পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পান, তা হলে মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটবেই। সামান্য ভুলে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। চালকরা যাতে বাড়িতে পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোন পান, মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন, সেই জন্য তাঁদের সহধর্মিণীদের কাছে সহযোগিতা চাইছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই লক্ষ্যে কলকাতা মেট্রোর চালকদের স্ত্রী ও পরিবারের লোকেদের বিশেষ কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মানসিক চাপ কমাতে চালকদের নিয়মিত যোগাভ্যাস এবং মেডিটেশনের পরামর্শ দিচ্ছেন মেট্রো কর্তারা। কর্তৃপক্ষের দাবি, ট্রেন চালানোর জন্য চালকদের মানসিক চাপমুক্ত থাকা সবার আগে দরকার। কারণ তাদের কাজে মস্তিষ্ক স্থির, গভীর মনসংযোগ দরকার। ট্রেনের সামনের ট্র্যাক খেয়াল রাখার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয় সিগন্যালও। ক্ষণিকের ভুলে হতে পারে বড় বিপদ।

বেআইনিভাবে কন্যাসন্তান হস্তান্তর মা-বাবার! একরত্তিকে উদ্ধার করল জেলা চাইল্ড হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ দাসপুরের বৈকুণ্ঠপুর থেকে উদ্ধার হল ১২ দিনের শিশু। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিশুটিকে উদ্ধার করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা চাইল্ড হেল্পলাইন। উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড হেল্পলাইন ও প্রোটেকশন ইউনিটের কাউন্সিলর সেখ আজিজুল রহমান, দাসপুর থানার পুলিশ ও দাসপুর ১ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। চাইল্ড হেল্পলাইন ও প্রোটেশন ইউনিটের কাউন্সিলর সেখ আজিজুল রহমান জানান, 'আমাদের কাছে ফোন আসে দাসপুর ১ ব্লকে এক ব্যক্তি একটি পরিচয়বিহীন শিশুকে এনে লালনপালন করছে। পরবর্তীতে আমরা থানা ও ব্লকে খবর দিই এবং আমরাও সঙ্গে এসে যৌথভাবে উদ্ধার করি।' তিনি আরও জানান, 'বাচ্চাটিকে ওরা নিয়ম মাফিক এনে রাখেননি, বেনিয়মে রেখেছেন। একটা বাচ্চাকে রাখতে গেলে যে সরকারি গাইডলাইন রয়েছে, সেই অনুযায়ী পোর্টাল অনলাইনের মাধ্যমে সরকারিভাবে আবেদনের ভিত্তিতেই কেউ বাচ্চাকে দত্তক নিতে পারে।' উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর পুলিশ কাস্টডি থেকে চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়। এরপর তাঁকে মেদিনীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চাইল্ডলাইনের তরফে জানানো হয়, সরকারি হোমে শিশুটিকে রাখা হবে। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে পূর্ব মেদিনীপুরের একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ১২ দিনের কন্যা সন্তানকে নিয়ে আসেন দাসপুরের বৈকুণ্ঠপুরের পাইন দম্পতি। সুমিত পাইন ও তাঁর স্ত্রী মনিকা পাইনের দু'টি পুত্র সন্তান রয়েছে। তাই পাইন দম্পতির ইচ্ছা ছিল কন্যা সন্তানের।পূর্ব মেদিনীপুর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পূর্ব যোগাযোগ সূত্রে ১২ দিনের এই কন্যা শিশুটির সন্ধান পান তাঁরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ওই বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানেই কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন অপর এক চাকুরিজীবি দম্পতি। তাঁদের তিনটি কন্যা সন্তান থাকায়, চতুর্থ কন্যা সন্তানকে নিজেদের কাছে রাখতে চাননি। তাই বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান দুই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। নিজেদের ইচ্ছায় শিশুটিকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন দাসপুরের পাইন দম্পতি। পাইন পরিবারে শিশুটি সযত্নে ছিল। মেয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল আরোহী। এমনটাই জানান মনিকাদেবী।

বিএসএফের উপর হামলা চালানোর জন্য জমিয়ে রাখা বোমা ফেটে ভয়ানক কান্ড মুর্শিদাবাদে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বিএসএফের উপর হামলা চালানোর জন্য জমিয়ে রাখা বোমা ফেটে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত সাহেবনগর-কাকমারি চর এলাকায়। আহত ওই ব্যক্তির নাম নাজমুল শেখ (২৭) । বোমা ফেটে আহত ওই ব্যক্তি বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, প্রাথমিক তদন্ত জানা গেছে বিস্ফোরক জাতীয় কোনও জিনিস নাড়াচাড়া করার সময় তা ফেটে ওই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, নাজমুল শেখের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। নাজমুল এবং তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশে অবৈধভাবে মাদক এবং একটি বিশেষ কাশির সিরাপ পাচারের সঙ্গে জড়িত। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতিবছর শীতকালে রাতের অন্ধকারে এলাকা কুয়াশা চাদরে ঢেকে যাওয়ার পর নাজমুল এবং আরও কয়েকজন বাংলাদেশের অবৈধভাবে মাদক পাচার করে। বাংলাদেশে অবৈধভাবে মাদক পাচার আটকানোর জন্য বিএসএফ এবং স্থানীয় পুলিশ সম্প্রতি কড়া মনোভাব নিতে শুরু করায় পাচারকারীরা শীতকাল পড়লেও বাংলাদেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে মাদক পাচার করতে পারছেন না বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, শীতকালে এলাকা কুয়াশা চাদরে ঢেকে যাওয়ার কারণে দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়। তার ফলে সীমান্ত এলাকায় প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষে দূর থেকে সমস্ত এলাকায় নজরদারি করা সম্ভব হয় না। অবৈধভাবে মাদক পাচার করার সময় যদি কখনও বিএসএফের টহলদারি দল চলে আসে তাহলে নাজমুল এবং তার দলবল মাঝে মধ্যেই বিএসএফ জওয়ানদেরকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এই কারণে সে এর আগেও গ্রেপ্তার হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নাজমুল আরও কয়েকজনের সঙ্গে গিয়েছিল। এরপর ভোরবেলা সে যখন বাড়ি ফিরে আসে। তখনই প্রবল বিস্ফোরণ হয় তার বাড়িতে। এই ঘটনায় নাজমুলের হাতে এবং শরীরের অন্য কয়েকটি অংশে গুরুতর চোট লাগে। নাম না প্রকাশের শর্তে নাজমুলের কয়েকজন প্রতিবেশী দাবি করেন, মঙ্গলবার গভীর রাতেও নাজমুল বাংলাদেশে মাদক পাচার করতে গিয়েছিল। সেই সময় সে নিজের সঙ্গে বেশ কিছু দেশি সকেট এবং সুতলি বোমা নিয়ে গিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল বিএসএফ যদি পাচারে বাধা দেয় ওই বোমাগুলো দিয়েই বিএসএফের উপর হামলা চালানোর। সূত্রের খবর, বিএসএফের তরফ থেকে মঙ্গলবার রাতে কোনও বাধা না পাওয়ার কারণে নাজমুলকে ওই বোমাগুলো ব্যবহার করতে হয়নি। অব্যবহৃত বোমাগুলো নিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরে আসে সেই সময় দুর্ঘটনাবশত কয়েকটি বোমা বাড়ির মধ্যেই ফেটে যায় এবং তাতেই নাজমুল গুরুতর আহত হন।

জয়নগরের দক্ষিন বারাসত মহাশ্মশানে নব নির্মিত বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করলেন বিধায়ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৭ ডিসেম্বর ঃ জয়নগরের দক্ষিন বারাসতে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজ সরজমিনে বুধবার খতিয়ে

দেখলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। জনবহুল এলাকার মধ্যে এই মহাশ্মশান থাকায় এলাকায় বাড়ছিল দূষণ। মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়িত হতে চলেছে জয়নগরের দঃ বারাসতে। জয়নগর থানার অধীনে থাকা দক্ষিণ বারাশত মহাশ্মশানে রাজ্যের পৌর ও নগরান্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ করা হবে। সেই চুল্লি নির্মাণের শুভারম্ব হয় বেশ কয়েক মাস আগে। সেই সময় এই চুল্লি নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ছিলেন জয়নগর বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।সেখানে উপস্থিত ছিলেন পৌর ও নগরান্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরাও। বুধবার সেই কাজের অগ্রগতির বিষয়টি সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। তিনি এদিন কথা বলেন কাজের সাথে জড়িত কর্মীদের ও সাথে। এই ব্যাপারে এদিন বিধায়ক বলেন, এই বৈদ্যুতিক চুল্লি আগামী নতুন বছরের ফ্রেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই নির্মাণের কাজ শেষ হবে। জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাসতের এই মহাশ্মশানে এতদিনে জয়নগর থানা এলাকার পাশাপাশি মগরাহাট থানা এলাকা মানুষ ও আসতো শেষকৃত্ত সম্পন্ন করার জন্য। আর এই বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ হয়ে গেলে জয়নগর, মগরাটের সাথে কুলতলি এলাকার মানুষও আসবে দক্ষিণ বারাসত মহাশ্মশানে। এলাকার মানুষকে এমনিতেই বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ করতে গেলে এখন যেতে হয় দূরবর্তী বারুইপুরের কীর্তনখোলা শ্মশানে কিংবা মন্দির বাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানে । তাতে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি বাড়তি গাড়ি খরচ হয়ে যায়।আর এটা এলাকার মানুষের অনেক কাজে লাগবে।

১২ ঘণ্টা পর নিখোঁজ শিশুর দেহ মিলল বাড়ির কাছেই পুকুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল শিশুটি। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে উদ্ধার হল তার নিথর দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকায়। কী করে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা। দুর্ঘটনাবশত এই ঘটনা ঘটেছে, নাকি পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত শিশুপুত্রের নাম তহাসিন। বয়স মাত্র ২ বছর। সে মালদার মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ অঞ্চলের উপরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল তহাসিন। মৃতের বাবা আবদুল জাব্বার জানান, মঙ্গলবার বিকাল পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত বাড়িতেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খেলা করছিল সে। এরপরই হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁর ছেলে। এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এরপর মঙ্গলবার রাতেই মোথাবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। তদন্তে নামে পুলিশ। গঙ্গাপ্রসাদের উপরপাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়। কিন্তু রাতে নিখোঁজ শিশুর কোনও সন্ধান মেলেনি। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে মাত্র একশো মিটার দূরে একটি পুকুরে শিশুটির নিথর দেহ ভাসতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর দেওয়া পরিবারে। আসে পুলিশও। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ভাঙল চাকদহ পৌরসভা, প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব! শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরের পর এবার ভেঙে দেওয়া হলো চাকদহ পৌরসভার পৌরবোর্ড। স্বজনপোষণ ও নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থতার অভিযোগে ২১ আসন বিশিষ্ট চাকদহ পৌরসভার সম্পূর্ণ বোর্ড বাতিল করে প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব তুলে দিল রাজ্য সরকার। আনুষ্ঠানিকভাবে কল্যাণীর মহকুমা শাসক (SDO)-কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পৌরসভার বেনিয়ম নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ ওঠে। সেই প্রেক্ষিতেই পৌরনগর উন্নয়ন দপ্তরের তরফে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়। সন্তোষজনক জবাব না মেলায় শেষ পর্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ তীব্র। বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই চাকদহ পৌর এলাকায় সাধারণ মানুষ ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের বক্তব্য, আগামী নির্বাচনের আগে পৌর প্রতিনিধিরা যাতে দলের হয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত চাকদহ পৌরসভার কোনও কাউন্সিলর প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনাকে ঘিরে চাকদহ জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে।

ভারতের সবচেয়ে বড় ট্রেড শো-এর মধ্যে একটি, ২৬তম কেবল টিভি শো ২০২৫, যা সার্ক অঞ্চলে ডিজিটাল কেবল টেলিভিশন, ব্রডব্যান্ড এবং ওটিটি-এর উপর কেন্দ্রীভূত, আজ বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ, মিলন মেলা, কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত হয়েছে। এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স (সিএআইটি)-এর জাতীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান শ্রী সুভাষ আগরওয়ালা। এই ইভেন্ট ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত চলবে, সাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে স্বাগত জানানো হবে এবং তিন দিনে ১ লক্ষেরও বেশি ফুটফলের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ফুড ডেলিভারি বয়ের মাদক পাচারের ছক ভেস্তে গেল। পুলিশের অভিযানে ১ কেজি ১৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার সেই ফুড ডেলিভারি বয়। জানা গেয়েছে,কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়িতে একটি খাদ্য সরবরাহ সংস্থার ডেলিভারি বয়ের কাজ করতো যুবক। ফুড ডেলিভারির আড়ালেও ছক কষতো মাদক পাচারের। মঙ্গলবার রাতে বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে খড়িবাড়ি আসছিল যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘোষপুকুর- খড়িবাড়ি রাজ্যে সড়কের ডুমরিয়া এলাকায় ওৎ পেতে বসেছিল পুলিশ। এলাকায় প্রবেশ করতেই যুবককে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ফুড ডেলিভারির বাক্স থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১ কেজি ১৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এরপরই যুবককে গ্রেফতার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুজিত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা।

বন্ধ হয়ে গেল ভারনোবাড়ি চা বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বন্ধ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের আরও একটি চা বাগান। বুধবার সকালে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাগান ছেড়ে চলে যান ভারনোবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগান বন্ধের পেছনে শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করেছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, নভেম্বর মাসের শুরুতেও আলিপুরদুয়ার জেলায় বন্ধ হয়েছিল আরও একটি চা বাগান। কোহিনুর চা বাগান নামেই পরিচিত তা। জানা যায়, সেবার কোনও নোটিশ ছাড়াই বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল ওই চা বাগান কর্তৃপক্ষ। ফলে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন চা বাগানের অন্তত ৯০০টি পরিবার। শ্রমিকদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের বোনাসও বকেয়া রয়েছে।

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of different works in different Booths under Amader Para Amader Samadhan (APAS) scheme within Cooch Behar Municipality"

Ward No	Booth No	Tender ID	Estimated Cost in Rs.
1	186	2025_MAD_972418_1	830831.13
18	194	2025_MAD_972418_2	866571.96
15,3, 20,8	201,235,236,247,249	2025_MAD_972418_3	333430.62
8	249	2025_MAD_972418_4	781366.36
5	252	2025_MAD_972418_5	808714.71
5	254	2025_MAD_972418_6	238632.25
8	189	2025_MAD_974533_1	685259.62
15	204	2025_MAD_974533_2	798593.07
13	209	2025_MAD_974533_3	964796.21
13	210	2025_MAD_974533_4	961985.34
13	212	2025_MAD_974533_5	951977.17
11	219	2025_MAD_974533_6	962022.36
11	220	2025_MAD_974533_7	1008283.45
10	223	2025_MAD_974533_8	969842.80
10	226	2025_MAD_974533_9	987878.06
5	252	2025_MAD_974533_10	174388.22
Submission end date of above 16 tenders- 10/01/2026			
18	197	2025_MAD_5003344_1	889661.41
8	250	2025_MAD_5003344_2	971184.07
8	190	2025_MAD_5003377_1	949367.00
4	256	2025_MAD_5003377_2	1002661.00
Submission end date of above 4 tenders- 27/12/2025			

And invites e-tenders for following works -

Name of Work	Tender Id	Estimated Cost in Rs.
Preparation and installation of statues	2025_MAD_974025_1	Item Rate
Inter-connection of existing pipeline with new Deep Tubewell	2025_MAD_974031_1	5569567.68
Supply of 70 watts LED out door street light	2025_MAD_974045_1	2478000.00
Supply and delivery at site 18 nos. Hand Trolley	2025_MAD_974052_1	Item Rate

Submission end date of above 4 tenders- **10/01/2026**
Details information will be available from the website–
(i) http://wbtenders.gov.in or
(ii) http://tenders.wb.gov.in and
(iii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/- **Chairman,**
Cooch Behar Municipality

নদীয়ায় আইসক্রিম কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ! কম্প্রেসার ফেটে মৃত্যু মালিকের, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ ডিসেম্বর ঃ বুধবার সকালে নদীয়ায় ঘটে গেলো ভয়াবহ বিস্ফোরণ! ঘটনায় মৃত ১। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত বিরহী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়া এলাকায়। জানা যায় স্থানীয় একটি আইসক্রিম কারখানায় বুধবার সকালে আচমকা কম্প্রেসার মেশিন বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় প্রাণ হারান কারখানার মালিক সন্তোষ রায় (গৌরাঙ্গ রায় নামে পরিচিত)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে কারখানায় তিনজন কর্মী কাজ করছিলেন। হঠাৎই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন, কারখানার ভিতরে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মালিক সন্তোষ রায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিণঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। স্থানীয়দের

দাবি, প্রায় ১০ বছর ধরে ওই আইসক্রিম কারখানাটি এলাকায় চালু ছিল। কিন্তু কী কারণে এত বড় বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে ধোয়াশায় রয়েছেন তাঁরা। কম্প্রেসারের রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি ছিল কি না, কিংবা অতিরিক্ত চাপের কারণেই এই বিস্ফোরণ-তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যুর জেরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আইসক্রিম কারখানার সঙ্গে যুক্ত অপর এক মালিককে আটক করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নদীয়ার হরিণঘাটা থানার পুলিশ। এলাকায় এমন দুর্ঘটনার জেরে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক।

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 18-PS/Ch-I/2025-26 dt: 16.12.2025, E-Tender ID: 2025_ZPHD_975251_1, NIT No: 19-PS/Ch-1/2025-26 dt: 16.12.2025 E-Tender ID: 2025_ZPHD_975329_1 to 2025_ZPHD_975329_6**. For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. **Visit: https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সন্তোষ কুমার রউতা পিতা অভিমুনিয়া রাউতা সাং - ১ নম্বর সুলতানপুর , পোস্ট জগাছ থানা সাঁতরাগাছি হাওড়া । সুলতানপুর মৌজা সামিল ডি এস আর এ সম্পাদিত ১০৫৫৫৯ / ২০২৫ নম্বর দলিল মূলে হাল ১৭৪ নং দাগে হাল ২২১৮ খতিয়ানে ২ কাঠা ০ ছটাক ১৮ বর্গফুট পরিমাণ সম্পত্তি ডি এস আর এ সম্পাদিত ০১.১০.২০২৪ তারিখে ৩০৬১৯৪ /২০২৪ নম্বর দলিল মূলে (আমমোক্তার করি গ্রহীতার নাম সেখ আলি হোসেন ও ওবাইদুল সেখ) দিলীপ পাল এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে , এবং বি এল এন্ড এল আর ও অফিস এ রেকর্ড আর জন্য আবেদন করিয়াছে । এই বিষয়ে কাহার কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালি জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI:PASCHIM MEDINIPUR
Tender for- "Construction of CC Road within Khirpai Municipal Area"
eNIT No:_ WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT48
Last date of Submitting Bid: 24.12.2025 UP TO 05.55 P.M. For details visit at https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

Ashuti-II Gram Panchayat
(THAKURPUKUR MAHESHTALA PANCHAYAT SAMITY)
Notice Inviting e-Tender
Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. are- 09/A-II GP/25-26 (Sl. No 01), Dt-16/12/25 for Construction of Cover Drain with Soak Pit under 15th FC Fund. Bid Submission last dt-13/01/2026, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

NIT-16
1. 2025_ZPHD_970247_1, 2. 2025_ZPHD_970901_1, 3. 2025_ZPHD_970970_1, 4. 2025_ZPHD_971004_1, 5. 2025_ZPHD_971048_1, 6. 2025_ZPHD_971090_1 7. 2025_ZPHD_971745_1, 8. 2025_ZPHD_971774_1, 9. 2025_ZPHD_971843_1, 10. 2025_ZPHD_972584_111. 2025_ZPHD_972584_2, 12. 2025_ZPHD_973360_1, 13. 2025_ZPHD_973360_2, 14. 2025_ZPHD_973360_3, 15. 2025_ZPHD_973360_4, 16. 2025_ZPHD_973360_5, 17. 2025_ZPHD_973360_6, 18. 2025_ZPHD_973360_7, 19. 2025_ZPHD_973360_8, 20. 2025_ZPHD_973360_9
Sd/- Pradhan
Simulpur Gram Panchayat

ট্র্যাক মেশিন সাইডিঙের ব্যবস্থা করা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি-১০০-২০২৫ তারিখঃ ১৫-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** মানু এবং জিরাণিয়া য়ার্ডেঃ ডিইএন/V/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিঙের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,৫০,৪৬,৭১৮.৮৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৭৫,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৩-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি/৩৭ অফ ২০২৫-২৬ **তারিখঃ** ১৫-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ইএল/এলএম/২৫-২৬/৪০। কাজের নামঃ** পাণ্ডুস্থিত রেলওয়ে ইনস্টিটিউট (আরআইসিপি) এবং গুয়াহাটিস্থিত ব্রহ্মপুত্র অফিসার্স রেস্ট হাউসের উন্নতকরণ এবং মেরামত, রিওয়ারিং কাজের সঙ্গে সহযোগী বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮০,১২,৩৫৯.৩১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৬০,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০১-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৭-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
এসআর.ডিইই/জিএণ্ডসিএইসজি/লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HZP/ULU/HAT-1/APAS/E-NIT-6/2025-26, (2) WB/HZP/ULU/HAT-1/APAS/E- NIT-7/2025-26
For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for total 39 (Thirty-nine)Nos. different works. Last date of submission of Bid up to **12.01.2026 at 11.00 Hrs.** Bid Opening Date(Online): **15.01.2026 at 11.00 Hrs**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **eNIT- 18/ JARAGRAM/25-26** Last date of apply **07.01.2026 at 02:00 pm** . For more details contact Jaragram GP
Sd/-
Prodhan,Jaragram GP

Office of the
Amardaha Gram Panchayat
Under Shyampur-II Dev. Block
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/AGP/eNIT-31/ APAS/25-26, (2) WB/HOW/AGP/ eNIT-32/APAS/25-26,
The Pradhan, Amardaha Gram Panchayat, Sitapur, Amardaha, Shyampur, Howrah invites e-tender for similar works. Bid submission closing date(online) **26.12.2025 at 11:30 am**. Bid opening date for Technical Proposals **28.12.2025 at 11:30 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Amardaha Gram Panchayat

NIT-15
1.Tender ID 2025_ZPHD_967625_1, 2.Tender ID 2025_ZPHD_967665_1, 3. Tender ID 2025_ZPHD_968531_1, 4.Tender ID 2025_ZPHD_968588_1 5. Tender ID 2025_ZPHD_968645_1, 6. Tender ID 2025_ZPHD_968700_1, 7. 2025_ZPHD_972444_1, 8. 2025_ZPHD_972444_2, 9. 2025_ZPHD_972444_3, 10. 2025_ZPHD_972444_4, 11. 2025_ZPHD_972444_5 12. 2025_ZPHD_972444_6, 13. 2025_ZPHD_972444_7, 14. 2025_ZPHD_972444_8, 15. 2025_ZPHD_972444_9, 16. 2025_ZPHD_972444_10
Sd/- Pradhan
Simulpur Gram Panchayat

COMFORT FINCAP LIMITED
CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09,
Email: info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

NOTICE TO SHAREHOLDERS
SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

NOTICE is hereby given to the shareholders of the Company that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has opened a special one-time window from **July 07, 2025 to January 06, 2026** for re-lodgment of transfer deeds.

This facility is available only for those transfer deeds lodged prior to April 01, 2019 for transfer of physical shares which were rejected, returned, or remained unattended due to deficiencies in the documents/process. Shareholders are further requested to note that all securities re-lodged for transfer shall be issued only in Demat mode.

Eligible investors are requested to re-submit their transfer requests along with complete documents during the period of special window to the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e., Bigshare Services Private Limited, Email Id: investor@bigshareonline.com or the Company at: info@comfortfincap.com

The aforesaid SEBI Circular is also available on Company's website at: www.comfortfincap.com.

Relevant shareholders are encouraged to avail themselves of this one-time opportunity within the stipulated window.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
COMFORT FINCAP LIMITED
Sd/-
ANKUR AGRAWAL
DIRECTOR
DIN: 06408167

DATE: DECEMBER 18, 2025
PLACE: MUMBAI

CORRIGENDUM
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-87/2025-26 (SL No-01 to 04)** & **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-88/2025-26 (SL No-01 to 09)** Tender Id is- 2025_MAD_953649_1, 2025_MAD_953649_2, 2025_MAD_953649_3, 2025_MAD_953649_4, 2025_MAD_954555_1, 2025_MAD_954555_2, 2025_MAD_954555_3, 2025_MAD_954555_4, 2025_MAD_954555_5, 2025_MAD_954555_6, 2025_MAD_954555_7, 2025_MAD_954555_8 & 2025_MAD_954555_9 Bid Submission closing date (Online)- **13/01/2026** instated of **16/12/2025 & 17/12/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **15/01/2026 instated of 18/12/2025 & 19/12/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-I Development Block, Chakda, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-WBPUR/BDO/NIeT-29/25-26
E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 5.00 PM of 26/12/2025** for **24 nos** schemes under APAS 2025-26.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www. tenders.wb.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Block Development officer
Purulia-I Development Block

আইটিসি লিমিটেড
নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজ গুলোর সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে এবং সিকিউরিটিজের ধারকরা কোম্পানিকে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য আবেদন করেছেন। যে কোনো ব্যক্তির যদি উক্ত সিকিউরিটিজগুলোর বিষয়ে কোনো দাবি থাকে, তবে তিনি এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে সেই দাবি দাখিল করবেন, অন্যথায় কোম্পানি কোনো প্রকার পূর্ব ছাড়াই ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ইস্যু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সার্টিফিকেট অনুযায়ী নিরাপত্তা ধারক(দের) নাম(সমূহ)	ফোলিও নম্বর	সিকিউরিটিজের সংখ্যা ও অভিহিত মূল্য	সার্টিফিকেটস নম্বর	স্বতন্ত্র সংখ্যা
এমআর ও ডি'কোস্টা	০৪ / ২৬৬৮৪	১৫০০টি ইকুয়ইটি শেয়ার এবং প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ /- টাকা।	২৩৭৭৮৪	৮০৬৯৫২৯৪৫০-৮০৬৯৫৩০৯৪৯

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৮।১২।২০২৫

শ্রীলঙ্কার কোচের পদে ভারতের প্রাক্তনী

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ১৭ ডিসেম্বরঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর প্রায় দুই মাস। বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে এখন প্রস্তুতি সারছে দলগুলো। এর মাঝেই বড় চমক দিল আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপের আগেই কোচিং স্টাফে বড় পরিবর্তন আনল তারা। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো আর শ্রীধরকে। এর আগে প্রায় আট বছর ভারতের জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এ বার বিশ্বকাপের আগে চ্যালেঞ্জ বাড়ল তাঁর। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয় এই খবর। বিশ্বকাপের আগে যে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা, তখন থেকেই দায়িত্ব নেবেন তিনি। বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। ভারতীয় দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিং

নিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে শ্রীধরের। ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এর মধ্যে ছিল ৩০০-র বেশি ম্যাচ ও আইসিসি-র একাধিক টুর্নামেন্ট। তাঁর কোচিংয়ে ওই সময়ে ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ক্যাচিং দক্ষতা বাড়ানো, গ্রাউন্ড ফিল্ডিং এবং সঠিক পজিশনে থাকার ক্ষেত্রেও উন্নতি করেছিলেন ভারতের ক্রিকেটাররা। বিসিসিআই-এর লেভেল থ্রি-র এই কোচ অবশ্য শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট পরিকাঠামোর সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ১০ দিনের একটি বিশেষ ফিল্ডিং ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কায়। তখনই সিনিয়র, জুনিয়র ও মহিলা দলের ফিল্ডিংয়ের মানে উন্নতি আনার জন্য পরামর্শ দেন। এ বার আসন্ন পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড সিরিজ এবং বিশ্বকাপে সাফল্য পাওয়ার আশায় শ্রীধরকে দায়িত্ব দিল শ্রীলঙ্কা। নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি ভারতীয় এই কোচও। তিনি জানালেন, নতুন কোনও সিস্টেম নয়, বরং কুইক হ্যান্ড ও রিফ্লেক্সের মতো যে সব বিষয়ে আগেও দাপট দেখাতেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা, সেগুলি আরও উন্নত করাই তাঁর লক্ষ্য।

মেসির স্মৃতির ফ্রেমে জায়গা পেল না যুবভারতী, কিন্তু কলকাতা...!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারত সফরের শুরুটা হয়েছিল কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। শেষটা হল কৃতজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের আশ্বাসে ভরা এক আবেগঘন বার্তায়। কিন্তু সেই বিদায়বেলায় লিও মেসির পোস্ট করা ভিডিওয় স্পষ্ট অনুপস্থিত যুবভারতী। জায়গা পেয়েছে হায়দরাবাদ, মুম্বই ও দিল্লির ঝলমলে মুহূর্তগুলি। কলকাতা থেকেও শুধু একটি দৃশ্য, ৭০ ফুট মূর্তি উন্মোচন। আর্জেন্টিনার মহাতারকা মেসি, তাঁর সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগজ ডি'পলের সঙ্গে ভারত সফরজুড়ে ভক্তদের উন্মাদনায় ভেসেছেন। হায়দরাবাদে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে মাঠে নামা, শিশুদের সঙ্গে ফুটবল খেলা, গ্যালারিতে বল ছোড়া সবই ধরা পড়েছে মেসির ইনস্টাগ্রাম ভিডিওয়। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ব্রেবোর্নে প্যাডল কাপ, করিনা কাপুর খানের সঙ্গে আলাপচারিতাও রয়েছে। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের নানা মুহূর্তও জায়গা করে নিয়েছে ভিডিওয়। কিন্তু কলকাতার যুবভারতীর অনুষ্ঠানের কোনও ঝলক নেই। অথচ সেখান দিয়েই শুরু হয়েছিল 'গোট ট্যুর'। মেসির ক্যাপশনে অবশ্য কলকাতার উল্লেখ রয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'নমস্তে ইন্ডিয়া! দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় আসার অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল। এত ভালো অভ্যর্থনা, আতিথেয়তা ও ভালোবাসা পেয়ে ভালো লাগছে। আশা করি, ভারতের ফুটবল ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।' ভিডিও বার্তায় মেসি আরও বলেন, ''এই ক'দিনে যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা আমাদের জন্য দারুণ অভিজ্ঞতা। সফরটা সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তাতে

আমরা অভিভূত। আমরা আবার ফিরব হয়তো খেলতে, হয়তো অন্য কোনও কারণে।' তবে যুবভারতীর অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলেছে। কারণ, সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই তৈরি হয়েছিল বিশৃঙ্খলা। মেসির মাঠে উপস্থিতি ছিল মাত্র ২২ মিনিটের। দর্শকদের অভিযোগ, তাঁরা প্রিয় তারকাকে ঠিকভাবে দেখতেই পাননি। নিরাপত্তা ঘিরে ধাক্কাধাক্কি, এরপর চেয়ার ভাঙচুর, বোতল ছোড়া, গেট ভেঙে মাঠে দর্শকদের ঢুকে পড়া, গ্যালারি ও শৌচাগারে ক্ষয়ক্ষতি। ঘটনার জেরে রাজ্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গ্রেফতার হয়েছেন অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত। ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। অন্যদিকে সফরের শেষলগ্নে বনতারায় মেসির উপস্থিতি বাড়তি আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনন্ত ও রাধিকা আম্বানির আতিথেয়তায় সেখানে একটি সিংহশাবকের নাম রাখা হয় 'লিওনেল'। মন্দিরে হিন্দু রীতি মেনে পুজো দেন মেসি, সঙ্গে সুয়ারেজ ও ডি'পল গলায় রুদ্রাক্ষ, হাতে পুজোর অর্ঘ্য, মাথা নত করে প্রণামের ছবি ভাইরাল হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভারত সফর মেসির কাছে স্মরণীয়। ভালোবাসা, উন্মাদনা আর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় ভরা। কিন্তু সেই স্মৃতিচারণায় যুবভারতীর জায়গা না পাওয়া যেন কলকাতার ফুটবল-আবেগের সঙ্গে এক তিক্ত বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাল। কলকাতা নাম হিসেবে রইল, মাঠের স্মৃতি রইল না।

বড় ধাক্কা সবুজ-মেরুন শিবিরে!

এএফসি থেকে ২ বছরের জন্য নির্বাসিত মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ সবুজ-মেরুন শিবিরে ফের মন খারাপের ছায়া। এশিয়ান চ্যাম্পিয়্যান্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের জেরে মোহন বাগানকে কড়া শাস্তি দিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। আগামী দু'বছর এএফসির কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। পাশাপাশি, ৪৭ লক্ষ টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই অর্থ এএফসিকে মেটাতে হবে মোহন বাগানকে। বুধবার সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়্যান্স লিগ টু-এ ইরানের ক্লাব সেপাহানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে ইরান সফরে যাওয়ার কথা ছিল মোহন বাগানের। তবে দীর্ঘ নাটকের পর শেষ পর্যন্ত সফর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় ক্লাব। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ম্যাচে না খেলার কথা জানানো হয় এবং ওয়াকওভার নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা বাগান কর্তৃপক্ষ জানায়। এএফসি ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট আগামী দুটি মরশুমের (২০২৭-২৮ পর্যন্ত) জন্য এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ হয়েছে। যোগ্যতা অর্জন করলেও তারা খেলতে পারবে না। তখনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তের জন্য বড় ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে পারে মোহন বাগান। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। এএফসির এই কড়া শাস্তিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বড় ধাক্কা খেল সবুজ-মেরুন শিবির।

এবারই শেষ আইপিএল? ধোনিকে নিয়ে বড় মন্তব্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর!

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বরঃ ২০০৮ সাল থেকে শুরু। এখনও তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না আইপিএল। গত মরসুমেও খেলেছেন। তবে স্বমহিমায় দেখা যায়নি। কিন্তু অতীত হয়ে যাননি। আরও একবার আইপিএলে খেলতে দেখা যাবে। তবে কেউ কেউ মনে করছেন, এই আইপিএলেই শেষবার খেলবেন। এরপর পাকাপাকি অবসরে চলে যাবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৪৩ বছরের ক্রিকেটার নিজে অবশ্য এ নিয়ে মুখ খোলেননি। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, এবার পাকাপাকি গ্লাভস জোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন এমএসডি। ভারতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন অনেক আগেই। কিন্তু আইপিএলে প্রতি মরসুমে খেলে চলেছেন ধোনি। চেন্নাই সুপার কিংসকে দিয়েছেন ট্রফিও। খারাপ সময়ে হাল ধরেছেন। নতুন প্রজন্ম তৈরি করেছেন। এই ধোনি যে টিমের অবিচ্ছেদ অংশ, সন্দেহ নেই। তাই থেকে যাবেন, যতদিন থাকবে হলুদ জার্সি। ধোনির সঙ্গে অন্যদের ফারাক, আইপিএলকে কখনওই হালকা নেননি তিনি। নিজেকে তৈরি করেই নেমেছেন মাঠে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে নিয়মিত ট্রেনিং করেছেন গত তিন মাস। তৈরি হয়েই আবার নামবেন মাঠে। তবে ধোনিও যে সামনের দিকে তাকাচ্ছেন, দলকে রেখে যেতে চান সেরা

জায়গায়, তা এ বারের মিনি নিলামে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। ১৯ বছরের প্রশান্ত বীর, ২০ বছরের কার্তিক শর্মাকে তুলেছেন নিলাম থেকে। একজন উইকেটকিপার, অন্যজন স্পিনার অলরাউন্ডার। নিজের তো বটেই, রবীন্দ্র জাডেজার অভাব যাতে মেটাতে পারেন, সেই চেষ্টাই করেছেন ধোনি। তা হলে কি এ বারই অবসর নিচ্ছেন? ধোনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবীন উথাপ্পা বলেছেন, ''আমার মনে হয় এটা এ বার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। এটাই ধোনির শেষ মরসুম হতে চলেছে। আর একটা মরসুম ধোনি খেলবে কিনা, তা নিয়ে আর জল্পনার দরকার নেই। এই মরসুমেই শেষ হবে। আমার মনে হয়, নিলামে যুব ক্রিকেটারদের দিকে ফোকাসই উত্তর দিয়ে দিচ্ছে সব কিছুর। চেন্নাই প্রতিভা খোঁজার পাশাপাশি তাদের সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। এগুলোই প্রমাণ।''

ছ'বছর পর কলকাতায় খেলবেন আনন্দ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ ছ'বছর পর আবার কলকাতায় খেলবেন বিশ্বনাথন আনন্দ। তাঁর একঝাঁক শিষ্যের মুখোমুখি হবেন তিনি। পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আনন্দ ৭ থেকে ১১ জানুয়ারী ধন ধান্য প্রেক্ষাগৃহে খেলবেন। মুখোমুখি হবেন বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশের। এই প্রথম দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের লড়াই হবে। গুকেশ ছাড়াও খেলবেন আর প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন ইরিগাইসি, বিবিত গুজরাটি, অরবিন্দ চিদাম্বরমের মতো জুনিয়রেরা, যাঁরা কোনও না কোনও সময় আনন্দের কাছে দাবা খেলা শিখেছেন। মহিলাদের বিভাগে খেলবেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দিব্যা দেশমুখ। এ ছাড়াও খেলবেন আর বৈশালী, দ্রনোভালি হারিকা। ওপেন এবং মহিলাদের বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে। র‍্যাপিড এবং ব্লিজ বিভাগে খেলা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই সমান পুরস্কার মূল্য থাকছে।

টি-টোয়েন্টির ক্রমতালিকায় নতুন মাইলস্টোনে বরুণ চক্রবর্তী

দুবাই, ১৭ ডিসেম্বরঃ ইতিহাস গড়লেন বরুণ চক্রবর্তী। এখন তিনি আইসিসি'র টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্ট পাওয়া ভারতীয় বোলার। আইসিসি প্রকাশিত ১৭ ডিসেম্বরের

সর্বশেষ রেটিং পয়েন্ট অনুযায়ী, তিনি পিছনে ফেলেছেন তাঁরই সতীর্থ জশপ্রীত বুমরাহকে। ২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কেরিয়ারে সর্বোচ্চ রেটিং পেয়েছিলেন বুমরাহ। সেই বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। সেই সুবাদে কেরিয়ারের সেরা ৭৮৩ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন তিনি। বুধবার রেটিং পয়েন্টের দিক থেকে টিম ইন্ডিয়ার পেসারকে পিছনে ফেলেছেন বরুণ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮১৮। কেরিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। তবে বরুণ ছাড়া শীর্ষ দশে আর কোনও ভারতীয় বোলার নেই। চমকে দেওয়ার মতো আরও একটি তথ্য হল, ভারতীয় 'রহস্য স্পিনার' ছাড়া আর কারও পয়েন্ট ৭০০-র গণ্ডি পার হয়নি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কিউয়ি তারকা জ্যাকব ডাফি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৯৯। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে র‍্যাঙ্কিংয়ের এভারেস্টে চড়েছিলেন বরুণ। এরপর নভেম্বরের শুরুতেও বোলারদের টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষে ছিলেন তিনি। তখন ৭৯৯ রেটিং পয়েন্টে ছিলেন। গত এক-দে। বছরে ভারতীয় বোলিংয়ের স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন বরুণ। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচে ডানহাতি এই স্পিনার ছ'টি উইকেট নিয়েছেন। যার মধ্যে ধরমশালায় তৃতীয় ম্যাচে ২১১ উইকেটও রয়েছে। মঙ্গলবার আবু ধাবিতে শ্রীলঙ্কার 'জুনিয়র মালিঙ্গা' মুস্তাফিজুর রহমানকে ৯.২০ কোটি টাকায় কিনেছে কেকেআর। এর পরের দিনই ৬৬৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আটে উঠে এলেন ফিজ। অক্ষর প্যাটেল রয়েছেন ১৩ নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৩৬। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজে বল হাতে অসাধারণ ছন্দে থাকার পুরস্কার পেয়েছেন অর্শদীপ সিংও। চার ধাপ উপরে উঠে তাঁর র‍্যাঙ্কিং ১৬। প্রথম ২০-তে নেই আর কোনও ভারতীয়।

উসমান দেম্বেলেকে নিয়ে আর আফসোস নয়, আনন্দ হোক

সংবাদ সংস্থা, কাতার, ১৭ ডিসেম্বরঃ একটি মুহূর্ত বা ক্ষণ অনেক সময় মানুষের পুরো জীবন ছাপিয়ে যেতে পারে। সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য মানুষ কত কী-না করে! সেই মুহূর্তের আনন্দ এবং তার রেশ কতক্ষণই-বা আর থাকে! কিন্তু অল্প কিছু সময়ের সেই আনন্দটুকুই হয়ে উঠে জীবনের পরম সত্য। সেটিই ভুলিয়ে দিতে পারে অতীত যন্ত্রণা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। ২০২৪-২৫ মরসুম উসমান দেম্বেলের জন্য ছিল তেমনই একসময়, যা এরই মধ্যে ছাপিয়ে গেছে তাঁর পুরো ক্যারিয়ারকে। ভবিষ্যতে যদি তিনি আর কোনো কিছু না-ও জেতেন, তবু এ অর্জন তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। গতকাল রাতে ফিফা দ্য বেস্টে বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নিজের সেই অর্জনকে যেন সিলগালাই করে নিলেন দেম্বেলে। এর আগে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি বড় স্মারক 'ব্যালন ডি'অর' জেতেন বার্সেলোনার এই ফরাসি তারকা। ২০২৪-২৫ মরসুমের শুরুতে কেউ যদি বলতেন দেম্বেলে চ্যাম্পিয়নস লিগ, ব্যালন ডি'অর ও ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার জিতবেন-বেশির ভাগ মানুষই অবিশ্বাসের চোখে তাকাতেন। দেম্বেলের প্রতিভা বা সামর্থ্যের কমতি কখনোই ছিল না। চোট ও খামখেয়ালি জীবনই মূলত সেই অবিশ্বাসের কারণ। চলতি মরসুমে (২০২৫-২৬) যেমন চোটের কারণে মাত্র ১২ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু গত মরসুমে প্রকৃতি যেন বর নিয়ে হাজির হয়েছিল তাঁর জন্য। যখন যা করতে চেয়েছেন, যেভাবে করতে চেয়েছেন, সেভাবেই যেন সব হয়েছে। দল হিসেবে পিএসজির জন্যও ২০২৪-২৫ ছিল অবিশ্বাস্য এক মরৌসুম। লিগ আঁ, ফ্রেঞ্চ কাপ আর চ্যাম্পিয়নস লিগ-'ট্রেবল জয়! ইন্টার মিলানকে ফাইনালে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। পিএসজির এ সাফল্যের অন্যতম রূপকার দেম্বেলে। এ সময়ে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পসরা যেমন সাজিয়েছেন, তেমনি দলীয় পারফরম্যান্সেও তাঁর ছিল অসাধারণ অবদান। সব মিলিয়ে মরসুমে করেছেন ৩৫ গোল, সহায়তা করেছেন ১৬ গোলে। শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল না তাঁর। ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮ ম্যাচে করেছিলেন মাত্র ৫ গোল। কিন্তু নতুন বছর শুরু হতেই অদম্য এক রূপে হাজির হন দেম্বেলে। ১ জানুয়ারি থেকে মরসুমের শেষ পর্যন্ত ২৯ ম্যাচে ২৫ গোল, ৮

গোলে সহায়তা। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় ম্যাচে টানা গোল। এক সপ্তাহে টানা দুটি হ্যাটট্রিক-একটি চ্যাম্পিয়নস লিগে স্টুটগার্টের বিপক্ষে, আরেকটি লিগ আঁতে ব্রেস্তের বিপক্ষে। ২০২৫ সালের প্রথম ২০ ম্যাচে ২৪ গোল-এককথায় অবিশ্বাস্য! শুরুতে যে স্বর্গীয় মুহূর্তের কথা বলা হচ্ছিল, এই সময়টিই ছিল সেই মুহূর্ত, যা দেম্বেলেকে নিয়ে গেছে ভিন্ন এক উচ্চতায়। ফুটবলে ২০২৪-২৫ মরসুমের কথা বললে, তাই সবার আগে বলতে হবে দেম্বেলের কথাই। গতকাল কাতারে বর্ষসেরার পুরস্কার জয়ের পর নিজের অর্জন নিয়ে দেম্বেলে বলেন, ''আমি আমার সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। কঠোর পরিশ্রমের ফল মেলে। ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে-দুই দিক থেকেই এটি আমার জন্য দারুণ একটি বছর কেটেছে।'' দেম্বেলে যোগ করেন, ''আমি আমার পরিবারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, যাঁরা সব সময় আমার পাশে ছিলেন। পিএসজির প্রতিও ধন্যবাদ, যাদের সঙ্গে, যেমনটা বলেছি, আমার দারুণ একটি বছর কেটেছে। ক্লাবের সভাপতি, তাঁর সহকর্মীরা ও ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ।'' ফুটবলে দেম্বেলের যাত্রাটা অবশ্য একেবারেই মসৃণ ছিল না। অবিশ্বাস্য এক উত্থান-পতনের রোলারকোস্টারে চড়ে আজকের এ জায়গায় এসেছেন তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন মালিয়ান এবং মা ছিলেন মাউরিতানিয়ান-সেনেগালিস। ফ্রান্সের ভারনঁ শহরে সিমেন্টের মাঠে শুরু হয় ফুটবলের পথে তাঁর যাত্রা। সেখান থেকেই পাড়ি দিয়েছেন জাদুকরী এক পথ। ফরাসি ক্লাব রেঁনের হয়ে প্রথম পেশাদার ফুটবলে নিজের নাম লেখান দেম্বেলে। এরপর চলে যান জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। মাত্র এক মরসুমেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ক্লাব ইতিহাসের অন্যতম ব্যয়বহুল খেলোয়াড় হিসেবে পাড়ি জমান স্প্যানিশ পরাশক্তি বার্সেলোনায়। কিন্তু বার্সায় গিয়েই যেন খেই হারান দেম্বেলে। বার্সা তাঁকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখলেও সেই স্বপ্নপূরণ করতে পারেননি এই ফরাসি তারকা। বার্সেলোনায় ছয় বছর নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন দেম্বেলে। বার্সার হাওয়া-বাতাস যেন তাঁর সইছিল না। রেঁনে ও ডর্টমুন্ডে খেলার সময় প্রায় চোটমুক্ত থাকলেও ন্যু ক্যাম্পে এসে দেম্বেলে ভুগেছেন একের পর এক সমস্যায়। পেশির চোটে পড়েছেন ১৪ বার, মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে মোট ৭৮৪ দিন। শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্ব নিয়েও ছিল উদ্বেগ। বিষয়টি সামাল দিতে ক্লাব তাঁর জন্য আলাদা রাঁধুনি নিয়োগ দেয়। আবার রাত জেগে গেম খেলার অভ্যাসের কারণে অনুশীলনে দেরি-সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার্সেলোনার সবচেয়ে বেশি জরিমানা দেওয়া খেলোয়াড় ছিলেন দেম্বেলেই। তবে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মরক্কোয় বান্ধবী রিমাকে বিয়ে করার পর থেকেই দেম্বেলের জীবনে মূলত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বার্সায় শেষ দিকে সেই ইঙ্গিতও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর প্রাপ্তির গল্পটা যে পিএসজির সঙ্গেই লেখা ছিল। ২০২৩ সালের আগস্টে পাড়ি জমান পিএসজিতে। যেই ক্লাবে জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ, আনহেল দি মারিয়া, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে ও লিওনেল মেসি ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে দেম্বেলেরই যেন ত্রাতা হওয়ার কথা লেখা ছিল। হয়েছেনও তা-ই। সব তারকা যাওয়ার পরই দেম্বেলের হাত ধরে বাজিমাত করে পিএসজি। শেষ পর্যন্ত উসমান দেম্বেলের গল্পটা কেবল ট্রফি, গোল কিংবা পুরস্কারের নয়-এটা নিজেকে ফিরে পাওয়ার গল্প। যে ফুটবলারকে একসময় চোট, খামখেয়ালিপনা আর অপচয় হওয়া প্রতিভার প্রতীক মনে করা হতো, সেই দেম্বেলেই আজ পরিণত ও সফল। সময়, জীবন আর অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে-প্রতিভা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় শৃঙ্খলা ও ধৈর্য। ২০২৪-২৫ মরসুম তাই শুধু একটি স্বর্ণালি অধ্যায় নয় বরং দেম্বেলের জীবনের মোড় ঘোরানো এক ক্ষণ। যা আমাদের বলে, এমবাপে হারিয়ে যাননি বরং নিজের জায়গাটা খানিকটা দেরিতে খুঁজে পেয়েছেন

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com